Contents
মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৭

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১১তম বর্ষ ডিসেম্বর ২০০৭ ইং ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ঘূর্ণিঝড় সিডরে লণ্ডভণ্ড উপকূলীয় অঞ্চল, বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতিঃ

দেশের উত্তরাঞ্চলে পর পর দু'বারের সর্বগ্রাসী বন্যার জের না কাটতেই দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ১৫টি যেলাকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' (SIDR)। বাংলাদেশের চেয়েও বৃহদাকার আয়তনের এবং ২২০-২৫০ কিলোমিটার গতিবেগের এই শক্তিশালী প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়টি গত ১৫ নভেম্বর রাতে ২০-২৫ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছাস সহ উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হেনেছে। উপকূলীয় যেলা বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন স্থাপনা। অধিক ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় ৭টি যেলাতেই ৯ লাখ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে, যার মূল্য ৪ হাযার কোটি টাকা। ভেসে গেছে হাযার হাযার বিঘা চিংড়ী ঘের সহ পুকুর ও জলাসয়ের শত শত কোটি টাকার মাছ। প্রাণহানী ঘটেছে প্রায় তিন লক্ষাধিক গবাদি পশুর। মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে প্রায় দশ সহস্রাধিক বনু আদমের। এখনো প্রায় ২০ হাযার জেলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ধান ক্ষেতে, জঙ্গলে, গাছের ডালে এমনকি খাল ও নালার পানিতে গবাদী পশু ও মানুষের লাশ এক সঙ্গে ভাসতে দেখা গেছে। সরকারী হিসাবে ৪০ লাখ এবং বেসরকারী হিসাবে ৫০ লাখ লোক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর পরোক্ষ ক্ষতির শিকার হয়েছে কয়েক কোটি মানুষ। ঘূর্ণিঝড়ের মূল অংশ সুন্দরবনের উপর আঘাত হানায় এর তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে বটে কিন্তু ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' খ্যাত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট 'সুন্দরবনে'র। প্রায় আড়াই হাযার বর্গকিলোমিটার বন ধ্বংস হয়েছে। সেই সাথে সুন্দরবনের পশু-পাখিরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ও বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। নিরন্ন মানুষের হাহাকারে ও মৃত মানুষের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে দেশের দক্ষিণ জনপদের বাতাস। বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত এক প্যাকেট ত্রাণের জন্য মানুষের প্রাণান্ত দৌড় ও কাড়াকাড়ির যে দৃশ্য পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছে, তা মন্বন্তরের মৃত্যুক্ষুধার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গোজার ঠাঁই নেই, খাবার পানি নেই এ যেন এক মৃত্যুপুরী।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস অনেক পুরানো। বিগত ১৩১ বছরে ছোট-বড় ৮০টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে বাংলাদেশের উপকূলে। প্রথম প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানে ১৮৭৬ সালের ১ নভেম্বরে। সেই ঝড়ে ২ লাখ মানুষের প্রাণহানী ঘটে। দ্বিতীয় ঝড়টি আঘাত হানে ১৯৭০

সালের ১২ নভেম্বর। এতে মারা যায় সর্বোচ্চ ৫ লাখ মানুষ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে রয়েছে ১৯৮৫ সালের ২৪ মে। প্রাণহানীর সংখ্যা ১১ হাযার। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল। এতে প্রাণহানী ঘটে দেড় লক্ষ। ১৮৭৬ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ে সর্বমোট প্রায় ১৫ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ছিল ব্যতিক্রম। এর গতিবেগ ছিল অনেক বেশী। ইতিপূর্বে সর্বোচ্চ গতিবেগ ২২০ কিলোমিটার হ'লেও সিডরের গতি ছিল ২৪০-২৫০ কিলোমিটার। তবে সাগরে ভাটা থাকার কারণে জলোচ্ছাসের উচ্চতা ও তীব্রতা কম ছিল এবং সুন্দরবন বরাবর ঘূর্ণিঝড়ের 'চোখ' তথা মূল অংশ আঘাত হানায় অনেকটা রক্ষা হয়েছে। কিন্তু এরপরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সীমাহীন। অর্থনীতিবিদদের মতে, দু'দফা বন্যা ও প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এবছরে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ১২ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে। উৎপাদন ও যরূরী আমদানীর মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা কাঙ্খিত পর্যায়ে স্থিতিশীল করা না গেলে খাদ্যমূল্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্যের মূল্য আরো বেড়ে যাবে এবং জনজীবনের উপর এর ভয়াবহ প্রভাব প্রতিফলিত হবে। সামগ্রিক অর্থে দু'দফা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-খরা-ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প-ভূমিধস ইত্যাদি নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপরে নেমে এসেছে এরকম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নিশ্চিহ্ন হয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ। বুভুক্ষু মানবতার আর্ত-চিৎকারে ভারী হয়েছে আকাশ-বাতাস। মানুষ, পশু-পাখি ও কুকুর-শিয়ালের লাশ একাকার হয়ে পড়ে থেকেছে দিনের পর দিন। ধ্বংসস্তূপে বাধাগ্রস্ত হয়েছে নদীর স্রোত। থমকে দাঁড়িয়েছে জীবন যাত্রা। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অনুপম সৃষ্টি অনিন্দ্য সুন্দর এই পৃথিবী কেন বারবার গযবে আক্রান্ত হয়? এর কারণ কি? 'প্রকৃতির খেয়ালিপনাই' কি এর জন্য দায়ী? নাকি মানুষের অন্যায় কর্ম? এর জবাবে আল্লাহ পাক বলেন, 'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যেন তারা ফিরে আসে' *(রূম ৪১)*। 'অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে *(নূর ৬৩)*। 'যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের বিলুপ্ত করে দিবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন' *(ইবরাহীম ১৯)*। 'আমি অবশ্যই গুরুতর শাস্তির পূর্বে তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন তারা ফিরে আসে' *(সাজদাহ ২১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যখন কোন কওমের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আমানতের খেয়ানত ব্যাপ্তিলাভ করে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেন। যখন কোন জনপদে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন সে সমাজে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। যখন কোন সমাজে মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, তখন সে সমাজে রূযীর স্বচ্ছলতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কোন সমাজে অবিচার শুরু হয়, তখন সে সমাজে খুন-খারাবী সস্তা হয়ে যায়। আর যখন কোন কওম চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন তাদের উপর শত্রু জয়লাভ করে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক)*। আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, 'যখন কোন সমাজে যেনা ও সূদ ব্যাপকতা লাভ করে, তখন তারা আল্লাহর শাস্তিকে নিজেদের জন্য ওয়াজিব করে নেয়' *(আবু ইয়ালা)*। অতএব একথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বন্যা-খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প-ঘূর্ণিঝড় যা কিছু হয়, সবই আল্লাহর হুকুমে বান্দার পাপকর্মের ফল হিসাবে নাযিল হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সংকেত শোনার পর আমরা আল্লাহর নিকটে তওবা-ইস্তেগফার না করে বরং তা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নেই। দেশের সরকার প্রধানও জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে উপকূলীয়দের ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য রণাঙ্গনের ন্যায় প্রস্তুত থাকার উপদেশ দেন। ভাবখানা এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের সাথে মরণপণ যুদ্ধ করে একে প্রতিহত করা হবে। অপরদিকে দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ সহায়তার জন্য আরেক শ্রেণী বিভিন্ন কনসার্টের আয়োজন করে অর্থ কালেকশনের উদ্যোগ নেয়। জানা আবশ্যক যে, কোন ভাল উদ্যোগে খারাপ মাধ্যম ব্যবহৃত হলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। বরং গযবের পথই সুগম হয়। কেননা যে সমস্ত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে সেই একই কারণ অবলম্বন করলে একইভাবে পুনরায় শাস্তি নেমে আসা অসম্ভব নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক যত ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন পবিত্র কুরআনের আমোঘ বিধানের নিকটে সবই অন্তসারশূন্য। কেননা আল্লাহ পাকই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রূযীদাতা। তিনি কোন কিছু করতে ইচ্ছা করলে 'হও' বললেই হয়ে যায় *(ইয়াসীন ৮২)*।

অতএব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা নয়, বরং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে মহান আল্লাহর নিকটে আত্মসর্পণ করতে হবে। ফিরে আসতে হবে যাবতীয় গর্হিত কর্ম থেকে। রাষ্ট্রকে ইনছাফ ও ন্যায়নীতি দিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে মুক্ত করতে হবে জাতিকে। সর্বত্র ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অপরাধীদের যেমন যথাযথ শাস্তি দিতে হবে, তেমনি মুক্তি দিতে হবে নিরপরাধ মানুষকে। বিশেষত নিরপরাধ আলেম-ওলামার উপর থেকে নির্যাতনের খড়গ অপসারণ করতে হবে। নইলে একের পর এক গযবে একদিন পুরা জাতিই ধ্বংসের কিনারে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন-আমীন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের গুরুত্ব ও ফযীলত

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তাঁর অনুসরণ ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত। তাঁর তরীক্বা বাদ দিয়ে অন্য কোন মানুষের তরীক্বায় ইবাদত করলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১] তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমার কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২]

অন্ধ তাক্বলীদী মন মানসিকতা গড়ে উঠার কারণে আমরা অনেকে কথায় কথায় মাযহাবের দোহাই পাড়ি। ছহীহ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত অতি বিশুদ্ধ হাদীছ দেখিয়ে দিলেও বলতে থাকি এটা কি আমাদের মাযহাবে আছে? অথচ কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে, এটিই অবশ্যম্ভাবী। তাঁর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ব্যতীত কেউ জান্নাত লাভ করতে পারবে না।

বর্তমানে অসংখ্য তাক্বলীদপন্থী আলেম কর্তৃক 'মাযহাব মানা ফরয' ফৎওয়া দেয়ার কারণে অনেকে কুরআন-হাদীছ মানা নফল কাজ, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মাকরূহ ভেবে বসেছে। অথচ মাযহাব মানা ফরয মর্মে প্রচলিত ফৎওয়াটি কুরআন-হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী, ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শ বিরোধী। এমনকি মহামতি ইমাম চতুষ্টয় সহ সকল মুহাদ্দিছ ও ওলামায়ে কেরামের নীতির বিরোধী। এই সমস্ত অন্ধ মুক্বাল্লিদদের ফৎওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ একপ্রকার মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। এহেন করুণ পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা একান্ত যরূরী। যাতে অন্ধ তাক্বলীদের শিকল মুক্ত হয়ে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সমাজ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণপ্রিয় হয়ে উঠে।

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণে কুরআন থেকে কতিপয় দলীলঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا–

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সামনে অগ্রসর হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শ্রোতা, মহা জ্ঞানী' *(হুজুরাত ১)*।

قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ–

'আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণ কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তাহ'লে তারা জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩২)*।

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا، مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَآ اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا–

'আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। যে ব্যক্তি রাসূলের হুকুম মান্য করল সে আল্লাহ্‌রই হুকুম মান্য করল। আর যে ব্যক্তি বিমুখতা অবলম্বন করল, (হে মুহাম্মাদ!) আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি' *(নিসা ৭৯-৮০)*।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর, রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের মাঝে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের অনুসরণ কর। যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতানৈক্য কর তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। বস্তুত এটাই উত্তম এবং পরিণতির দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট' *(নিসা ৫৯)*।

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ–

* *দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, জাহরা শাখা, কুয়েত।*

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪০।*

২. *মুসলিম, ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৮।*

Contents

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' *(আনফাল ৪৬)*।

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَإِنْ تَوَلَّيتُمْ فَاعْلَمُوْآ أَنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ–

'তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং সাবধান থাক। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে জেনে রেখ আমার রাসূলের উপর কেবল স্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেওয়ারই দায়িত্ব রয়েছে' *(মায়েদাহ ৯২)*।

لاَتَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ–

'রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য কর না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ৬৩)*।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ–

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সকলে তাঁরই নিকট সমবেত হবে' *(আনফাল ২৪)*।

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ– وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ–

'যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করে চলে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হ'ল বিরাট সাফল্য। আর যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ১৩-১৪)*।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْآ إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْآ أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيْدًا– وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَآ أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا–

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে? অথচ তারা বিরোধীয় বিষয়কে ত্বাগূতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে অমান্য করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে বহুদূরে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিষয়ের দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন তারা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে' *(নিসা ৬০-৬১)*।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْآ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ–

'মুমিনদের বক্তব্য হ'ল একথাই যে, যখন তাদের মাঝে ফায়ছালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম' *(নূর ৫১-৫২)*।

وَمَآ أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا،

'রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا–

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحَى–

'তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তা তো কেবল মাত্র অহী, যা প্রত্যাদেশ হয়' *(নাজম ১-৪)*।

وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ–

'আমি আপনার নিকট স্মরণিকা (হাদীছ) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে' *(নাহল ৪৪)*।

(দ্রঃ আলবানী, মুন্তাহাল আমানী বি ফাওয়াইদি মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃঃ ৩৬-৩৮)।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণে হাদীছ থেকে দলীলঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى-

'আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, একমাত্র তারা নয়, যারা নিজে থেকে (যেতে) অস্বীকার করেছে। তাঁরা (ছাহাবীগণ বললেন) হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কারা অস্বীকার করে? তিনি এরশাদ করলেন, যারা আমার আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার বিরোধিতা করবে তারাই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করে'।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَونَزَلَ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ، أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَأَنْتُمْ حَظِّيْ مِنَ الْأُمَمِ-

'যদি মূসা (আঃ) অবতরণ করেন আর তোমরা আমায় পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ কর তাহ'লে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আমি হ'লাম নবীদের মধ্যে তোমাদের অংশ, আর তোমরা হ'লে অন্যান্য উম্মতের মধ্যে আমার (উম্মতের) অংশ'।[৪]

প্রিয় পাঠক! আমাদের রাসূল (ছাঃ) ব্যতিরেকে কেউ মূসা নবীর অনুসরণ করলেও যদি তাকে পথভ্রষ্ট হ'তে হয়, তবে যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ বাদ দিয়ে মূসা (আঃ)-এর চেয়েও শতগুণ নগণ্য ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে তাদের অবস্থা কিরূপ হ'তে পারে? এরা প্রকৃত অর্থেই হতভাগ্য।

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন,

لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوْسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِيْ،

'না, আমি ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, মূসা (আঃ)ও যদি জীবিত থাকতেন, তবে তাঁরও আমার অনুসরণ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না'।[৫]

শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছটির টীকায় বলেন, যদি মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ)-এর জন্যও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভিন্ন অন্য কারো আনুগত্য করার অবকাশ না থাকে, তবে কি অন্য কারো জন্য অবকাশ আছে? বস্তুতঃ এটা এই মর্মে অন্যতম অকাট্য দলীল যে, নবী করীম (ছাঃ)-কেই এককভাবে অনুসরণ করতে হবে, আর এটা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষ্য দেয়ার আসল দাবী। এজন্য মহান আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের ৩১নং আয়াতে *[যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহ'লে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন]* একমাত্র নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণকেই তিনি তাঁর ভালবাসার দলীল নির্ধারণ করেছেন, অন্য কারো অনুসরণকে করেননি।[৬]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঘুমন্ত অবস্থায় কতিপয় ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করলেন। তাদের একজন বললেন, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। অপরজন বললেন, তাঁর চক্ষু ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু অন্তর জাগ্রত আছে। এরপর তারা বললেন, তোমাদের এই সাথীর একটি উদাহরণ রয়েছে, তা তাঁর জন্য বর্ণনা করে দাও। তাদের মধ্যে একজন বললেন, তিনিতো ঘুমিয়ে আছেন। অন্য একজন বললেন, চক্ষু ঘুমিয়ে থাকলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত রয়েছে। তাঁরা বললেন, তাঁর উদাহরণ হ'ল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি ঘর বানিয়ে সেখানে দাওয়াতের আয়োজন করেছে, একজন আহ্বানকারীকেও পাঠিয়ে দিয়েছে (মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য)। অতএব যে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে, সে ঘরে প্রবেশ করবে এবং দাওয়াত খাবে। পক্ষান্তরে যে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না সে ঘরে প্রবেশ করবে না, আর দাওয়াতও খেতে পারবে না। তাঁরা বললেন, এটা তাঁকে ব্যাখ্যা করে দাও যাতে করে তিনি বুঝতে পারেন। তাদের একজন বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন, অপর একজন বললেন, তাঁর চক্ষু ঘুমিয়ে থাকলেও অন্তর জাগ্রত আছে। তারা বললেন, সেই ঘর হ'ল জান্নাত, আর দাঈ বা আহ্বানকারী হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অতএব যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করবে, সে আল্লাহ্রই বিরোধিতা করবে। বস্তুত মুহাম্মাদ হচ্ছেন মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী (অর্থাৎ তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে)।[৭]

৩. *বুখারী, 'কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, হা/৬৭৩৭।*
৪. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, শায়খ আলবানী একে হাসান বলেছেন। দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৫৩০৮, ইরওয়াউল গালীল, হা/১৫৮৯।*
৫. *দারেমী ১/১১৫-১১৬; আহমাদ, ৩/৩৮৭, হাদীছটি হাসান, দ্রঃ মিশকাত, হা/১৭৭; মুক্বাদ্দামাতু বিদায়াতিস সূল, পৃঃ ৫।*
৬. *বিদায়াতুস সূল, ভূমিকা, পৃঃ ৬।*
৭. *বুখারী, 'কিতাব-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, হা/৬৭৩৮।*

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ كَمَثَل رَجُل أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّىْ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَإِنِّى أَنَا النَّـذِيْرُ الْعُرْيَـانُ، فَالنَّجَاءُ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ، فَـأَدْلَجُوْا، فَـانْطَلَقُوْا عَلَـى مُهْلِهِمْ فَنَجَـوْا، وَكَـذَبَتْ طَائِفَـةٌ مِّـنْهُمْ فَأَصْـبَحُوْا مَكَـانَهُمْ، فَـصَبَّحَهُمُ الْجَـيْشُ فَـأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَـاحَهُمْ، فَـذَلِكَ مَثَـلُ مَـنْ أَطَاعَنِىْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَـصَانِىْ وَكَـذَّبَ بِمَـا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ–

‘আমার উদাহরণ এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উদাহরণ হ’ল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন জাতির নিকট এসে বলল, হে আমার জাতি! আমি নিজ দুই চোখে সৈন্য প্রত্যক্ষ করলাম, আর আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। অতএব আত্মরক্ষা কর। এতদশ্রবণে তার জাতির একটি দল তার আনুগত্য করল। অতঃপর রাতেই তৎক্ষণাৎ তারা স্থান পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র চলে গেল। ফলে তারা পরিত্রাণ পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে তার জাতির অন্য একটি দল তাকে মিথ্যুক ভেবে নিজ স্থানেই সকাল করল। ফলে সকালে (বিরোধী) সৈন্য এসে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করল। বস্তুতঃ এটাই হ’ল তার উদাহরণ যে আমার আনুগত্য করল এবং তারও উদাহরণ যে আমার বিরোধিতা করতঃ আমি যে সত্য নিয়ে আগমন করেছি তা মিথ্যায় পরিণত করল’।[৮]

عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مَتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ، يَأْتِيْهِ الأَمْرُ مِـنْ أَمْرِىْ، مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْـهُ، فَيَقُـوْلُ لاَ أَدْرِىْ! مَـا وَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللهِ أَتَّبَعْنَاهُ، وَإِلاَّ فَلاَ–

আবু রাফে‘ হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি যেন তোমাদের কাউকে তার সোফায় ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় এরূপ না দেখতে পাই যে, তার নিকট আমার আদেশ-নিষেধ হ’তে কোন কিছু আসলে এই কথা বলে, আমি জানি না। আমরা যা আল্লাহ্র কিতাবে পাব তার অনুসরণ করব, নতুবা নয়।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

أَلاَ إِنِّىْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَـى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهَذَّا الْقُرْآنِ، فَمَـا وَجَـدْتُّمْ فِيْـهِ مِـنْ حَـلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ، وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ! وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَمَـا حَـرَّمَ اللهُ، أَلاَ لاَيَحِـلُّ الْحِمَـارَ الْأَهْلِىْ، وَلاَكُلَّ ذِىْ نَـابٍ مِّـنَ الـسِّبَاعِ، وَلاَلُقْطَـةِ مُعَاهِـدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِى عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَّقِرُّوْهُ، فَـإِنْ لَمْ يَقِرُّوْهُ فَلَهُ أَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهِ–

‘সাবধান! আমাকে কুরআন ও তার সাথে তদানুরূপ আরেকটি বস্তু প্রদান করা হয়েছে। সাবধান! অচিরেই পরিতৃপ্ত ব্যক্তি তার সোফায় হেলান দিয়ে বসে বলবে, তোমরা একমাত্র এই কুরআনকেই আঁকড়ে ধর। অতএব তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল গণ্য করবে, পক্ষান্তরে তাতে যা হারাম পাবে তা হারাম গণ্য করবে! অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুর মতই। সাবধান! (তোমাদের জন্য) গৃহপালিত গাধা হালাল নয়, অনুরূপভাবে হিংস্র প্রাণীও হালাল নয়। যিম্মী কাফেরের হারানো সম্পদও হালাল নয়, একমাত্র যদি সে তা থেকে বেনিয়ায হয়, তবে সে কথা ভিন্ন। আর যদি কেউ কোন গোত্রের নিকট মেহমান হিসাবে আগমন করে, তবে তাদের উপর তার মেহমানী করানোর দায়িত্ব। আর যদি তারা তার মেহমানদারী না করে, তাহ’লে সে তাদের থেকে তার মেহমানদারী সমপরিমাণ বস্তু নিয়ে নেয়ার অধিকার রাখে।[১০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَ هُمَا مَـا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِى، وَلَـنْ يَّتَفَرَّقَـا حَتَّـى يُـرَدَّا عَلَـى الْحَـوْضِ، ‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই দু’টি বস্তু আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ’ল আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত (বা হাদীছ)। আর এ দু’টি বস্তু কখনই পৃথক হবে না, এমনকি আমার নিকট ‘হাওযে কাওছারে’ এসে উপনীত হবে (মুওয়াত্ত্বা, মালেক, হাকেম একে ছহীহ বলেছেন)।[১১]

[চলবে]

---

৮. *বুখারী, ‘কুরআন ও হাদীছ আঁকড়ে ধরে থাকা’ অধ্যায়, হা/৬৭৪০; মুসলিম, ‘ফাযায়েল’ অধ্যায়, হা/৪২৩৩।*
৯. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহুল জামে‘, হা/৭১৭২।*
১০. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, হাকেম, আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩, সনদ ছহীহ।*
১১. *মুছত্বাহুল আমানী বিফাওয়াইদি মুস্তালাহিল হাদীছ, পৃঃ ৩৮-৩৯।*

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনে কঠোর মূলনীতি এবং তার বাস্তবতা

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৩য় কিস্তি)

জাল ও যঈফ হাদীছ প্রতিরোধে ছাহাবী, তাবেঈ ও কতিপয় মুসলিম খলীফার ভূমিকাঃ

হাদীছ বর্ণনা করা সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ)-এর সাবধান বাণী এবং চার খলীফাসহ ছাহাবীগণের সেরা ব্যক্তিবর্গ নিশ্ছিদ্র সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যখন জাল ও যঈফ হাদীছের প্রচলন হ'ল তখন অবশিষ্ট ছাহাবী ও তাবেঈগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কারণ শারঈ মানদণ্ডে জাল ও যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য তো নয়ই; বরং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে সমূলে উৎখাত করার জন্যই ইহুদী-খ্রীষ্টানী ষড়যন্ত্রে এর সূচনা হয়েছে। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয় সূক্ষ্ম মূলনীতি পেশ করেন। যা জাল ও যঈফ হাদীছ প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং ঐ সুযোগসন্ধানী চক্রের উপর কুঠারাঘাত হানে, ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয় তাদের অসার পরিকল্পনা। যেমন-

(ক) অপরিচিত ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ বর্জন করাঃ

অপরিচিত রাবীর বর্ণনা সম্পর্কে ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় এসেছে-

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِىُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَيَأْذَنُ إِلَى حَدِيْثِهِ وَلاَيَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَا لِىْ لاَأَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيْثِىْ؟ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُوْلَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَاسِ إِلاَّ مَا نَعْرِفُ–

'মুজাহিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা বুশাইর আল-আদাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে হাদীছ বর্ণনা করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন। কিন্তু ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার হাদীছের দিকে কর্ণপাতও করলেন না, দৃষ্টিও দিলেন না। তখন বুশাইর বলল, ইবনু আব্বাস! কী হ'ল আমি আপনাকে আমার হাদীছের প্রতি কর্ণপাত করতে দেখছি না কেন? আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনাচ্ছি অথচ আপনি তা শুনছেন না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমরা যখন শুনতাম কোন ব্যক্তি বলছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তখন তার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধিত হ'ত এবং আমরা তার দিকে কান লাগিয়ে মনসংযোগ করতাম। কিন্তু যখন লোকেরা কঠিন ও নরম (সত্য-মিথ্যা উভয়) পথে চলতে লাগল তখন থেকে আমরা সব হাদীছ গ্রহণ করি না। বরং আমরা ঐ সমস্ত হাদীছ গ্রহণ করি যেগুলো সম্পর্কে আমরা পরিচিত'।[৭২] উক্ত মূলনীতি অবলম্বনের ফলে হাদীছ জালকারীরা শয়তানী কুমন্ত্রণায় আক্রান্ত বলে সম্বোধিত হ'তে থাকে। কারণ ফিতনার যুগে শয়তানও মানুষের রূপ ধরে হাদীছ বর্ণনা করত।

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِىْ الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكِذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الَّرجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَأَدْرِىْ مَااسْمُهُ يُحَدِّثُ–

আমের ইবনু 'আবদাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)) বলেছেন, 'শয়তান মানুষের আকৃতিতে লোকদের কাছে এসে হাদীছের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করে চলে যায়। অতঃপর লোকেরা যখন সেখান থেকে পৃথক পৃথক হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে কেউ বলে, আমি এমন ব্যক্তিকে হাদীছ বলতে শুনেছি- তার মুখ দেখলে চিনতে পারব কিন্তু তার নাম জানি না'।[৭৩]

عَن ابْنِ أَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَدْرَكْتُ بِالْمَدِيْنَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُوْنٌ مَايُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ–

ইবনু আবী যিনাদ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি মদীনায় প্রায় একশ' জন ব্যক্তি পেয়েছি, যারা প্রত্যেকেই মিথ্যা থেকে নিরাপদ ছিলেন। তারপরও তাদের কারো কাছ থেকেই হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না। কারণ তাদের সম্পর্কে বলা হ'ত তারা হাদীছ বর্ণনার যোগ্য নন।[৭৪]

---

৭২. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/২১, ১/৩৯, 'দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং হাদীছ গ্রহণে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য' অনুচ্ছেদ-৪*।

৭৩. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/১৭, ১/৩৭, অনুচ্ছেদ-৪*।

৭৪. *ছহীহ মুসলিম শরহে নববী সহ, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৫, ১/৪৫-৪৬ হা/৩০*।

(খ) সনদ বা ধারাবাহিক বর্ণনা সূত্র থাকা অত্যাবশ্যকঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত ছিল তাঁর থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সনদ বর্ণনা করা এবং সনদে উল্লিখিত পরস্পর ব্যক্তিবর্গ ন্যায়পরায়ণ কি-না তা যাচাই করা। কেউ হাদীছ বর্ণনা করলেই তা গ্রহণ করা হ'ত না।

عَن ابْن سِيْرِيْنَ قَالَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ

তাবেঈ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০হিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক সময় লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ আসল তখন তারা হাদীছ বর্ণনাকারীদেরকে বলতে লাগল, আপনারা কাদের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করছেন আমাদের নিকট তাদের নাম বলুন। অতঃপর তারা যদি 'আহলে সুন্নাতের' অন্তর্ভুক্ত হ'ত তাহ'লে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। আর যদি বিদ'আতীদের অন্তর্ভুক্ত হ'ত তাহ'লে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[৭৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

'নিশ্চয়ই এই ইলম (সনদ) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রেখো কার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো'।[৭৬] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১) বলেন,

اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْ لاَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشَاءَ

'হাদীছের সনদ বর্ণনা করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ না থাকত তাহ'লে যার যা ইচ্ছা তা-ই বলত'।[৭৭]

সুফইয়ান ছাওরী (-১৬১) বলেন,

اَلْإِسْنَادُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلاَحٌ فَبِأَيِّ شَيْئٍ يُقَاتِلُ.

'সনদ হ'ল মুমিনের হাতিয়ার। যখন তার সাথে হাতিয়ার থাকবে না তখন সে কিসের দ্বারা যুদ্ধ করবে'?[৭৮]

ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০)-এর মূলনীতি ছিল, যঈফ হাদীছ বর্জন করে ছহীহ হাদীছকে মেনে নেওয়া। যেমন তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা- إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ 'যখন হাদীছ ছহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব'।[৭৯]

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) বলেন,

اِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ وَلاَيَكُوْنُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَاسَمِعَ-

'তুমি জেনে রাখ, ঐ ব্যক্তি মিথ্যা থেকে নিরাপদ নয়, যে ব্যক্তি যা শুনে তাই প্রচার করে। আর যে ব্যক্তি শুনা কথা (যাচাই ছাড়াই) প্রচার করে সে ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়'।[৮০] সা'দ ইবনু ইবরাহীম বলেন,

لاَيُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الثِّقَاتُ،

'(ছাহাবীদের যুগে) ন্যায়পরায়ণ বা স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কেউ হাদীছ বর্ণনা করতেন না'।[৮১]

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন,

كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِيُّ وَطَاوُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ يَذْهَبُوْنَ إِلَى أَلاَّيَقْبَلُوْا الْحَدِيْثَ إِلاَّعَنْ ثِقَةٍ يَعْرِفُ مَايَرْوِىْ وَيَحْفَظُ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَبَ.

'ইবনু সীরীন, ইবরাহীম নাখঈ, ত্বাউস এবং অন্যান্য সকল তাবেঈ এই মর্মে নীতি অবলম্বন করেছিলেন যে, শক্তিশালী স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া তারা অন্য কারো হাদীছ গ্রহণ করবেন না। যিনি বুঝে বর্ণনা করে এবং স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে। তিনি বলেন, মুহাদ্দিছগণের মধ্যে কাউকে আমি এই নীতির বিরোধিতা করতে দেখিনি'।[৮২]

(গ) মিথ্যুকদের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং অবাঞ্ছিত ঘোষণা করাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে যারা মিথ্যা কথা প্রচার করত তাদেরকে ছাহাবী ও তাবেঈ বিদ্বানগণ যখন যেখানে যে অবস্থায় পেয়েছেন তখন সেখানেই তাদেরকে প্রতিরোধ করেছেন, লাঞ্ছিত করেছেন, সর্বত্র অবাঞ্ছিত ঘোষণা

৭৫. *ছহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৫, ১/৪৪ পৃঃ হা/২৭।*
৭৬. *ঐ, হা/২৬, ১/৪৩-৪৪ পৃঃ।*
৭৭. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/৩২, ১/৪৬-৪৭, অনুচ্ছেদ-৫।*
৭৮. *আবুবকর খত্বীব আল-বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২২৩।*
৭৯. *আব্দুল ওয়াহহাব শা'রাণী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ), ১/৩০ পৃঃ।*
৮০. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, 'যা শুনবে তাই প্রচার করা নিষিদ্ধ', অনুচ্ছেদ-৩।*
৮১. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/৩১, অনুচ্ছেদ-৫।*
৮২. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩৭।*

Contents

করেছেন, মিথ্যুক বলে চিরদিনের জন্য বর্জন করেছেন। সেজন্য ঐ মিথ্যুকরাও আজ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়ে আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ ভাবেই থাকবে। কারণ ছাহাবী ও তাবেঈগণ মিথ্যুকদের প্রতিরোধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। মিথ্যুকদের ত্রুটি বর্ণনায় তারা কোনরূপ কার্পণ্য করতেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) আমর ইবনু ছাবেত নামক ব্যক্তি সম্পর্কে জনসম্মুখে বলেন,

دَعُوْا حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ

'তোমরা আমর ইবনু ছাবেতের হাদীছ পরিত্যাগ করো। কারণ সে সালাফে ছালেহীনকে গালি দেয়'।[৮৩] ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, আমি সুফইয়ান ছাওরী, শু'বা, মালেক ও ইবনু উওয়াইনাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে হাদীছ বর্ণনার যোগ্য নয়। আমি বললাম, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যদি আমার নিকট কেউ জিজ্ঞেস করে তাহ'লে আমি কী বলব? তারা সকলেই বললেন, أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ 'তার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকে জানিয়ে দাও যে, সে হাদীছ বর্ণনা করার যোগ্য নয়'।[৮৪] মুহাদ্দিছ ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, মুগীরা ইবনু সাঈদ ও আবু আব্দুর রহীম থেকে তোমরা সাবধান! কারণ তারা দু'জনই মিথ্যুক।[৮৫]

শু'বা (রহঃ) মিথ্যুকদের উপর অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। আব্দুল মালেক ইবনু ইবরাহীম আল-জাদ্দী বলেন, আমি শু'বাকে একদা অত্যন্ত রাগান্বিত দেখে বললাম, আবু বিসত্বাম থামুন! তিনি তখন আমাকে তার হাতের ইট বা পাথর খণ্ড দেখিয়ে বললেন, 'আমি জা'ফর ইবনু যুবায়রকে শাস্তি দেব। কারণ সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যারোপ করে থাকে'।[৮৬] অনুরূপ সুফইয়ান ছাওরীও এ ব্যাপারে আপোসহীন ছিলেন। লোকেরা সুফইয়ান ছাওরীর যুগে মিথ্যা বলত না, কারণ তিনি মিথ্যুকদের উপর খুবই খড়গহস্ত ছিলেন। তাদেরকে তিনি একেবারে উন্মুক্ত করে দিতেন এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন। তার সম্পর্কে কুতায়বাহ ইবনু সাঈদ বলেন, لَوْلاَسُفْيَانُ لَمَاتَ الْوَرَعُ 'সুফইয়ান না থাকলে মিথ্যা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা নীতির মৃত্যুর হ'ত'।[৮৭] ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় এ ধরনের আরো বহু বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যেখানে মিথ্যুকদেরকে সরাসরি মাঠে-ঘাটে অবাঞ্ছিত করা হয়েছে।[৮৮]

মুহাদ্দিছগণের মাঝে এ মর্মে ঐকমত্য ছিল যে, মিথ্যুক বলে পরিচিত ব্যক্তির হাদীছ কখনোই গ্রহণ করা যাবে না, যদিও সে জীবনে একবার মিথ্যা বলে। (وَقَدْ اتفقوا عَلَى أَنَّ مَنْ عُرِفَ عَنْهُ الْكِذْبَ وَلَوْ مَرَّةً واحِدَةً تُرِك حَدِيْثُهُ)

অনুরূপ কোন বিদ'আতী ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছও গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারেও মুহাদ্দিছগণ একমত। (وَكَذٰلِكَ اِتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّه لاَيُقْبَلُ حَدِيْثُ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ)

তেমনি ফাসিক ব্যক্তি এবং ইহুদী-খ্রীষ্টানসহ বিধর্মীয় দালালদের হাদীছও গ্রহণ করা যাবে না। যেমন পূর্বযুগে যিন্দীক্বদের কথা গ্রহণ করা হ'ত না। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন,

لاَيُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ رَجُلٌ مُعْلَنٌ بِالسَّفَهِ وَإِنْ كَانَ أَرْوَى النَّاس وَرَجُلٌ يَكْذِبُ فِيْ أَحَادِيْثِ النَّاس وَإِنْ كُنْتُ لاَأَتَّهِمُهُ أَنْ يَّكْذِبَ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبُ هَوَى يَدْعُوْ النَّاسَ إِلَى هَوَاهُ وشَيْخٌ لَهُ فَضْلٌ وَعِبَادَةٌ إِذَا كَانَ لاَيَعْرِفُ مَا يُحَدِّثُ به-

'চার শ্রেণীর নিকট থেকে ইলম (হাদীছ) গ্রহণ করা হয় না। (এক) নির্বোধ বলে ঘোষিত ব্যক্তি, যদিও সে মানুষের নিকট বেশী বর্ণনাকারী হয়। (দুই) জনগণের মাঝে মিথ্যা প্রচারকারী ব্যক্তি, যদিও আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপকারী বলে অভিযুক্ত করি না। (তিন) বিদ'আতী ব্যক্তি যে মানুষকে বিদ'আতের দিকে আহ্বান করে। (চার) ইবাদত ও মর্যাদাবান বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, যদি সে ঐ বিষয় না বুঝে যা সে বর্ণনা করে'।[৮৯]

যে সমস্ত ওয়ায়েয, বক্তা, মুফাসসির মিথ্যা, উদ্ভট ও প্রমাণহীন কথা বলেন, তাদের সভা-সম্মেলন ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। কারণ তাদেরকে মুসলিম সমাজ থেকে বয়কট করলে জাল ও যঈফ হাদীছ এবং মিথ্যা কাহিনী বলা বন্ধ হবে এবং ছহীহ হাদীছের মর্যাদা রক্ষিত হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের সাথে কখনো আপোস নয়। আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী সর্বদা মিথ্যা ও কল্পিত কাহিনী প্রচারকারীদের সমাবেশে বসতে নিষেধ করতেন (لاَتُجَالِسُوْا الْقُصَّاصَ)।[৯০]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ইয়াযীদ ইবনু হারাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা জা'ফর ইবনু

৮৩. *ছহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/৩২, অনুচ্ছেদ-৫।*
৮৪. *ছহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ হা/৩৫, 'হাদীছ বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা এবং এ সম্পর্কে হাদীছ বিশারদদের অভিমত' অনুচ্ছেদ-৬।*
৮৫. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৬, হা/৫০।*
৮৬. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩০।*
৮৭. *ঐ, পৃঃ ২৩২, গৃহীতঃ ইবনু আদী, আল-কামেল ১/২ পৃঃ।*
৮৮. *হা/৬৫, ৬৬, ৭০, ৭২, ৭৩।*
৮৯. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৯৩।*
৯০. *ছহীহ মুসলিম, হা/৫১, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৬।*

যুবায়র ও ইমরান ইবনু হুদায়র একই মসজিদে তাদের স্ব স্ব মুছল্লায় বসেছিলেন। জা'ফর ইবনু যুবায়রের নিকট মানুষের ভীড় লেগে আছে কিন্তু ইমরানের কাছে কেউ নেই। এই সময় তাদের পাশ দিয়ে ইমাম শু'বা (রহঃ) যাচ্ছিলেন। এই অবস্থা দেখে তিনি বললেন,

يَا عَجَبًا لِلنَّاسِ! اِجْتَمَعُوْا عَلَى أَكْذَبِ النَّاسِ وَتَرَكُوْا أَصْدَقَ النَّاسِ.

'এ কী আশ্চর্যের ব্যাপার! লোকেরা সবচেয়ে মিথ্যুক ব্যক্তির নিকট জমা হয়েছে আর সবচেয়ে সত্যবাদী ব্যক্তিকে বর্জন করেছে। ইয়াযীদ বলেন, অতঃপর তার কাছে লোকেরা আর থাকল না। তারা ইমরানের কাছে ভীড় করল। এমনকি জনগণ তাকে এমনভাবে পরিত্যাগ করল যে তার কাছে একজনও ছিল না'।[৯১]

(ঘ) হাদীছ যাচাইয়ের জন্য ছাহাবীগণের শরণাপন্ন হওয়াঃ

হাদীছ সম্পর্কে এবং কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে সন্দেহ হ'লে তাবেঈগণ তা যাচাইয়ের জন্য ছাহাবীদের শরণাপন্ন হ'তেন। যেন কোনভাবে রাসূলের হাদীছের মধ্যে বা শরী'আতের মধ্যে কোন আবর্জনা প্রবেশ করতে না পারে।

আবুল আলিয়াহ বলেন,

كُنَّا نَسْمَعُ الحَدِيْثَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلاَ نَرْضَى حَتَّى نَرْكَبَ إِلَيْهِمْ فَنَسْمَعُهُ مِنْهُمْ-

'আমরা ছাহাবীদের পক্ষ থেকে যখন হাদীছ শুনতাম তখন সন্তুষ্ট হ'তাম না যতক্ষণ না আমরা তাদের নিকট যেতাম এবং তাদের নিকট থেকে সরাসরি শুনতাম'।[৯২]

عَن ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَسْأَلُهُ أَنْ يَّكْتُبَ لِيْ كِتَابًا وَيُخْفِيْ عَنِّيْ فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُوْرَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِيْ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْئَ فَيَقُوْلُ واللهِ ما قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلاَّ أَن يَّكُوْنَ ضَلَّ-

'ইবনু আবী মুলায়কা বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের নিকট পত্র লিখলাম। আমি তার নিকট চাইলাম তিনি যেন আমাকে একটি কিতাব লিখে দেন এবং বিরোধপূর্ণ বানোয়াট কথা যেন তাতে উল্লেখ না করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, ছেলেটি কল্যাণকামী হুঁশিয়ার। আমি তার জন্য কিছু কথা নির্বাচন করে লিখে পাঠাবো এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারী কথা গোপন রাখব। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-এর ফাতাওয়া আনালেন। তিনি সেখান থেকে কিছু কথা লিখলেন আর কিছু অংশ দেখে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আলী (রাঃ) এরূপ ফায়সালা করেননি। যদি তিনি এরূপ করতেন তাহ'লে পথ হারিয়ে ফেলতেন (অর্থাৎ তার নামে মিথ্যা সংযোজন করা হয়েছে)'।[৯৩]

(ঙ) হাদীছ জালকারীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানঃ

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণের অধিকাংশই বিলাসী জীবন যাপন করলেও কতিপয় খলীফা ইসলামের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। শাশ্বত বিধান ইসলামের আহকাম সমূহকে কেউ অবজ্ঞা করলে কিংবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ জাল করলে তারা সামান্যতম ছাড় দিতেন না। হাদীছ জাল করার অপরাধ প্রমাণিত হ'লে তারা সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। এই সর্বোচ্চ শাস্তির সূচনা করেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)। ইহুদী ক্রীড়নক আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ও তার অনুসারীরা কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করলে এবং হাদীছ জাল করে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলে তিনি তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন।[৯৪]

এ ব্যাপারে আব্বাসীয় খলীফাগণের যে কয়েকজন বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলেন তার মধ্যে খলীফা মাহদী হ'লেন অন্যতম। কুখ্যাত হাদীছ জালকারী আব্দুল করীম বিন আবিল আওজাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য খলীফা মাহদীর কাছে নিয়ে আসা হ'লে সে স্বেচ্ছায় চার হাযার হাদীছ জাল করার কথা স্বীকার করে। বুছরার গভর্ণর মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান ইবনু আলী তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। খলীফা আবু জা'ফর আল-মানছুর মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদকে হাদীছ জাল করার অপরাধে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। অনুরূপ বায়ান ইবনু সাম'আনকে খলীফা খালেদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-ক্বাসারী হত্যা করেন।[৯৫]

হাদীছ জাল করার অপরাধ প্রমাণিত হ'লে সে সময় কারোরই রক্ষা ছিল না। অতএব আজকে যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করছে এবং ইহুদী-খ্রীষ্টান ও তাদের দালালদের তৈরী জাল হাদীছ মুসলিম সমাজে প্রচার করছে তাদের কিরূপ শাস্তি হওয়া উচিত? সমাজের কথিত খত্বীব-বক্তারা যখন অহরহ মিথ্যা হাদীছ, বানোয়াট কাহিনী রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের নামে বর্ণনা করেন তখন কি তাদের অন্তর একবারও কেঁপে উঠে না!

---

৯১. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব ২/৯১ পৃঃ; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩২।*
৯২. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৯১।*
৯৩. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/২২, অনুচ্ছেদ-৪; আরো দ্রঃ আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, ৭২-৭৩।*
৯৪. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, লিসানুল মীযান ৩/২৮৯।*
৯৫. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৫।*

জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে মুহাদ্দিছগণের আপোসহীন সংগ্রামঃ

ছহীহ হাদীছ সংরক্ষণ এবং জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে মুহাদ্দিছগণের আপোসহীন সংগ্রাম অনস্বীকার্য। ছাহাবী ও তাবেঈগণের পরে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন না করলে জঞ্জালমুক্ত হয়ে হাদীছের ভাণ্ডার সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত না। এজন্য তারা অতি সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ কতিপয় পদক্ষেপ নেন। যেমন-

(ক) হাদীছের দরস প্রদান এবং বর্ণনাকারীদের অবস্থা বিশ্লেষণঃ

হাদীছ জালকারী চক্রের হাত থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহকে হেফাযত করার জন্য মুহাদ্দিছগণ সর্বত্র হাদীছের দরস চালু করেন এবং কোন হাদীছ ছহীহ আর কোন হাদীছ যঈফ ও জাল তাও ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। সেই সাথে তারা রাবীদের অবস্থাও বর্ণনা করতেন। কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী, কে শক্তিশালী স্মৃতিসম্পন্ন আর কে দুর্বল তা বলে দিতেন। এ ব্যাপারে তারা কাউকে এতটুকু ছাড় দিতেন না। কে নিজের পিতা, কে নিজের ভাই আর কে নিকটাত্মীয় তার তোয়াক্কা করতেন না।[৯৬] দরস দানের পাশাপাশি তারা علم الجرح والتعديل (ত্রুটি বর্ণনা ও পরিশোধন) বিষয়ে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থও প্রণয়ন করতেন, যেন হাদীছ গ্রহণ ও বর্জন করার ক্ষেত্রে সহজ হয়।[৯৭] এ বিষয়ে শত শত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ'লঃ

(১) লাইছ ইবনু সা'আদ আল-ফাহমী (মৃঃ ১৭৫হিঃ), (২) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ), (৩) ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম (মৃঃ ১৯৫হিঃ), (৪) যামরাহ ইবনু রাবী'আহ (মৃঃ ২০২হিঃ), (৫) ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (১৫৮-২৩৩ হিঃ)। তাদের প্রত্যেকের গ্রন্থের নাম 'আত-তারীখ' (التاريخ)। (৬) ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (التاريخ الكبير)। 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল (الجرح والتعديل) নামে রচনা করেন (৭) ইমাম ইবনু আবী হাতেম আর-রাযী (২৪০-৩২৭) এবং (৮) ইবনু হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪হিঃ)।[৯৮]

(খ) ন্যায়পরায়ণ ও অভিযুক্ত রাবীদের পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়নঃ

মুহাদ্দিছগণ কঠোর পরিশ্রম করে হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। যে সমস্ত রাবী সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ ও মুত্তাক্বী তাদের জন্য পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। অনুরূপ যারা অভিযুক্ত, মিথ্যুক, দুর্বল, স্মৃতিভ্রম, বিদ'আতী, ফাসিক, হাদীছ জালকারী, নীতিহীন তাদেরকে পৃথক গ্রন্থে সংকলন করেছেন। যাতে ছহীহ ও যঈফ-জাল হাদীছ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ হোঁচট না খায়। উক্ত বিষয়ে অধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ'ল-

অভিযুক্ত বর্ণনাকারীদের জন্য প্রণীত গ্রন্থ হ'ল- (১) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-ক্বাত্তান (১২০-১৯৮হিঃ), 'আয-যু'আফা' (الضعفاء), (২) আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (১৫৮-২৩৩হিঃ), 'আয-যু'আফা' (الضعفاء)।[৯৯] (৩) আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪হিঃ), (৪) ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬হিঃ), 'আয-যু'আফাউল কাবীর' (الضعفاء الكبير) এবং 'আয-যু'আফাউছ ছাগীর' (الضعفاء الصغير), (৫) ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩হিঃ), 'আয-যু'আফা ওয়াল-মাতরূকীন' (الضعفاء والمتروكين), (৬) ইবনু আদী (মৃঃ ৩৬৫হিঃ), আল-কামেল ফী যু'আফায়ির রিজাল (الكامل فى ضعفاء الرجال)।[১০০]

অনুরূপ নির্ভরযোগ্য রাবীদেরও পৃথক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। যেমন (১) ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনীর (১৬১-২৩৪) 'আছ-ছিক্বাত ওয়াল মুছাবিবতূন (الثقات والمثبتون), (২) আবুল হাসান ইবনু ছালেহ আল-'আজলী (মৃঃ ২৬১), (৩) আবুল আরব ইবনু তামীম আল-আফরীক্বী (মৃঃ ৩৩৩), (৪) আবু হাতেম ইবনু হিব্বান আল-বাসতী (মৃঃ ৩৫৪)। তাদের প্রত্যেকের গ্রন্থের নাম 'আছ-ছিক্বাত' (الثقات) (৫) ইবনু শাহীন (মৃঃ ৩৮৫), তারীখু আসমায়িছ ছিক্বাত (تاريخ أسماء الثقات)।

(গ) ছহীহ হাদীছ থেকে যঈফ হাদীছকে পৃথকীকরণ মূলনীতি প্রয়োগ করাঃ

চার খলীফা সহ শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীগণ হাদীছ পরীক্ষা করা ও বর্ণনাকারীকে যাচাই করার জন্য যে মূলনীতি অবলম্বন করেছিলেন কনিষ্ঠ ছাহাবী ও তাবেঈগণও সেই নীতিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন আরো ব্যাপকভাবে। পরবর্তীতে মুহাদ্দিছগণ সেই মূলনীতিকে আরো ব্যাখ্যাসহ প্রয়োগ করেন এবং এই বন্ধুর পথকে অত্যন্ত সুগম ও সহজবোধ্য করেন। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত সমূহ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ইমাম মুসলিম তার ভূমিকাতেই এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন আলোচনা করেছেন। ছহীহ হাদীছ কাকে বলে, হাসান হাদীছ কাকে বলে, যঈফ ও জাল হাদীছ কাকে বলে সে বিষয়ে কঠোর মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। যেন علم مصطلح الحديث বা ইলমে হাদীছের পরিভাষার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হাদীছ

৯৬. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩৩।*
৯৭. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩৭-২৩৮।*
৯৮. *বহুছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৯০; ইলমুর রিজাল, পৃঃ ১২৯-১৩০।*
৯৯. *ইলমুর রিজাল, পৃঃ ১৩০।*
১০০. *ইলমুর রিজাল, পৃঃ ১৩৭-১৪১।*

সহজেই নির্ণয় করা যায়। যেমন হাদীছকে দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে। (১) মুতাওয়াতির এবং (২) আহাদ। সনদের ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে মারফূ', মওকূফ ও মাক্বতূ' হিসাবে। গ্রহণযোগ্য হাদীছ হ'ল- ছহীহ ও হাসান পর্যায়ের হাদীছ সমূহ। উভয় প্রকারই আবার দু'ভাগে বিভক্তঃ (ক) ছহীহ লি-যাতিহী (খ) ছহীহ লি-গাইরিহী এবং (ক) হাসান লি-যাতিহী (খ) হাসান লি-গাইরিহী। পক্ষান্তরে বর্জনযোগ্য হাদীছ হ'ল- যঈফ, মওযূ বা জাল, মুরসাল, মু'আল্লাক্ব, শায, মু'যাল, মুযত্বারাব, মুনক্বাতি, মুদাল্লিস, মাতরূক, মুনকার, মু'আল্লাল, মুদরাজ প্রভৃতি।[১০১]

উপরোক্ত শ্রেণী বিন্যাসের সাথে তারা সেগুলোর সংজ্ঞা ও হুকুম বাতলিয়ে দিয়েছেন। হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য যে পাঁচটি শর্ত তারা পেশ করেন তাতেই দুর্বল ও মিথ্যা হাদীছগুলো চিহ্নিত ও পৃথক হয়ে যায়।

ছহীহ হাদীছের সংজ্ঞাঃ

أَمَّا الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ فَهُوَ الْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ الَّذِىْ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلاَيَكُوْنُ شَاذًا وَلاَمُعَلَّلاً–

'ছহীহ হাদীছ হল- সনদযুক্ত হাদীছ যার সনদ ন্যায়নীতিপূর্ণ ব্যক্তি থেকে ন্যায়নীতি সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা ধারাবাহিকভাবে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হবে। যা রীতিবিরুদ্ধ-রীতিহ্রাস এবং ক্রটিযুক্ত হবে না'।[১০২] এর ব্যাখ্যা ও শর্তগুলো নিম্নরূপঃ (১) ইত্তেছালুস সানাদঃ বা বর্ণনাকারীদের মধ্যে প্রত্যেকেই সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার উপরের বর্ণনাকারী থেকে প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি বর্ণনা করবেন (২) আদালাতুর রুয়াতঃ বা বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকেই মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন গুণে গুণান্বিত হবেন। ফাসিক ও বিবেক বর্জিত হবেন না (৩) যাবতুর রুয়াতঃ বা প্রত্যেক রাবী হবেন পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণ। তা মুখস্থের ক্ষেত্রে হোক বা কিতাবের ক্ষেত্রে হোক (৪) আদামুশ শুযূযঃ বা হাদীছ যেন শায পর্যায়ের না হয়। শায হ'ল শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বিরোধী যেন না হয়, যে তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। (৫) আদামুল ইল্লাতঃ বা হাদীছ ক্রটিযুক্ত যেন না হয়। ক্রটি হ'ল অস্পষ্ট গোপনীয় কারণ, যা হাদীছের সঠিকতাকে তার প্রকাশ্য স্থিতিশীল অবস্থাসহ কলুষিত করে। উল্লেখ্য, যখনই উক্ত পাঁচটি শর্তের মধ্য হ'তে একটি শর্ত বাদ পড়বে তখন আর ঐ হাদীছকে ছহীহ বলা যাবে না। (فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ وَاحِدٌ مِنْ هِذِهِ الشُّرُوْطِ الْخَمْسَةِ فَلاَيُسَمَّى الْحَدِيْثُ حِيْنَئِذٍ صَحِيْحًا)।[১০৩] উক্ত শর্তের কারণে সকল প্রকার ক্রটিপূর্ণ বর্ণনা সমূহ অকেজো ও অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। তাই ইবনুছ ছালাহ বলেন,

وَفِىْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْمُرْسَلِ وَ الْمُنْقَطَعَ وَالْمُعْضَلِ وَالشَّاذِ وَمَا فِيْهِ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ وَمَا فِىْ رِوَايَتِهِ نَوْعُ جَرْحٍ–

'এই গুণাবলী সমূহের মধ্যে মুরসাল, মুনক্বাতি, মু'যাল, শায এবং যাতে কদর্যপূর্ণ ক্রটি রয়েছে এবং যে বর্ণনায় দোষের কোন দিক রয়েছে সেগুলো থেকে সতর্ক থাকার রক্ষাকবচ বিধান রয়েছে'।[১০৪]

(ঘ) হাদীছ সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করণঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেই হাদীছ লিপিবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা এবং গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে অন্যান্য ছাহাবী ও তাবেঈগণ সক্রিয়ভাবে এ কাজের আঞ্জাম দেন। অবশ্য সেগুলো ছিল ছহীফা আকৃতির। অতঃপর মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম অনুসৃত মূলনীতির আলোকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন এবং গ্রন্থাকারে প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে ছড়িয়ে দেন। এই অভিযানে মুহাদ্দিছগণের মৌলিক লক্ষ্য ছিল কেবল ছহীহ হাদীছ সমূহকে একত্রিত করা এবং সেগুলোকে মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ করা। তারা জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যেই এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে হাদীছ সংকলন করেন মুহাদ্দিছ ফক্বীহ প্রখ্যাত চার ইমামের অন্যতম ইমাম মালেক (রহঃ)। তার গ্রন্থের নাম 'মুওয়াত্ত্বা'। সংগৃহীত এক লক্ষ হাদীছের মধ্যে প্রথমে ১০ হাযার বাছাই করেন। অতঃপর মাত্র ১৭২০টি হাদীছ তাতে সংকলন করেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) প্রায় ১০ লক্ষ হাদীছের মধ্যে ৪০ হাযারের মত হাদীছ তার 'মুসনাদ' নামক বিশাল গ্রন্থে স্থান দেন। এরপরও উপরিউক্ত উভয় গ্রন্থেই কতিপয় যঈফ ও জাল থেকে গেছে। হাদীছের ছয়জন ইমাম এই অমূল্য খিদমতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ) ছয় লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করে মাত্র ৪ হাযার বা পুনরুক্তিসহ ৭২৭৫টি হাদীছ তার ছহীহ বুখারীতে স্থান দেন। অন্য হাদীছ সমূহের মধ্যে ছহীহ হাদীছ থাকলেও তার অনুসৃত সূক্ষ্ম মূলনীতির আওতায় না পড়ায় সেগুলোকে স্থান দেননি। ইমাম মুসলিম (রহঃ)ও ৩ লক্ষ হাদীছ থেকে কাটছাঁট করে কেবল ৪ হাযার বা পুনরুক্তিসহ ৭৫২৬টি হাদীছ 'ছহীহ মুসলিমে' স্থান দিয়েছেন। উক্ত দু'টি গ্রন্থে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ নেই। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ একমত। তাই পবিত্র কুরআনের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হ'ল ছহীহ বুখারী অতঃপর ছহীহ মুসলিম।

---

১০১. *দ্রঃ ডঃ মাহমূদ আত-তাহহান, তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ।*
১০২. *মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৭-৮।*
১০৩. *তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃঃ ৩৪-৩৫।*
১০৪. *মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৮।*

'সুনানে আরবা'আহ' তথা আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাতেও ইমামগণ গ্রহণযোগ্য হাদীছ সমূহ স্থান দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এরপরও সেগুলোতে কতিপয় যঈফ ও জাল হাদীছ থেকে গেছে। ফলে তারা অনেক হাদীছের শেষে অভিযুক্ত, আপত্তিকর, যঈফ, সামঞ্জস্যশীল নয় ইত্যাদি বলে হাদীছ এবং রাবীর ব্যাপারে নানা মন্তব্য পেশ করেছেন। এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যেন সমাজে প্রচলিত এ সমস্ত হাদীছের অবস্থা জানতে পারে এবং তা থেকে যেন সতর্ক থাকে।[১০৫] সে জন্য এই চারটি গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় জাল হাদীছ সহ প্রায় ৩৩৪৪ যঈফ হাদীছ আছে।

হাদীছের অন্যান্য ইমামগণও উপরিউক্ত নীতিতে হাদীছ সংকলন করার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন। ইমাম ইবনু খুযায়মাহ (২২৩-৩১১), ইবনু হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪) এবং হাকেম (৩২১-৪০৫) প্রমুখ তাদের গ্রন্থ সমূহে ছহীহ হাদীছ হিসাবে সংকলন করেছেন। তবুও সেগুলোর মধ্যে অনেক জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮), ইমাম দারেমী (১৮১-২৫৫), ইমাম দারাকুৎনী (৩০৫-৩৮৫, ইমাম বাগাভী (৪৩৬-৫১৬), ইবনু আবী শায়বাহ (মৃঃ ২৩৫) প্রমুখ ইমামগণও হাদীছ সংকলনের কাজে আঞ্জাম দেন।

(ঙ) যঈফ ও জাল হাদীছের পৃথক পৃথক গ্রন্থ সংকলনঃ

অনুসৃত মূলনীতি ও রাবীদের জীবনীর মানদণ্ড অনুযায়ী মুহাদ্দিছগণ ছহীহ হাদীছ থেকে যঈফ ও জাল হাদীছকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেওয়ার প্রাণান্ত সংগ্রামে বিশেষভাবে সফল হন জাল ও যঈফ হাদীছের পৃথক গ্রন্থ রচনা করে। মুসলিম বিশ্বকে অধঃপতনের অতলতলে তলিয়ে দেওয়ার জন্য ইসলাম বিদ্বেষীরা যে লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছ রচনা করেছে তা মুহাদ্দিছগণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। জাল ও যঈফ হাদীছের খপ্পরে পড়ে মুসলিম সমাজ যেন সঠিক পথ থেকে ছিটকে না পড়ে সেজন্য মুহাদ্দিছগণের অবদান এক্ষেত্রে পরিমাপ করা যাবে না। এ বিষয়ে সংকলিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

(১) হাফেয হাসান ইবনু ইবরাহীম আল-জাওযজানী (মৃঃ ৫৪৩হিঃ), আল-আবাত্বীল ওয়াল মাওযূ'আত মিনাল আহাদীছ (الأباطيل والموضوعات من الأحاديث), (২) হাফেয আবুল ফারয ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭), কিতাবুল মাওযূ'আত (كتاب الموضوعات), (৩) আবুল ফাযল মুহাম্মাদ ইবনু ত্বাহের আল-মাক্বদেসী (মৃঃ ৫০৭ হিঃ), আত-তাযকিরাতু ফিল মাওযূ'আত (التذكرة فى الموضوعات) (৪) আবুল ফযল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আছ-ছাগানী (মৃঃ ৬৫০), আদ-দুর্রুল মুলতাক্বিত ফী তাবয়ীনিল গালত (الدر الملتقط فى تبيين الغلط)।

(চ) যুগ পরম্পরায় জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে মুহাদ্দিছগণের অভিন্ন নীতিঃ

জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের অব্যাহত সংগ্রাম কোন কালে থেমে থাকেনি; বরং প্রতি যুগেই তারা তাদের দ্ব্যর্থহীন নীতি সমাজের উপর প্রয়োগ করেছেন। যে সমস্ত চক্র আক্বীদা-আমল সহ শরী'আতের অন্যান্য আহকাম-আরকানকে জাল-যঈফ হাদীছের মাধ্যমে কলুষিত করতে চেয়েছে তখন তারা অপ্রতিরোধ্য ক্ষুরধার সমালোচনা প্রবৃত্ত হয়েছেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ), ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৪১), ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮), হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪), ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২), ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬) প্রমুখ বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১), 'আল-লাআইল মাছনূ'আহ ফী আহাদীছিল মাওযূ'আহ', আল্লামা আলী ইবনু মুহাম্মাদ বিন আররাক্ব (মৃঃ ৯৬৩), 'তানযীহুশ শরী'আতিল মারফূ'আহ আনিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ', আল্লামা শামসুদ্দীন দিমাস্কী, 'আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আত', মুহাম্মাদ বিন তাহের পাট্টানী হিন্দী, 'তাযকিরাতুল মাওযূ'আহ' শিরোনামে জাল হাদীছের গ্রন্থ সংকলন করেছেন।[১০৬] এছাড়া তারা আসমাউর রিজাল, রাবীদের নাম, কুনিয়াত, বংশ পরিচয়, হাদীছের নাসিখ-মানসূখ, সামঞ্জস্য বিধান, ইতিহাস ও সাধারণ জীবনী গ্রন্থও রচনা করেছেন হাদীছের ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করার জন্য।

(ছ) আধুনিক মুহাদ্দিছগণের অবিস্মরণীয় অবদানঃ

মধ্য যুগের শেষার্ধ থেকে পরবর্তী আধুনিক যুগের মুহাদ্দিছগণও হাদীছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ছহীহ-যঈফের মধ্যে পার্থক্যকরণে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। অসংখ্য হাদীছ গ্রন্থ, ফিক্বহুল হাদীছ, ফাতাওয়া, হাদীছ ভিত্তিক তাফসীর, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী, ইসলামের ইতিহাস এবং বিভিন্ন মাসায়েল ও আইন ভিত্তিক রচিত গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত হাদীছ পেশ করা হয়েছে সেগুলোর সনদ বিচার বা তাহক্বীক্ব করে ছহীহ-যঈফ পার্থক্য করেছেন। পূর্বের মুহাদ্দিছগণের সমালোচিত হাদীছগুলোকে জাল ও যঈফ হাদীছের স্বতন্ত্র গ্রন্থে একত্রিত করে এবং হাদীছের মধ্যে সংযোজন-বিয়োজনের ত্রুটি সংশোধন করে সকল প্রকার জঞ্জাল মুক্ত করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪), ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০), আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী প্রভৃতি মুহাদ্দিছ জাল হাদীছের গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম শায়খ

১০৫. *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ৬৬-৮৬।*

১০৬. *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ১৮৮-৮৯।*

নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) 'সুনানে আরবা'আহ' তথা আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজার জাল ও যঈফ হাদীছগুলোকে পৃথক করে স্বতন্ত্র গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। যঈফ আবূদাঊদে ১১২৭টি, যঈফ তিরমিযীতে ৮২৯টি, যঈফ নাসাঈতে ৪৪০টি এবং যঈফ ইবনু মাজাহতে ৯৪৮টি হাদীছ রয়েছে। অনুরূপ ছহীহ হাদীছগুলোকে ছহীহ বলে নামকরণ করেছেন। তিনি ছহীহ ইবনে খুযায়মা, মিশকাতুল মাছাবীহ, সুবুলুস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম, ইমাম বুখারী সংকলিত 'আদাবুল মুফরাদ' (প্রায় ১৯৮টি হাদীছ যঈফ), ইমাম নববী প্রণীত 'রিয়াযুছ ছালেহীন'ও তিনি ছহীহ যঈফ পার্থক্য করেছেন। 'সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ' বা যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ নামে ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থে ৭০০০ হাযার যঈফ ও জাল হাদীছ একত্রিত করেছেন। অনুরূপ 'সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ' নামে ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থে ৭০০০ হাযার ছহীহ হাদীছ একত্রিত করেছেন। যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর নামক গ্রন্থে ৬৪৬৯টি জাল ও যঈফ হাদীছ একত্রিত করেছেন। ছহীহুল জামে' আছ-ছাহীর নামেও ৮২০২টি ছহীহ হাদীছ একত্রিত করেছেন। হাফেয মুনযেরী সংকলিত 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' গ্রন্থের ২২৪৮ টি যঈফ ও জাল হাদীছ পৃথক করে দিয়েছেন। 'ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ', ইবনুল ক্বাইয়িমের 'যাদুল মা'আদ' সহ বহু গ্রন্থের ছহীহ যঈফ পৃথক করেছেন। এছাড়া মুসনাদে আহমাদ, ছহীহ ইবনে হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম, দারাকুৎনী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থেরও তাহক্বীক্ব করেছেন অন্যান্য আধুনিক মুহাদ্দিছগণ। তাফসীরে ইবনে কাছীর, কুরতুবী, তাবারী, নায়লুল আওত্বার, ফিক্বহুস সুন্নাহ সহ অসংখ্য গ্রন্থের তাহক্বীক্ব করে তারা ছহীহ থেকে যঈফ হাদীছকে পৃথক করেছেন এবং সুন্নাতকে কলুষমুক্ত করেছেন।

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রদীপ্ত প্রচ্ছন্ন সুন্নাহকে সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা করা এবং জাল ও যঈফের আবর্জনা প্রতিরোধে যুগ যুগ ধরে চলছে মুহাদ্দিছগণের অব্যাহত সংগ্রাম। এর প্রতি তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাদের এই সংগ্রাম ছিল মহা সংগ্রাম, আপোসহীন সংগ্রাম, অপ্রতিরোধ্য গতিশীল সংগ্রাম। ইসলামের সোনালী ইতিহাসের দিগন্তে এই সংগ্রামই সর্ববৃহৎ সংগ্রাম। তাদের এই অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। যেন ইসলাম বিদ্বেষীরা কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করতে পারে। কিন্তু মহা পরিতাপের বিষয় হ'ল- আহলেহাদীছ, সালাফী, মুহাম্মাদী স্বনামখ্যাত সংখ্যালঘুরা ছাড়া অন্যরা নিরঙ্কুশভাবে ছহীহ সুন্নাহর প্রতি আমল করে না। বরং তারা আঁকড়ে ধরে আছে বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত জাল-যঈফ হাদীছের ময়লা আবর্জনা, মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্ভট, আজগুবি কাহিনীকে। এক্ষণে আমরা জাল ও যঈফ হাদীছ আমলযোগ্য কি-না এবং তার কুপ্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

[চলবে]

তাওহীদ

*আব্দুল ওয়াদূদ**

(৩য় কিস্তি)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর শর্তঃ

শর্তবিহীন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দাঁত বিহীন চাবির ন্যায়। তালা খোলার জন্য যেমন দাঁতওয়ালা চাবির দরকার, তেমনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা উপকার পাওয়ার জন্য শর্তগুলি জানা ও মানা প্রয়োজন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর শর্ত মোট আটটি। যথা-

(১) العلم বা জ্ঞানঃ

বান্দার এই জ্ঞান থাকতে হবে যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ ও ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার মা'বূদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'আর জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই' *(মুহাম্মাদ ১৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، 'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, (জীবিত অবস্থায়) সে জানত, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২৩]

(২) اليقين বা দৃঢ় বিশ্বাসঃ

বান্দাকে অন্তর দিয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'তে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মুনাফিকদের মত শুধু মুখে বললে হবে না। আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ،

'সত্যিকার মুমিন হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, ঈমান আনার পর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করে। আর তারাই সত্যবাদী' *(হুজুরাত ১৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ لاَيَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فُتِحَتْ عَنِ الْجَنَّةِ،

* *তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

২৩. *মুসলিম হা/২৬; মিশকাত হা/৩৭।*

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আমিই তার রাসূল, যে ব্যক্তি এতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ না করে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২৪]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে তাঁর জুতা দিয়ে প্রেরণ করলেন এবং বললেন,

مَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَّرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ،

'এই দেয়ালের পাশে যার সাথে তোমার দেখা হবে, সে যদি ইয়াকীনের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তাহ'লে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও'।[২৫]

(৩) القبول বা গ্রহণ করাঃ

বান্দা মুখে যা উচ্চারণ করবে, বাস্তবে তার সবটুকুই গ্রহণ করবে। কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে না। ঐ সকল মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا،

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*।

পক্ষান্তরে মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوْآ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ، وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْآ اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ-

'তাদের যখন বলা হ'ত আল্লাহ ছাড়া হক্ব ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকার প্রদর্শন করত এবং বলত আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?' *(ছাফফাত ৩৫-৩৬)*।

(৪) الانقياد বা আত্মসমর্পণ ও অনুসরণ করাঃ

বান্দা ঐভাবে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও অনুসরণ করবে যেভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنِيْبُوْآ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ، 'আর তোমরা তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং তাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করো' *(যুমার ৫৪)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

'অতএব তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে' *(নিসা ৬৫)*।

(৫) الصدق বা সত্যবাদিতাঃ

বান্দাকে খাঁটি দিলে সর্বান্তঃকরণে কালিমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। মুনাফিক্বরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত আর মিথ্যা বলে জানত। আল্লাহ পাক বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ-

'মানুষের মধ্যে কতক লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ বিচারের দিনের উপর ঈমান এনেছি, বাস্তবে তারা মুমিন নয়' *(বাক্বারাহ ৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وما من أحد يشهد أن لاَّ إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار،

'যে ব্যক্তি অন্তর হ'তে খাঁটিভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন'।[২৬]

(৬) الإخلاص বা একনিষ্ঠতাঃ

এটা হচ্ছে নিয়ত পরিশুদ্ধ করে সকল প্রকার শিরক হ'তে বেঁচে থেকে নেক আমল করা। আল্লাহ পাক বলেন, وَمَآ أُمِرُوْآ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، 'আর তাদের হুকুম করা হয়েছে ইখলাছের সাথে আল্লাহ্‌র দ্বীনের ইবাদত করতে' *(বাইয়িনাহ ৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه،

'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠ চিত্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে'।[২৭]

২৪. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪১৬*।
২৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯, 'ঈমান'* অধ্যায়।
২৬. *বুখারী হা/১২৮; মুসলিম, মিশকাত হা/২৫*।
২৭. *বুখারী হা/৯৯*।

Contents

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন,

إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بـذالك وجه الله عز وجل،

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন যে বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এবং এর দ্বারা সে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশা করে'।[২৮]

(৭) المحبة বা কালিমার প্রতি ভালবাসাঃ

বান্দা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে দুনিয়ার সবকিছু এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসবে, এটাই কালিমার দাবী। আল্লাহ পাক বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْـدَادًا يُّحِبُّـوْنَهُمْ كَحُـبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ،

'মানুষের মধ্যে এমন একদল আছে, যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য মা'বূদকে এমনভাবে ভালবাসে যেমনভাবে আল্লাহ্কে ভালবাসা উচিত। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সর্বোচ্চ ভালবাসা হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য' *(বাক্বারাহ ১৬৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

ثلاثة مـن كـن فيـه وجـد بهـن حـلاوة الإيمـان أن يكـون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار–

'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে সে ব্যক্তি ঐ গুণের কারণে ঈমানের স্বাদ পাবে। (১) যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সমস্ত কিছু হ'তে সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হবেন। (২) কোন ব্যক্তিকে ভালবাসবে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অন্য কোন কারণে নয় (৩) আল্লাহ তা'আলা তাকে কুফরী হ'তে নিষ্কৃতি দেয়ার পর আবার তাতে প্রত্যাবর্তন করা তার জন্য ততখানি অপসন্দনীয় হবে, যেমনভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার জন্য অপসন্দনীয়'।[২৯]

(৮) الكفر বা ত্বাগূতকে অস্বীকার করাঃ

আল্লাহ্কে বিশ্বাস করার পাশাপাশি সকল প্রকার বাতিল মা'বূদ তথা ত্বাগূতকে অস্বীকার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَّكْفُـرْ بِالطَّـاغُوْتِ وَيُـؤْمِنْ بِـاللهِ فَقَدِ اسْتَمْـسَكَ بِـالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَانْفِصَامَ لَهَا،

'আর যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে, নিশ্চয়ই সে এমন এক মযবূত বন্ধনকে আঁকড়ে ধরল যা ছুটবার নয়' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ،

'যে ব্যক্তি অন্তর হ'তে বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য মা'বূদের ইবাদতকে অস্বীকার করে, তার জান-মাল অন্যের জন্য হারাম'।[৩০]

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ভঙ্গকারী বিষয় সমূহঃ

ওলামায়ে কেরাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ভঙ্গকারী অনেক বিষয় বর্ণনা করেছেন। এখানে আমরা ১০টি বিষয় উল্লেখ করছি। যথা-

(১) আল্লাহ্র ইবাদতে শিরক করাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ،

'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' *(নিসা ৪৮)*।

(২) যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এবং আল্লাহ্র মধ্যে মাধ্যম সাব্যস্ত করল, তাদেরকে ডাকল ও সুপারিশ কামনা করলঃ

অনেক মানুষ পীরের নিকট যায়, মাযারে যায়, পীর ও মাযারকে মাধ্যম করে আল্লাহ্র নিকট নিজেদের সমস্যা তুলে ধরার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَيَضُرُّهُمْ وَلاَيَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُـوْنَ هَـؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَالاَ يَعْلَمُ فِـى الـسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–

'তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন ব্যক্তি ও বস্তুর উপাসনা করে যারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, ওরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্কে আসমান সমূহ ও যমীনের মধ্যকার এমন সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি জানেন না? আল্লাহ মহা পবিত্র এবং যার সঙ্গে তারা শরীক স্থাপন করে তার থেকে তিনি ঊর্ধ্বে' *(ইউনুস ১৮)*।

(৩) যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করেঃ

২৮. *বুখারী, হা/৫৪০১, 'খাদ্যদ্রব্য' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৪৯৬।*
২৯. *বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৩৪; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩৭৬।*
৩০. *মুসলিম হা/২৩।*

আল্লাহ পাক ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শ বর্ণনা করে বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ،

‘নিশ্চয়ই ইবরাহীম এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদের মাঝে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। যখন তারা তাদের স্বজাতিকে বলেছিল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করে থাক, তা থেকে মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম। আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বৈরীতার সূচনা হ’ল, যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান না আনবে’ *(মুমতাহিনাহ ৪)*।

(৪) যে ব্যক্তি মনে করে যে, অন্যের হেদায়াত নবীর হেদায়াতের চেয়ে পরিপূর্ণঃ

আল্লাহ পাক বলেন,

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ–

‘তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র চেয়ে আর কে উত্তম বিধান দানকারী রয়েছে?’ *(মায়েদাহ ৫০)*।

(৫) যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনীত কোন বিধানকে অপসন্দ করল সে কুফরী করল, যদিও সে তা নিজে আমল করেঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ– ‘তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্কে নাখোশকারী বিষয়ের অনুসরণ করেছে এবং তাঁকে সন্তুষ্টকারী বিষয়কে ঘৃণা করেছে। যার ফলে তাদের আমল সমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন’ *(মুহাম্মাদ ২৮)*।

(৬) যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বীনের কোন কিছুকে অথবা ছওয়াব অথবা আযাব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করল সে কুফরী করলঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَبِاللهِ وَآيَتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ، لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ،

‘বলুন! তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে? ওযর কর না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ’ *(তওবা ৬৫-৬৬)*।

(৭) যাদু এবং এর মধ্যে রয়েছে ভেলকিবাজী ও ভালবাসা সৃষ্টি করে বলে কথিত রিং। যে ব্যক্তি এ কাজ করল অথবা এতে সন্তুষ্ট হ’ল সে কুফরী করলঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يُقُوْلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَتَكْفُرْ،

‘তারা দু’জন কাউকে শিক্ষা দেয় না, যতক্ষণ না তারা বলে, আমরা পরীক্ষা বৈ আর কিছু নই। অতএব কুফরী কর না’ *(বাক্বারাহ ১০২)*।

(৮) মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করাঃ

আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ–

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম জাতিকে হেদায়াত করেন না’ *(মায়েদাহ ৫১)*।

(৯) যে ব্যক্তি মনে করে যে, কিছু লোক মুহাম্মাদের শরী‘আত থেকে বের হ’তে পারে (যেমন খিযির মূসা (আঃ)-এর শরী‘আত থেকে বের হয়েছিলেন) সে কাফিরঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে, কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আলে ইমরান ৮৫)*।

(১০) আল্লাহ্র দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া, দ্বীন শিখে না, আমলও করে নাঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ–

‘যে ব্যক্তিকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে, তার চেয়ে বড় যালিম কে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিরোধ গ্রহণকারী’ *(সাজদাহ ২২)*।

[চলবে]

মুসলিম জাগরণঃ সফলতা লাভের মূলনীতি

মূল ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে ওছায়মীন

*অনুবাদ ঃ নূরুল ইসলাম**

(৪র্থ কিস্তি)

পঞ্চম মূলনীতিঃ হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ

মুসলিম জাগরণকে সফল করার জন্য আমাদেরকে পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন দ্বীনী ভাই হওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ ‘মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই’ (*হুজুরাত ১০*)। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا– ‘আর তোমরা সবাই আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও’।[১]

এই ভ্রাতৃত্বের দাবী হচ্ছে- আমাদের একজন অপরজনের উপর অত্যাচার করবে না, পরস্পর বাড়াবাড়ি করবে না এবং আমরা আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এক উম্মাহ হয়ে যাব। কতিপয় যুবকের মাঝে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে এই মূলনীতির আলোকে আমরা চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করব। বস্তুতঃ তাদের মধ্যকার বিরোধের ব্যাপারে ইসলাম উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। এমন কিছু ইজতিহাদী মাসআলায় তাদের মাঝে বিরোধ দেখা দিয়েছে, যে ব্যাপারে ইজতিহাদ করা জায়েয আর কুরআন-সুন্নাহর দলীলও সে ব্যাপারে ইজতিহাদের সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু কিছু মানুষ নিজে যে বিষয়কে হক বলে মনে করে তা আল্লাহ্র বান্দাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। যদিও তার মতের বিপক্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তি যে বিষয়ে তার মতের বিরোধিতা করেছে তাই হক।

বর্তমানে কিছু যুবক- যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত নসিব করেছেন এবং যারা শরী‘আতের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের মধ্যে এমন বিষয়ে মতভেদের কারণে দূরত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যে ব্যাপারে মতভেদের অবকাশ আছে। কেননা সেগুলো ইজতিহাদী বিষয়। কুরআন-সুন্নাহর দলীল এই বা সেই ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু কতিপয় যুবক চায় যে, সকল মানুষ তার মতের অনুসারী হউক। যদি তারা তার মতের অনুসারী না হয়, তাহ’লে সে তাদেরকে ভুল ও ভ্রষ্ট পথে রয়েছে বলে মনে করে। এরূপ ধ্যান-ধারণা পোষণ করা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তৎপরবর্তী ইমামগণের আদর্শের পরিপন্থী।

* *এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *বুখারী হা/৬০৬৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ‘একে অন্যকে হিংসা করা এবং পরস্পর বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৫৫৯ ‘সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ‘পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও পশ্চাতে শত্রুতা হারাম’ অনুচ্ছেদ।*

আমি (লেখক) তোমাদেরকে বলছি, যদি তোমরা মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সম্বলিত গ্রন্থগুলো দেখ তাহ’লে লক্ষ্য করবে যে, (বিভিন্ন বিষয়ে) ওলামায়ে কেরামের মাঝে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। কিন্তু তাদের কেউই তার নিজস্ব মত ও ইজতিহাদের দ্বারা অন্যকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেননি; বরং মনে করেছেন যে, হক্বের অনুসরণ করা এবং এ ব্যাপারে কারো তাক্বলীদ না করা মানুষের জন্য আবশ্যক।* হ্যাঁ, হক কথা বল, কিন্তু মানুষকে সেদিকে নম্রতা-কোমলতা ও সহজতার সাথে আহ্বান কর, যাতে (শুভ) পরিণতির দিকে পৌছতে পার।

প্রত্যেক যুবক ও ছাত্রের ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করা উচিত যাকে সে তার দৃষ্টিতে হকের অধিক নিকটবর্তী মনে করে এবং এক্ষেত্রে যে তার বিরোধিতা করে তার কাছে ওযর পেশ করা উচিত। যদি তার সাথে তোমার মতবিরোধ হয় দলীলের ভিত্তিতে।

আমি বলছি, প্রত্যেকেই মনে করে যে, মানুষের উচিত তাকে অনুসরণ করা। মনে হয় সে নিজেই রিসালাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে! আবার বলছি, তোমার বুঝকে অন্যের বিপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা এবং অন্যের বুঝকে তোমার বিপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ না করা কী ইনছাফ?

* *তাক্বলীদের বিরোধিতায় চার ইমামের প্রসিদ্ধ উক্তি সমূহ নিম্নরূপঃ ১. ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০হিঃ) বলেন,* إِذَاصَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ– *‘যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব’। ২. ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) বলেন,* مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ مَأْخُوْذٌ مِنْ كَلَامِهِ وَمَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ إِلَّا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، *‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সকল কথা গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়’। ৩. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪) বলেন,* إِذَا رَأَيْتُمْ كَلَامِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلَامِيْ الْحَائِطَ، *‘যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ‘ছূঁড়ে মারবে’। ৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন,* لَا تُقَلِّدْنِيْ وَلَا تُقَلِّدَنَّ مَالِكاً وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا النَّخْعِيَّ وَلَا غَيْرَهُمْ وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ– *‘তুমি আমার তাক্বলীদ করো না। তাক্বলীদ করো না ইমাম মালেক, আওযাঈ, নাখঈ বা অন্য কারও। বরং নির্দেশ গ্রহণ করো কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎস হ’তে- যেখান থেকে তাঁরা সমাধান গ্রহণ করতেন’। দ্রঃ শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাক্বলীদ (লাহোরঃ ছিদ্দীক্বী প্রেস, তাবিঃ পৃঃ ৮৪-৮৬; ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব শা‘রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লীঃ আকমালুল মাতাবে প্রেস ১২৮৬/১৮৭০ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩; শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ) (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৪১৭হিঃ/১৯৯৬খৃঃ), পৃঃ ৪৬-৫৩; ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃঃ ১৭৭, -অনুবাদক।*

মুসলিম যুবকদের মাঝে এই বিভেদ দেখে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ কত শত্রু যে যারপর নাই আনন্দিত হয় (তার ইয়ত্তা নেই)। সে (ইসলামের শত্রু) আনন্দিত হয় এবং যে যুবক ইসলামের এই কালজয়ী আদর্শ গ্রহণ করেছে তাকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেখা সর্বান্তকরণে কামনা করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ 'এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে' *(আনফাল ৪৬)*। তিনি আরো বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِىْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ–

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি অহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এ বিষয়ে মতভেদ কর না' *(শূরা ১৩)*।

হে যুবসমাজ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে হৃদ্যতা, ঐক্য, ধীরস্থিরতা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বনের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমেই তোমাদের জন্য বিজয় অবধারিত হবে। কেননা (এর ফলে) তোমরা তোমাদের কাজে সুস্পষ্ট দলীল ও আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে জাগ্রত জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ষষ্ঠ মূলনীতিঃ ধৈর্যধারণ করা

মুসলিম জাগরণ প্রত্যাশী যুবক-যুবতীরা কোন কোন সময় বাজার, স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের বাড়ীতে কঠোরতার সম্মুখীন হয়। অনেক যুবক তাদের বাবা-মার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করে যে, তারা তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন অসম্মানজনক নামে ডাকে। কিন্তু এসব বিষয় ও কঠোরতার ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি? আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা এবং এ সমস্যা যেন আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিতে বাধা না দেয় (সেদিকে লক্ষ্য রাখা)। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়ে (এ পৃথিবীতে) প্রেরণ করেছিলেন। যখন তিনি হক্বের দিকে (মানুষকে) আহ্বান জানাতে লাগলেন তখন কী তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, না কষ্ট দেয়া হয়েছিল? তাঁর পূর্বে যেসব নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকেও কী ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, না কষ্ট দেওয়া হয়েছিল? (এর জবাবে) মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلَى مَاكُذِّبُوْا وَأُوْذُوْا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا–

'তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে' *(আন'আম ৩৪)*। তিনি আরো বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ– 'অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর তুমি তাদের জন্য ত্বরা করো না' *(আহক্বাফ ৩৫)*।

আমি তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ধৈর্য ধারণের কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। যাতে এর দ্বারা আমরা সান্ত্বনা লাভ করতে পারি।

প্রথম দৃষ্টান্তঃ মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরের দরজার সামনে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করত। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্যধারণ করতেন এবং বলতেন, 'এটা কোন ধরনের প্রতিবেশী সুলভ আচরণ'?[২] অর্থাৎ তোমরা আমাকে এই কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা কিভাবে কষ্ট দাও? এটা কেমন প্রতিবেশী সুলভ আচরণ?

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ যখন যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তায়েফের ছাকীফ গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়ার জন্য বের হয়েছিলেন, তখন তারা তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিল? তারা তাদের যুবকদেরকে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে বলে। তারা পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত রক্তাক্ত করে দেয়। এ অবস্থায় তিনি তায়েফ থেকে প্রস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কারনুল মানাযিলে' পৌঁছা পর্যন্ত আমি সম্বিত ফিরে পাইনি'। এমতাবস্থায় জিবরীল (আঃ) তাঁর নিকট আসলেন। তাঁর সাথে ছিলেন পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফেরেশতা। জিবরীল (আঃ) তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, ইনি পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফেরেশতা। তিনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আপনি তাঁর সালামের জবাব দিন। অতঃপর সেই ফেরেশতা বললেন, আপনি চাইলে আমি মক্কার দু'টি পাহাড়কে (আবু কুবাইস ও কাঈকা'আন) তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন,

لاَ... لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ–

'না, তা হ'তে পারে না। হয়ত আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দিবেন যে, যারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে'।[৩]

---

২. *ইবনু জারীর আত-ত্বাবারী, তারীখুল মুলূক ওয়াল উমাম ২/৩৪৩ পৃঃ।*

৩. *বুখারী হা/৩২৩১ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, 'যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর আসমানের ফেরেশতাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৭৯৫ 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়, 'মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুঃখ-কষ্ট ভোগ' অনুচ্ছেদ।*

তৃতীয় দৃষ্টান্তঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা ঘরের নিকটে সিজদাবনত ছিলেন। তিনি সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে ইবাদত করছিলেন। কা'বা ঘর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান এমনকি কুরাইশদের কাছেও। কোন ব্যক্তি কা'বা ঘরে তার বাবার হত্যাকারীকে বাগে পেয়েও হত্যা করত না। এতদসত্ত্বেও যখন তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কা'বা ঘরের নিকটে সিজদাবনত পেল তখন তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করল? তারা তাদের মধ্যে একজনকে উটের নাড়িভূঁড়ি নিয়ে এসে তাঁর পিঠের উপর রাখতে বলল। অথচ তিনি সে সময় সিজদাবনত ছিলেন।

জাহেলী যুগের ইতিহাসেও যে ঘটনার নযির নেই সেইরূপ (বর্বরোচিত) কষ্টদানের ব্যাপারে তোমরা কী বলবে? এতকিছুর পরেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে সিজদায় পড়েছিলেন। অবশেষে তাঁর ছোট মেয়ে ফাতেমা (রাঃ) এসে বাবার পিঠ থেকে সেই কষ্টদায়ক বস্তু (উটের নাড়িভূঁড়ি) সরিয়ে ফেললেন। ছালাত শেষ করে তিনি দু'হাত তুলে কুরাইশদের প্রতি বদদো'আ করলেন।[৪]

হে যুবক ভাইয়েরা! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং আনুগত্যের ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ হও। আর জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বী ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের সাথে আছেন। তবে আমরা ধৈর্যধারণের সাথে সাথে আমাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্র দিকে ডাকব, না অগ্নিশর্মা হয়ে চুপ থাকব? অবশ্যই আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্র দিকে ডাকব এবং নিরাশ হব না। তবে হিকমত ও কোমলতার সাথে তাদেরকে ডাকব, কঠোরতার সাথে নয়। কেননা আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে আবেগ-আগ্রহের প্রচণ্ডতা হেতু কেউ কেউ কখনো কখনো কঠোরতা অবলম্বন করে সংশোধনের চেয়ে বেশী গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং মানুষকে হিকমত অবলম্বন করে প্রতিটি বিষয়কে অনুমান করতঃ তাকে যথাস্থানে রাখতে হবে।

জেনে রাখ! আল্লাহ না চাইলে মানুষেরা রাতারাতি হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র রীতি হচ্ছে কোন বিষয় ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় তের বছর অবস্থান করে মানুষদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেন। এতদসত্ত্বেও (এ সময়) তাঁর দাওয়াত পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করেনি। এরপর তিনি মদীনায় (দশ বছর) অবস্থান করেন। এভাবে নবুওত লাভের ২৩ বছর পর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং তুমি কখনো মনে করবে না যে, মানুষেরা যে অবস্থায় রয়েছে তাথেকে রাতারাতি ফিরে আসবে। অবশ্যই এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান না করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা, ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা এবং কল্যাণের সহযাত্রী হওয়া আবশ্যক।

আমার কাছে অনেকে প্রশ্ন করে, আমি কি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? আমি কি রেডিও ভেঙ্গে ফেলব? আমি কি টেপরেকর্ডার ভেঙ্গে ফেলব? আমি কি টেলিভিশন ভেঙ্গে ফেলব? আমি কি এরূপ করব? আমি কি সেরূপ করব? এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমতের সাথে। যদি তখন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহ'লে পাপীদের সাথে পাপাচারের সঙ্গী হয়ে অবস্থান করা তোমার জন্য কখনো জায়েয নয়। আমি বলছি না যে, তাদের সাথে তাদের বাড়ীতে অবস্থান করা জায়েয নয়। তবে বলছি যে, তাদের পাপাচারের সঙ্গী হয়ে তাদের সাথে অবস্থান করা জায়েয নয়; বরং এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হবে। কারণ যে ব্যক্তি পাপীদের পাপাচারের সঙ্গী হয়ে তাদের সাথে অবস্থান করবে সে ঐ ব্যাপারে তাদের অংশীদার বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَتَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ–

'কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বস না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হবে' *(নিসা ১৪০)*।

কাজেই তোমাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। যে আজ সংশোধিত হবে না, সে কাল সংশোধিত হবে। পরিবারের লোকজনের চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারে তুমি সহজতর বিষয় দ্বারা শুরু কর। আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় আস্থাশীল যে, মানুষ যখন ধৈর্যধারণ করে, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করে এবং কোন কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে তখন সফলতা লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ২০০)*।

এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে যুবকদেরকে ধৈর্যধারণ করা এবং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য অনুপ্রাণিত করব এবং তাদেরকে বলব, তাদের সাথে তোমাদের অবস্থান যতক্ষণ ফলপ্রসূ হয়, ততক্ষণ তা কল্যাণকর। যদি এক্ষেত্রে ফলাফল লাভ করতে কিছুটা সময় লাগে এবং ক্রমান্বয়ে তা অর্জিত হয় তবুও। কারণ

---

৪. *বুখারী হা/২৪০ 'ওযূ' অধ্যায়, 'মুছল্লীর পিঠের উপর ময়লা বা মৃত জন্তু ফেললে তার ছালাত নষ্ট হবে না' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৭৯৪ 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়, 'মুশরিক ও মুনাফিকদের হাতে রাসূল (ছাঃ)-এর দুঃখ-কষ্ট ভোগ' অনুচ্ছেদ।*

আমরা জানি যে, কোন কিছু গড়তে সময় লাগে, ভাঙ্গতে নয়। মনে কর! আমরা একটি মজবুত ও বৃহৎ অট্টালিকার সামনে রয়েছি এবং আমরা তাকে ভেঙ্গে ফেলতে চাচ্ছি। যদি এই অট্টালিকা ভাঙ্গার জন্য ১০টি ট্রাক্টর নিয়োজিত করি তাহ'লে একদিনেই তা ভেঙ্গে ফেলা যাবে। কিন্তু এটি নির্মাণ করতে তিন বছর বা তার বেশী সময় লাগবে।

এজন্য বোধগম্য বিষয়গুলোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দ্বারা পরিমাপ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। একটি অট্টালিকা নির্মাণ করতে যেমন তিন বছর এবং ভেঙ্গে ফেলতে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে, তেমনি সত্যিকার মুসলিম উম্মাহ গঠনে দীর্ঘ সময় লাগবে। কাজেই আমাদের উচিত ধৈর্যধারণ করা এবং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা।

অনুরূপভাবে আমি বলব, যে সকল পরিবারের অভিভাকেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের মাঝে সঠিক পথ অবলম্বনের প্রবণতা লক্ষ্য করবেন, তাদের জন্য তাদের হক্বের পথে দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বৈধ নয়। বরং তাদের বংশধরের মাঝে এমন সন্তান প্রদানের জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবে, যে তাদেরকে কল্যাণের নির্দেশ করে, ভাল কাজ করতে বলে এবং খারাপ কাজ থেকে সতর্ক ও নিষেধ করে। কেননা আল্লাহ্র কসম! এটা সম্পদ, অট্টালিকা, যানবাহন প্রভৃতি নে'মতের চেয়ে বড় নে'মত।

কাজেই তাদের উচিত আল্লাহ্র প্রশংসা করা, তাদের ছেলে-মেয়েদের উৎসাহিত করা এবং তারা যা বলে তাতে কিছুটা কঠোরতা থাকলেও তা গ্রহণ করা। কারণ সন্তানেরা তাদের (দাওয়াত) গ্রহণের মানসিকতা লক্ষ্য করলে তা তাদের পীড়াপীড়ি করার মানসিকতা হাল্কা করবে। কিন্তু যে বিষয়টি দাঈ যুবককে উদ্বিগ্ন ও ক্রুদ্ধ করে তা হচ্ছে তাদের কেউ কেউ পরিবারের লোকজনের পক্ষ থেকে দাওয়াত গ্রহণের কোন মানসিকতা লক্ষ্য করে না। কাজেই তার পরিবারের লোকজনের উচিত তার দাওয়াত গ্রহণ করা, তার সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং তাকে পরামর্শ প্রদান করা, যাতে তাদের সবার জন্যই তা প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে।

হে যুব সমাজ! হে আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীরা! আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারী প্রত্যেককে তার দাওয়াত, আহূত বিষয়, দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এবং দাওয়াত দিতে গিয়ে সে নিজে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় সে ব্যাপারে ধৈর্যশীল হ'তে হবে।

সপ্তম মূলনীতিঃ উত্তম চরিত্রে বিভূষিত হওয়া

দাঈ'র উচিত দাঈর চরিত্র আঁকড়ে ধরা। যাতে আক্বীদা, ইবাদত, পোশাক-পরিচ্ছদ, আকৃতি এবং কর্মকাণ্ডে তার মধ্যে ইলমের চিহ্ন ফুটে উঠে। এমনকি সে আল্লাহ্র কাছে নিজেকে দাঈর নমুনা হিসাবে পেশ করতে পারে। এর ব্যত্যয় ঘটলে তার দাওয়াত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আর যদি সফলতাও লাভ করে তবে সে সফলতা হবে নিতান্তই কম।

ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি, যে সূদী কারবার থেকে (মানুষদেরকে) সতর্ক করে এবং সূদখোরকে বলে, তুমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছ। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ- فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও' *(বাক্বারাহ ২৭৮-৭৯)*। এই দাঈ মানুষদেরকে উপদেশ দেয় এবং আল্লাহ্র ভয় দেখায়। অথচ সে নিজেই সূদী কারবারে জড়িয়ে পড়ে। এটা কী দাঈর চরিত্র? কখনো না।

অন্য আরেকজন দাঈ মানুষদেরকে জামা'আত তরক করা থেকে সতর্ক করে, জামা'আতে ছালাত আদায়ের কথা বলে এবং আরো বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا...

'মুনাফিকদের উপর ফজর ও এশার ছালাতের চেয়ে অধিক ভারী ছালাত আর নেই। এ দু'ছালাতের কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত, তাহ'লে হামাগুঁড়ি দিয়ে হ'লেও তারা উপস্থিত হত'।[৫] অথচ আমরা দেখি যে, সে নিজেই এশা ও ফজরের ছালাতের জামা'আত থেকে পিছনে পড়ে যায়। এটা কী দাঈর চরিত্র? কখনো না।

তৃতীয় ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহর বান্দারা! গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা গীবত কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা গীবতকারীকে এমন ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করে এবং গীবত করা থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করে। কিন্তু সে তার মজলিসে মানুষের গীবত করাকে মেওয়া মনে করে। এটা দাঈর চরিত্র নয়।

চতুর্থ ব্যক্তি মানুষকে চোগলখোরী থেকে সতর্ক করে এবং বলে, চোগলখোরী হচ্ছে কবরের আযাবের কারণ। কেননা ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ-

'এদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। অথচ কোন বড় গুনাহের জন্য এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের

৫. *বুখারী হা/৬৫৭ 'আযান' অধ্যায়, 'এশার ছালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৬৫১ 'মসজিদ' অধ্যায়, 'জামা'আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

Contents

একজন তার পেশাবের নাপাকি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর অন্যজন চোগলখোরী করত'।[৬] অথচ সে মানুষের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করে ও চোগলখোরী করে বেড়ায় এবং এ ব্যাপারে পরোয়া করে না। এটা কী দাঈর চরিত্র? কখনো না। উল্লেখ্য, মানুষের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য একের কথা অন্যকে বলে বেড়ানোকে চোগলখোরী বলে।

কাজেই দাঈ ইবাদত, আচার-আচরণ, চরিত্র যে বিষয়েই মানুষকে দাওয়াত দিবেন সে বিষয়ে নিজে উত্তম চরিত্রে বিভূষিত হবেন। যাতে তার দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হয় এবং যাদের দ্বারা জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে তিনি যেন তাদের প্রথম ব্যক্তি না হন। আমরা এথেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাচ্ছি।

ভ্রাতৃমণ্ডলী! আমরা যদি আমাদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখবে যে, আমরা হয়ত কোন বিষয়ে মানুষকে আহ্বান করি কিন্তু নিজে তা পালন করি না। নিঃসন্দেহে এটা বড় ত্রুটি। হে আল্লাহ! আমাদের ও তাদের দৃষ্টিকে অধিক কল্যাণকর বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য আহ্বান করে, এ ব্যাপারে মানুষদেরকে উৎসাহিত করে এবং তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী ধন-সম্পদ ও শারীরিক শক্তি দ্বারা সাহস যোগায়, কিন্তু সে (জিহাদের চেয়ে) গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর বিষয়ে ব্যস্ত থাকে তবে এমতাবস্থায় বলা যাবে না যে, তিনি আহূত বিষয়ে নিজে আমল করেননি। ধরুন, একজন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য আহ্বান করে। কিন্তু সে যে দেশে বসবাস করে সে দেশের মানুষের মাঝে শারঈ জ্ঞান প্রচার-প্রসার বেশী প্রয়োজন, তাহ'লে তীর-ধনুক তথা অস্ত্র দিয়ে জিহাদ করার চেয়ে জ্ঞান ও বক্তৃতার দ্বারা তার জন্য জিহাদ করাই সর্বোত্তম। কেননা প্রত্যেকটি বিষয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র রয়েছে। তাই কোন বিষয় প্রাধান্য লাভ করা নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্রের উপর।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতিপয় অভ্যাসের দিকে আহ্বান করতেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কখনো ধারাবাহিকভাবে ছিয়াম পালন করতে থাকতেন এমনকি বলা হ'ত যে, তিনি আর ছিয়াম ভঙ্গ করবেন না। আবার কখনো ছিয়াম ভঙ্গ করতেন, এমনকি বলা হ'ত যে, তিনি হয়ত আর ছিয়াম-ই পালন করবেন না।

বন্ধুরা! আমি প্রত্যেক দাঈর কাছে এ প্রত্যাশা করি যে, তিনি এমন চরিত্রে বিভূষিত হবেন যা দাঈর চরিত্রের সাথে মানানসই। যাতে তিনি প্রকৃত দাঈ হ'তে পারেন এবং তার কথা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

৬. *বুখারী হা/২১৬ 'ওযূ' অধ্যায়, 'পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কবীরা গুনাহ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৯২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব অপবিত্র হবার দলীল এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য যরূরী' অনুচ্ছেদ।*

অষ্টম মূলনীতিঃ দাঈ ও মানুষের মাঝে দূরত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা

আমাদের অনেক দাঈ ভাই কোন সম্প্রদায়কে খারাপ কাজে লিপ্ত দেখে সে কাজকে খারাপ মনে করে তাদের কাছে যেতে ও উপদেশ দিতে চান না। এটা ভুল। এটা কখনো হিকমত অবলম্বন নয়। বরং হিকমত হচ্ছে তাদের কাছে যাওয়া, দাওয়াত দেয়া, উৎসাহ যোগানো এবং ভয় দেখানো। আর কখনো আপনি বলবেন না যে, এরা সব ফাসেক। তাদের সাথে বসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হে দাঈ! আপনি যদি তাদের সাথে বসতে ও চলতে না চান এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতে না যান, তাহ'লে কে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে? তাদের মত একজন (পাপী) ব্যক্তি কী তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে? না এমন লোকজন তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে যারা তাদেরকে চিনে না?

দাঈর উচিত ধৈর্যধারণ করা, মানুষকে দাওয়াত দেওয়াতে নিজেকে অভ্যস্থ করা এবং তার ও মানুষের মাঝে দূরত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা। যাতে তিনি তার দাওয়াত এমন লোকদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হন যারা দাওয়াতের মুখাপেক্ষী। অপর পক্ষে গর্ব করে বলা, 'যদি আমার কাছে কেউ আসে তাহ'লে আমি তাকে দাওয়াত দিব আর যদি না আসে তাহ'লে আমি দাওয়াত দিতে বাধ্য নই'- এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রীতি বিরোধী।

যারা ইতিহাস অধ্যয়ন করেন তারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের মওসুমে মীনায় অবস্থানের দিনগুলোতে মুশরিকদের আবাসস্থলে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

هَلْ مِنْ رَجُل يَحْمِلُنِىْ إِلَى قَوْمِهِ لِأُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّىْ، فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُوْنِىْ أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ–

'এমন কেউ আছে কি যে আমাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যাবে। যাতে আমি (তাদের কাছে) আমার প্রভুর বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পারি। কেননা কুরাইশরা আমার প্রভুর বাণী (মানুষদের কাছে) পৌঁছিয়ে দিতে বাধা দিয়েছে'।[৭]

এটাই যদি আমাদের নবী, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রীতি হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর মত হওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক।

[চলবে]

৭. *আহমাদ ৩/৩৯০ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৪৭৩৪ 'সুন্নাহ' অধ্যায়, 'কুরআন' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/২৯২৫ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ' হা/২০১ হাদীছ ছহীহ 'জাহমিয়ারা যেসব বিষয় অস্বীকার করেছে' অনুচ্ছেদ।*

মহা হিতোপদেশ

মূল ঃ তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)

*অনুবাদ ঃ আবু তাহের**

[৩য় কিস্তি]

আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে কতিপয় দলের ভ্রান্ত দর্শনঃ ইসলামের দাবীদার পথভ্রষ্টরা আল্লাহ্র গুণাবলী বিষয়ে এমন কিছু হাদীছ বর্ণনা করে, যা হাদীছের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, তা মিথ্যা ও অপবাদ। যেমন তারা মিথ্যা হাদীছ বলে,

(١) أن الله ينـزل عـشية عرفـة علـى جمـل أورق يـصافح الركبان ويعانق المشاة–

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আরাফার দিন সন্ধ্যা বেলায় উটের উপর সওয়ার হয়ে আরাফায় অবতরণ করে আরোহীদের সঙ্গে মুছাফাহা ও পদব্রজে চলমান ব্যক্তিদের সাথে কোলাকুলি করেন’। এটি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর উপর বড় ধরনের মিথ্যা অপবাদ। আল্লাহর প্রতি অপবাদকারীদের মধ্যে এরাই হ’ল শীর্ষস্থানে। কোন মুসলিম বিদ্বান এ ধরনের হাদীছ বর্ণনা করেননি। বরং হাদীছ বিশারদ ও আলেমদের ঐক্যমতে এটি রাসূলের উপর মিথ্যারোপ। ইবনু কুতাইবাসহ অনেক বিজ্ঞ আলেম বলেছেন, হাদীছ অস্বীকারকারী নাস্তিকরা হাদীছ বিশারদগণের প্রতি দোষারোপ এবং ইসলামী শরী‘আতের উৎস হাদীছ বাতিল করার গভীর ষড়যন্ত্রে জাল হাদীছ তৈরী করেছে।

(٢) انـه رأى ربـه حـين أفـاض مـن مزدلفـة يمـشى أمـام الحجيج وعليه جبة صوف–

‘মুযদালিফা থেকে যখন রাসূল (ছাঃ) প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখন তিনি আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখেছেন যে, তিনি হজ্জব্রত পালনকারীদের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর গায়ে ছিল পশমী পাঞ্জাবী’। এরূপ বহু অপবাদ ও মিথ্যাচার তারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর করেছে। এরা আল্লাহ্কে চিনে না। কারণ আল্লাহ্কে যারা ন্যূনতম চিনে, তারা এরূপ ডাহা মিথ্যা কথা আল্লাহ্র উপর বলতে পারে না।

(٣) إن الله يمشى على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه–

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ পৃথিবীতে চলাচল করেন। যখন সবুজ স্থানে যান তখন তারা বলেন এটা আল্লাহ্র দু’পা রাখার স্থান’। নিম্নের আয়াতটি তারা দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। আয়াতটি হ’ল,

فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا–

‘আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্পর্কে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন’ *(রূম ৫০)*। আলিম সমাজের ঐক্যমত অনুযায়ী এ প্রসঙ্গে এই দলীল পেশ করা অযৌক্তিক। কারণ আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, তোমরা আল্লাহর পদক্ষেপের ফল সমূহের প্রতি চিন্তা ভাবনা কর। বরং তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহ্র রহমতের ফল সম্পর্কে...’। এখানে রহমত অর্থ হ’ল বৃষ্টি। আর ফলাফল অর্থ হ’ল উদ্ভিদ শস্য-শ্যামল ও সবুজ তৃণলতা।

(٤) أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فى الطواف–

‘মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রবকে ত্বাওয়াফ করার সময় দেখেছেন’।

(৫) ‘তিনি মক্কার বাইরে তাঁকে দেখেছেন’।

(৬) ‘মদীনার কোন কোন স্থানে তাঁকে দেখেছেন’। এরূপ বহু বানোয়াট হাদীছ তারা বর্ণনা করেছে।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্কে রাসূল (ছাঃ)-এর স্বচক্ষে দেখা সম্পর্কিত যত হাদীছ রয়েছে তার সবগুলিই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানাওয়াট। এ মর্মে কোন হাদীছ মুসলিম মনীষীদের কেউই বর্ণনা করেননি। তবে মি‘রাজের রজনীতে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্কে দেখেছেন কি-না এ মর্মে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বহু আলেম বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) মি‘রাজের রাতে আল্লাহ্কে দেখেছেন। পক্ষান্তরে আয়েশা (রাঃ) সহ একটি দল পূর্বোক্ত অভিমত অস্বীকার করেছেন। তবে এ বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি। এমনকি এ প্রসঙ্গে তাঁকে কেউ জিজ্ঞেসও করেননি। এ বিষয়ে কতিপয় অজ্ঞ লোক আবু বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) থেকে যে হাদীছটি বর্ণনা করে যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মি‘রাজে আল্লাহ্কে দেখেছেন? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, দেখেছি। অপরদিকে আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেন, আমি দেখিনি। আলিম সমাজের ঐক্যমতে এই হাদীছও মিথ্যা। এজন্য কাযী আবু ইয়া‘লা সহ অনেকে ইমাম আহমাদ কর্তৃক

* *এম.ফিল গবেষক, আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

তিনটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। (ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বচক্ষে আল্লাহ্কে দেখেছেন, (খ) অন্তরচক্ষু দিয়ে দেখেছেন অথবা (গ) দেখেছেন, তবে বলা যাবে না যে, তিনি স্বচক্ষে বা অন্তরচক্ষু দিয়ে দেখেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু আব্বাস ও উম্মু তুফাইল সহ অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত যে হাদীছ পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেছেন যে, رأيت ربى فى صورة كذا وكذا، 'আমি আমার রবকে এইরূপ এইরূপ আকৃতিতে দেখেছি'। সেই হাদীছে রয়েছে- أنه وضع يده بين كتفى حتى وجدت برد أنامله على صدرى– 'তিনি আমার দুই কাধের উপর হাত রাখলেন, এমনকি তাঁর আঙ্গুল সমূহের শীতলতা আমার বক্ষদেশে অনুভব করলাম'। এই হাদীছ মি'রাজের রজনীর হাদীছ নয়। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মদীনায়। কারণ হাদীছে এ পরিভাষা রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাতে বাধাগ্রস্ত হ'লেন। তারপর ছাহাবায়ে কেরামের নিকট গিয়ে বললেন, رأيت كذا وكذا 'আমি আল্লাহ্কে এইরূপ এইরূপ দেখলাম'। উম্মু তুফাইল, মু'আয সহ এমন ছাহাবীদের বর্ণিত হাদীছ এটি যারা মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছেন। আর পবিত্র কুরআন, মুতাওয়াতির হাদীছ ও ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত অনুসারে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে মক্কায়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ বলেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى– 'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীভাগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হ'তে মসজিদুল আকছায়' *(বনী ইসরাইল ১)*। দীর্ঘ আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্কে দেখার হাদীছটি ঘুমের মধ্যে সংঘঠিত হয়েছে। অসংখ্য মুফাসসির বিবিধ সূত্রে এ হাদীছ প্রমাণ করেছেন। নবীদের স্বপ্নও অহী। অতএব মি'রাজের রাতে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ্কে দেখার হাদীছ ঠিক নয়।

এ বিষয়ে মুসলিমগণ একমত যে, নবী (ছাঃ) পৃথিবীতে স্বচক্ষে আল্লাহ্কে দেখেননি। রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক কখনই কোন হাদীছে এরূপ পরিভাষা আসেনি যে, আল্লাহ পৃথিবীতে অবতরণ করেন। বরং প্রসিদ্ধ ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে, أَنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلى سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِى فَاسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهِ، مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِى فَاغْفِرَ لَهُ– 'রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে প্রতি রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে বলেন, আমার নিকট যে প্রার্থনা করবে আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। যে আমার নিকট কিছু চাইবে আমি তাকে তা দিয়ে দিব। আমার নিকট যে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব'।[১] অন্য হাদীছে এসেছে, أَنَّ اللهَ يَدْنُوْ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، 'আরাফার দিনে বিকাল বেলায় আল্লাহ নিকটবর্তী হন'। অপর বর্ণনায় এসেছে, إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِى الْمَلاَئِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِىْ أَتَوْنِىْ شَعْثًا غَبْرًا مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ– 'দুনিয়ার আসমানে আসেন। তারপর আরাফাবাসীদের বিষয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ববোধ করে তাদেরকে বলেন, 'দেখ! আমার বান্দারা এলোমেল চুল ধূলায় ধুসরিত অবস্থায় আমার নিকট এসেছে। তারা আমার নিকট কি প্রত্যাশা করে'? *(বুখারী)*।

আরো বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ শা'বান মাসের পনের তারিখে অবতরণ করেন'। যদি হাদীছটি ছহীহ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু হাদীছ যাচাই বাছাইকারী মুহাদ্দিছগণ হাদীছটির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

নবী করীম (ছাঃ) যখন হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন একদা আল্লাহ আসমান-যমীনের মাঝখানে একটি চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হয়ে রাসূলের সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন'। আহলে ইলমের ঐক্যমতে এই হাদীছটিও সম্পূর্ণ ভুল। বরং ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে যখন হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন জিবরীল (আঃ) প্রথমবার রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিলেন,

اِقْرَأْ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِىْ وَغَطَّنِىْ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِىْ فَقَالَ: إِقْرَأْ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِىْ فَغَطَّنِىْ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِىْ فَقَالَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ،

'তুমি পড়'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। তিনি আমাকে ধরে নেন এবং চাপ দিলেন, যাতে আমি কষ্ট অনুভব করলাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি পড়। আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। তিনি আমাকে ধরে নেন এবং চাপ দিলেন, যাতে আমি কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়, তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি পড়, তোমার রব সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন বিষয়ে শিক্ষা

১. *বুখারী, হা/১১৪৫, 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৬৮, ৭৫৮; আবূদাঊদ হা/১৩১৫; লালকাঈ, পৃঃ ৭৪২-৪৩; ইবনু হিব্বান হা/৯২০; আল-বায়হাক্বী, কিতাবুল আসমা ওয়াছ ছিফাত, পৃঃ ৪৪৯; ইবনু আবী আছিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃঃ ৫০৪।*

দিয়েছেন যা তারা জানত না' *(আলাক্ব ১-৫)*।[২] এটাই হ'ল নবী (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ প্রথম অহী। তারপর রাসূল (ছাঃ) অহীর বিরতি সম্পর্কে বলেন, فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِيْ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا هُوَ الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَنِىْ بِحِرَاءٍ اَرَاهُ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض– 'আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম ঐ জিব্রীল ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। তাকে আসমান ও যমীনের মাঝে একটি চেয়ারের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলাম'। বুখারী ও মুসলিমে জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আসমান ও যমীনের মাঝে উপবিষ্ট, হেরা গুহায় আগত ফেরেশতাই হ'লেন ইনি'। তারপর তাকে দেখে তিনি যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করলেন। বহু বর্ণনায় এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, উপবিষ্ট ফেরেশতা জিব্রীল (আঃ)। অনেকের সন্দেহ তিনি আল্লাহ, না ফেরেশতা? এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

সারকথা হ'ল, যেসব হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) স্বচক্ষে পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখেছেন। আল্লাহ পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। আল্লাহর পদাংক সমূহ হ'ল জান্নাতের বাগিচা। আল্লাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আঙ্গিনায় চলাচল করেছেন। এ সবই হ'ল আহলেহাদীছ সহ সকল মুসলিমের ঐক্যমত অনুযায়ী মিথ্যা ও বাতিল।

অনুরূপভাবে যে দাবী করে যে, সে আল্লাহকে মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশ্যে স্বচক্ষে দেখেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমত অনুযায়ী তার দাবী বাতিল। কারণ সকল মুসলিম একমত যে, মৃত্যুর পূর্বে স্বচক্ষে আল্লাহ্র দর্শন লাভ সম্ভব নয়। নাওয়াস বিন সাম'আন কর্তৃক ছহীহ মুসলিমে দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَرَى رَبَّهُ حَتَّى يَمُوْتَ 'তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে কেউই তার মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে পাবে না'।[৩] এমর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যাতে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় জাতিকে দাজ্জালের ফিৎনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং তিনি সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, কেউই তার মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে পাবে না'। সুতরাং কেউ যেন দাজ্জালকে দেখে এই ধারণা না করে যে, সে আল্লাহ। তবে আল্লাহ্র পরিচয়ের বিষয়ে গভীর ঈমানদারদের মধ্যে এমন গুণ সন্নিবেশিত হওয়া যে তাদের হৃদয়ে গভীর প্রত্যয়, দর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য হৃদয়ের চোখে আল্লাহ দর্শন লাভ মনে করার বহু স্তর রয়েছে। তার মধ্যে একটি অন্যতম স্তর হ'ল ইহসান। হাদীছে জিবরীলে ইহসান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) জিব্রীল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, اَلْإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ– 'ইহসান হ'ল তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যাতে মনে হয় তুমি আল্লাহ্কে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহ'লে অবশ্যই মনে করবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন'। মুমিন তার ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভিন্ন রূপে স্বপ্নযোগে আল্লাহ্কে দর্শন করে থাকে। যদি তার ঈমান ছহীহ হয়, তাহ'লে ভাল আকৃতিতে দর্শন লাভ করবে। আর যদি দুর্বল ঈমানের অধিকারী হয়, তাহ'লে ঈমানের মাপ অনুযায়ী দর্শন লাভে সক্ষম হবে।

স্বপ্ন যোগে দর্শন লাভের হুকুম জাগ্রত অবস্থায় প্রকৃত দর্শন লাভের মত নয়। কেননা স্বপ্নের মৌলিক তাৎপর্য উৎঘাটনের জন্য বহু ব্যাখ্যা ও অর্থ রয়েছে। অনেক লোক জাগ্রত অবস্থায় যা দেখে স্বপ্ন জগতেও তার প্রতিচ্ছবি দেখে। কখনো কেউ হৃদয়ে যা কল্পনা করে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন আকারে তার হৃদয়ে তা উদ্ভাসিত হয়। এই সবই পার্থিব জগতে সংঘটিত হ'তে পারে। কখনো কখনো কোন ব্যক্তি তার হৃদয়ে যা ভাবে ও ইন্দ্রিয় সমূহ যা অনুভব করে তাই ঘুমের মধ্যে হুবহু প্রতিফলিত হয়। জাগ্রত হওয়ার পর তার সুপ্ত ধীশক্তি বুঝতে পারে যে, সে নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। আবার কখনো কেউ ঘুমের ঘরেই স্বপ্ন দেখে, সে ঘুমে মগ্ন রয়েছে। এমনিভাবে কোন বান্দা যখন বেশি কিছু তার হৃদয়ের দর্শন লাভ করে এবং তা তার সমস্ত ইন্দ্রিয় আবেগের উপর প্রাধান্য পায়, তখন সে স্বপ্ন দেখতে পায় এবং সে ধারণা করে প্রকৃতপক্ষেই সে তার দর্শন লাভ করে। এরূপ কাজও ভুলের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক ও প্রাচীনকালের যে লোকই এ দাবী করবে যে, সে স্বচক্ষে আল্লাহ্কে দেখেছ, তাহ'লে তা হবে মুসলিম বিদ্বান ও মুমিনদের ইজমা মোতাবেক স্পষ্ট ভুল।

তবে মুমিনগণ জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহ্র দর্শন লাভ করবে। অনুরূপ এটি সংঘটিত হবে ক্বিয়ামতের ময়দানে। এটি নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক অকাট্য হাদীছ সমূহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ فِى الظَّهِيْرَةِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ– 'নিশ্চয়ই তোমরা অতি তাড়াতাড়ি তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন মেঘমুক্ত আকাশে দ্বিপ্রহরের সূর্য দেখতে পাও, যেমন মেঘ মুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে চন্দ্র দেখতে পাও'।[৪] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

جَنَّاتُ الفِرْدَوْس أَرَبَعٌ: جَنَّتَان مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَحِلْيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا، وَجَنَّتَان مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَحِلْيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَّنْظُرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ–

২. *বুখারী হা/৪; মুসলিম হা/২৫৫।*
৩. *মুসলিম হা/৯৫, ২৯৩১ 'ফিতনা ও ক্বিয়ামতের আলামত' অধ্যায়।*
৪. *বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩, ৩০২।*

'জান্নাতুল ফেরদাউস চারটি। দু'টির পাত্র, অলংকার এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণ দ্বারা সুসজ্জিত। অপর দু'টির পাত্র, অলংকার ও তার যা কিছু আছে সব কিছুই রূপা দ্বারা নির্মিত। মানুষ ও আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের মাঝে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহর চেহারায় অহংকারের চাদর থাকবে'। ইমাম আহমাদ ও তাবরানী ফিল কাবীর গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا يُرِيْدُ أَنْ يُنْجِزُكُمُوْهُ، فَيَقُوْلُوْنَ: مَا هُوَ؟ أَلَمْ يَبْيَضَّ وُجُوْهُنَا وَيُثْقِلْ مَوَازِيْنُنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ، فَيَكْشِفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَمَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ، وَهِيَ الزِّيَادَةُ-

'যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন একজন আহবানকারী বলবেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে আপনাদের একটি প্রতিশ্রুতি আছে। তিনি আপনাদেরকে তা প্রদান করবেন। জান্নাতবাসীগণ বলবেন, সেটি আবার কি? আমাদের চেহারা কি উজ্জ্বল হয়নি? আমাদের আমলনামা কি ভারী হয়নি? আমাদেরকে কি জান্নাত দেননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পর্দা উঠে যাবে। তারা তাঁকে দেখবে। এমনকি তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রিয় হবে তাদের নিকট আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ।[৫] উপরোক্ত হাদীছ সমূহ ছহীহ হাদীছের গ্রন্থাবলীতে আছে। পূর্ববর্তী আলেম সমাজ ও ইমামগণ এই হাদীছগুলো গ্রহণ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এসব হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। জাহমিয়া সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারী মু'তাযিলা, রাফিযীও অনুরূপ আক্বীদাপন্থী দল উক্ত হাদীছগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালায় অথবা তাতে পরিবর্তন ঘটায়। এরাই আল্লাহ্‌র গুণাবলী, দর্শন সহ বিভিন্ন বিষয়ে জাল হাদীছ তৈরী করেছে। এই নির্গুণবাদীরাই সৃষ্টি ও সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম।

রাসূল (ছাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আখিরাতে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা এবং চরমপন্থীদের দুনিয়াতে স্বচক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখতে পাওয়ার দাবীকে সত্য বলে সাব্যস্ত করার মাঝে রয়েছে আল্লাহ্‌র দ্বীন। এই আক্বীদা বাতিল। এসব লোকদের কারো কারো দাবী যে, সে পৃথিবীতে স্বচক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখেছে। এরাও পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় পথভ্রষ্ট। যদি তারা কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অথবা সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তি বা রাষ্ট্র প্রধান কিংবা অন্য কোন ধরনের মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র আকৃতি প্রকাশ্যে দেখার কথা বর্ণনা করে, তাহ'লে তাদের পথভ্রষ্টতাকে প্রসারিত করা হবে এবং তাদেরকে কাফির বলে সাব্যস্ত করা হবে। এভাবে তারা ঐসব নাছারাদের চেয়েও পথভ্রষ্ট যারা দাবী করেছিল যে, তারা আল্লাহ্‌কে ঈসা ইবনে মারিয়ামের আকৃতিতে দেখেছে। এরা হ'ল শেষ যামানার দাজ্জালের অনুচরদের চেয়েও পথভ্রষ্ট। দাজ্জাল মানুষকে বলবে, আমি তোমাদের রব। সে আসমানকে নির্দেশ দিবে ফলে বৃষ্টি প্রবাহিত হবে এবং যমীনকে নির্দেশ দিবে ফলে শষ্য উৎপাদিত হবে। সে অনাবাদি জমিকে বলবে তোমার ভিতর প্রোথিত সম্পদ বের করে দাও, সঙ্গে সঙ্গে জমি তা বের করে দিবে।

এভাবে নবী করীম (ছাঃ) জাতিকে দাজ্জাল বিষয়ে সর্তক করে গেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ خَلْقِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِتْنَةٌ أَعْظَمَ مِنَ الدَّجَّالِ- আদম সৃষ্টি থেকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই সবুজ শালবনে যত লোমহর্ষক ঘটনার অবতারণা হবে তার মধ্যে দাজ্জালের ঘটনাই হবে সবচেয়ে বড় ফিৎনা'।[৬] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، لِيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ-

'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ছালাতের সমাপনী বৈঠকে বসে তখন সে যেন চারটি বিষয় হ'তে মুক্তির জন্য আশ্রয় চেয়ে বলে, 'হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি। কবরের সাজা হ'তে নিষ্কৃতির জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জীবন ও মরণের পরীক্ষার বিষয়ে আশ্রয় চাচ্ছি এবং মাসীহ দাজ্জালের পরীক্ষা হ'তে তোমার দরবারে আশ্রয় ভিক্ষা করছি'।[৭]

এই দাজ্জাল রুবূরিয়্যাত দাবী করবে এবং কিছু সংশয়যুক্ত বিষয় দিয়ে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবে। এই কারণে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র দাবীদার দাজ্জালের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ 'জেনে রাখ! দাজ্জাল হবে কানা, আর তোমাদের আল্লাহ কানা নন'।[৮] তিনি আরো বলেছেন, 'তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ! তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে না'। উম্মতের জন্য উপরোক্ত দু'টি প্রকাশ্য আলামত রাসূল (ছাঃ) বর্ণনা করেছেন। মানুষ সে দু'টি চিহ্নের মাধ্যমে দাজ্জাল যে মিথ্যা দাবীদার আল্লাহ, তা তারা শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। কারণ দাজ্জালের পরীক্ষায় যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা অবিচার করবে যে, সে মানুষের আকৃতিতে আল্লাহ্‌কে দেখেছে। যেমন করে বর্তমান বিভ্রান্তকারীরা আল্লাহ্‌কে দুনিয়াতে দেখার আক্বীদা রাখে। সেই পথভ্রষ্টদের নাম হ'ল সর্বেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদী।

৫. *মুসলিম হা/১৮১, ২৯৭; আহমাদ ৪/৩৩৩; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭।*

৬. *মুসলিম হা/১২৬; আহমাদ ৪/১৯।*

৭. *বুখারী হা/৮৩২; মুসলিম হা/১২৮।*

৮. *বুখারী হা/৭১৩১; মুসলিম হা/৯৫।*

তারা প্রধানত এ দু'টি ভাগে বিভক্ত। এই প্রকৃতির লোকেরা আল্লাহ্কে কতিপয় বস্তুর মধ্যে সর্বস্ব ও অদ্বৈত মনে করে। যেমন নাছারারা ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে ও চরমপন্থীরা আলী ও সমমান লোকদের মধ্যে আল্লাহ শামিল আছে বলে মনে করে। অপর কিছু লোক পীর, দরবেশ, হুযূর, শায়খদের মধ্যে আল্লাহ আছে ভাবে। অন্য কিছু লোক ভাবে রাজা-বাদশাহদের মধ্যে আল্লাহ লুকিয়ে থাকেন। নাছারাদের আক্বীদার চেয়েও এরা নিকৃষ্টতম। অপর এক শ্রেণীর সর্বেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদী সকল অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান বলে মনে করে। এমনকি তারা বিশ্বাস করে কুকুর, শুকর, অপবিত্র বস্তু সহ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। এটি জাহমিয়া সম্প্রদায় ও তাদের মতাবলম্বী এবং অদ্বৈতবাদী ইবনুল আরাবী, ইবনুল ফারিয, ইবনু সাবঈন, তিলমসানী ও বালয়ানী প্রমুখের বিশ্বাস।

সকল রাসূল, তাঁদের অনুসারী মুমিন ও আহলে কিতাবের মাযহাব হ'ল আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রব বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যকার সব কিছুর স্রষ্টা। মহা আরশের রব। সকল সৃষ্টি তাঁর। তারা তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ আসমানে আরশের উপর অধিষ্ঠিত। সৃষ্টজীব থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ তিনি তাঁর গভীর জ্ঞান, সীমাহীন শক্তি ও তুলনাহীন পরিচালনা ক্ষমতার গুণে সবার সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ–

'তিনিই ছয় দিনে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হ'তে বের হয় এবং আকাশ হ'তে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন' *(হাদীদ ৪)*।

ঐসব কাফির পথভ্রষ্টদের যে দাবী করবে আল্লাহ্কে প্রকাশ্য দেখেছে, অথবা এ দাবী করবে যে, তাঁর সাথে বসেছে, কথা বলেছে, তাঁর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছে অথবা তাঁকে মানুষ, বৃদ্ধ, বালক অথবা অনুরূপ সবার সঙ্গে আছে বলে দাবী করবে অথবা তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দাবী করবে, তারা হবে সুস্পষ্ট দ্বীনচ্যুৎ অপরাধী। তাদেরকে উপরোক্ত আক্বীদা থেকে ফিরে আসার জন্য তওবা করার জন্য সুযোগ দিতে হবে। যদি তারা তওবা করে এবং ঐ ভ্রান্ত আক্বীদা বাদ দেয় তাহ'লে ভাল। অন্যথা ইসলামী আইনে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। আধুনিক কালের এই বিভ্রান্তকারীরা ইহূদী-নাছারাদের চেয়েও বড় কাফির। ইহূদী-নাছারারা কাফির এজন্য যে, তারা বলে, মাসীহ ইবনু মরিয়ামই আল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে মাসীহ হ'ল সম্মানিত রাসূল। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাবান এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদেরও অন্যতম। সুতরাং তারা যখন এই আক্বীদা পোষণ করে ঈসা আল্লাহ এবং আল্লাহ ও ঈসা একাকার হয়েছে অথবা আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তখন তাদের কুফরী সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাদের কাফির হওয়া আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। বস্তুতঃ তারা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তারা বলেছে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার ভাষাচিত্র আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে তুলে ধরেছেন,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا–

'তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক জঘন্যতম কথার অবতারণা করছ। এতে যেন আকাশ সমূহ ফেটে যাবে, পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হবে ও পর্বত সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা রহমানের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য শোভা পায় না। আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যে বান্দা রূপে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হবে না' *(মারিয়াম ৮৮-৯৩)*।

অতএব ঐ ব্যক্তির কি হবে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাউকে আল্লাহ বলে ধারণা করে? এটা কি চরমপন্থী খারেজী মতবাদের লোকদের চেয়ে বড় কুফরী নয়? কারণ তারা তো ইসলামী দুনিয়ার অন্যতম নক্ষত্র আলী (রাঃ) অথবা বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবার ভুক্ত কাউকে আল্লাহ বলে দাবী করত। এই অপরাধে তারা দ্বীনচ্যুত হয়েছে, মুরতাদ হয়েছে। আলী (রাঃ) এদেরকে গ্রেফতার করেছেন। তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে সময় দিয়েছিলেন তওবা প্রার্থনা করার জন্য। যারা তওবা ভিক্ষা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। যারা তওবা না করে স্বীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর অটল ছিল তাদের জন্য কিনদা দ্বারে গর্ত খোড়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। নির্দেশ মোতাবেক গর্ত খনন করতঃ তার মধ্যে ঐ দ্বীনচ্যুতদেরকে রাখা হয়েছিল। তারপর তাদের উপর অবিরাম পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। সর্বশেষে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের হত্যার বিষয়ে সকল ছাহাবায়ে কেরাম একমত ছিলেন। কিন্তু হত্যার ধরন নিয়ে পরস্পর দ্বিমত ছিল। বিশিষ্ট ছাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমত ছিল আগুনে না পুড়িয়ে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হোক। আর এটাই সকল আলিমের অভিমত। আর এটি আলিমদের নিকট একটি পরিচিত ঘটনা।

[চলবে]

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

মানুষের মধ্যে সময় আবর্তিত হয়

বহুদিন আগের কথা। এক দেশে ছিল এক জমিদার। ধন-ঐশ্বর্য, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তার কোন জুড়ি ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, রামাযানের ছিয়াম পালন, ধন-মালের যাকাত প্রদান সহ ইসলামের বুনিয়াদী ফরয সমূহ তিনি যথাযথভাবে আদায় করতেন। সকাল-সন্ধ্যায় কুরআন তেলাওয়াত ছিল তার নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাস। একদা সকালে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকালে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়,

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ،

'আর আমি এ দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি' *(আলে ইমরান ১৪০)*। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা জানার জন্য মসজিদের ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম ছাহেব অল্পকথায় এভাবে ব্যাখ্যা দিলেন যে, 'কোন কোন সময় ধনী মানুষ নিঃস্ব-দরিদ্র হয়, আবার কখনো দরিদ্র ব্যক্তি বিশাল সম্পদের মালিক হয়'। কিন্তু জমিদার এই ব্যাখ্যা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারলেন না। কারণ বাব-দাদা চৌদ্দপুরুষ থেকে তাদের জমিদারী বহাল আছে, এরতো কোন পরিবর্তন হয়নি! কোন অবনতি তো দূরের কথা, দিন দিন জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ বেড়েই চলেছে। শত বিঘা জমির উপর বিশাল বাড়ি, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, আস্তাবলে ঘোড়া, সিন্ধুক ভরা সোনা-চাদির বিশাল মওজুদ, আছে হিরা-জহরত সহ মূল্যবান রত্ন। কোন আয়-উপার্জন না করে কোন লোক হাযার বছর ধরে বসে খেলেও তা নিঃশেষ হওয়ার মত নয়। সুতরাং এ সম্পদ কি নিমিষেই শেষ হয়ে একেবারে পথের ভিখারী হওয়া সম্ভব? না, বিশ্বাস হয় না জামিদারের। প্রকারান্তরে তিনি আয়াতটি কিছুটা অস্বীকার করেন। মনে মনে ভাবেন এটা কি করে সম্ভব!

ইবাদত-বন্দেগীতে যথেষ্ট আন্তরিক হ'লেও জমিদারের মনে কিছুটা অহংকার ছিল। কিছুটা বদ মেজাযীও ছিলেন তিনি। আবার কাজে-কর্মে ছিলেন একরোখা ও ভীষণ জেদী। যা করতে চাইতেন তা করে ফেলতেন। এজন্য তার কর্মচারী-কর্মকর্তারা যেমন তাকে যারপর নাই ভয় করত, তেমনি পরিবারের সদস্যরাও তার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। কারো কথায় বা পরামর্শে তিনি চলতেন না, নিজে যা বুঝতেন তাই করতেন। অনেকটা স্বৈরাচারী স্বভাবের ছিলেন তিনি। লঘুদণ্ডে কাউকে গুরু শাস্তি প্রদান, আবার মহা অপরাধেও কাউকে ক্ষমা করে দিতেন সম্পূর্ণ নিজের খেয়াল-খুশিমত। ফলে তার দ্বারা অনেক সময় নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষও নির্যাতনের শিকার হ'ত।

একদা তার এক ছেলে তীর-ধনুক নিয়ে খেলার সময় এক দরিদ্র বৃদ্ধার একটি ছাগলের গায়ে তীর বিদ্ধ হয়ে ছাগলটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। বৃদ্ধা বিচারপ্রার্থী হয়ে জমিদারের দরবারে আসে। জমিদার ছেলেকে ডেকে ঘটনা জিজ্ঞেস করেন। ছেলে উল্টো অভিযোগ করে যে, খোলামাঠে এভাবে ছাগল না থাকলে তো মরতো না। জমিদার ছেলের কথায় সায় দিয়ে বৃদ্ধার ছাগলের মূল্য না দিয়ে খোলামাঠে ছাগল ছেড়ে দেয়ার অপরাধে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। বৃদ্ধা আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করে, আল্লাহ! তুমি এর বিচার করো!

একবার জমিদারের নায়েবের ছেলে ও জমিদারের ছেলের মধ্যে ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় নায়েবের ছেলে বিজয়ী হয়। পক্ষান্তরে জমিদারের ছেলে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়। সুস্থ হয়ে সে নায়েবের ছেলেকে বেদম প্রহার করে এবং তার ঘোড়াটাকেও মেরে ফেলে। নায়েব জমিদারের কাছে বিচার দিলে তিনি তার কোন বিচার না করে উল্টো নায়েবকে বলেন, আমার ছেলের বিরুদ্ধে আমার কাছে বিচার দিতে তোমার বাঁধল না। আমার খেয়ে, আমার পরে আমার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ? একটু মেরেছে তো কি হয়েছে? মরেতো যায়নি! যাও চিকিৎসা করাও ভাল হয়ে যাবে। নায়েব একবুক ব্যথা নিয়ে অতিকষ্টে বাড়ি ফিরে আসে। আল্লাহ্‌র কাছে কেঁদে কেটে দো'আ করে, আল্লাহ! তুমিই ন্যায়বিচারক। এই যুলুমের সুষ্ঠু বিচার তোমার কাছে প্রত্যাশা করছি। তুমি এর বিচার করো!

জমিদারের ছিল শিকারের প্রবল নেশা। তিনি একদিন ঘটা করে তার লোকজন নিয়ে গভীর অরণ্যে শিকারের উদ্দেশ্যে যান। ৪/৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও তেমন কোন শিকারের সন্ধান না পেয়ে বনের আরো গভীরে চলে যান। পথিমধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়। জমিদার তার লোকজন থেকে আলাদা হয়ে পড়েন। এক একজন একেক দিকে ছুটে যায় প্রাণ বাঁচাতে। ফলে কারো সাথে কারো কোন যোগাযোগ থাকে না। সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জমিদারও দৌড়াতে দৌড়াতে অন্য রাজার দেশে চলে যান। ঘটনাক্রমে ঐদিন রাজার বাড়িতে ডাকাতি হয়। খোয়া যায় অনেক মূল্যবান জিনিস।

এদিকে রাজ্যের পাইক-পেয়াদা, সৈন্য-সামন্তরা ডাকাত দলের খোঁজে প্রতিটি এলাকা বন-বাঁদাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে তারা ঐ জমিদারকে বনের এক পাশে পেয়ে, তাকেই ধরে নিয়ে যায়। গায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ দামী হ'লেও তাতে ময়লা-আবর্জনা লেগে আছে। উসখো-খুশখো চুল, বিবর্ণ চেহারা। মুখে আভিজাত্যের ছাপ থাকলেও অন্ধকারে তা কেউ খেয়াল করেনি। তাকেই ডাকাত মনে করে ধরে নিয়ে যায়। ফেলে রাখে কয়েদখানায়। পরদিন সকালে রাজা ডাকাত বলে ধৃত জমিদারকে দেখতে আসেন। তাকে দেখে রাজার মনে ধাক্কা লাগে এতো ডাকাত হ'তে পারে না? ঘুমিয়ে ছিল বলে তাকে রাজা ডাকতে নিষেধ করেন। ঘুম ভাঙ্গলে জমিদার অজুর পানি চান। তিনি অযূ করে ছালাত আদায় করে ভাবতে থাকেন আমি এখানে কেন? তিনি আস্তে আস্তে মনে করতে থাকেন। শুধু তাঁর মনে পড়ে যে, তিনি শিকারে বের হয়েছিলেন এবং ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

জমিদার রক্ষীদের প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, তাকে ডাকাত হিসাবে ধরে আনা হয়েছে। তিনি তখন রাজার সাথে দেখা করতে চান। রাজার দরবারে তাকে আনা হ'লে তিনি ঘটনা খুলে বললেন। আর রক্ষীর কাছে তার ছালাত আদায়ের কথা শুনে রাজা ভাবলেন এ লোক ডাকাত হ'তে পারে না। রাজা তাকে ছেড়ে দেন। এদিকে জমিদার বাড়ি এসে দেখে তার বাড়ির অধিকাংশ নদীভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেছে, বাসভবন ধসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আর কেউ বেঁচে নেই। ধন-ভান্ডারও নদীগর্ভে বিলীন। নায়েব, পাইক, পেয়াদা কে কোথায় আছে কারো হদিস নেই। জমিদার মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত ছালাত আদায় করে নিজের অতীত-বর্তমানের কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ে কুরআনের ঐ আয়াতের কথা وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، জমিদার কেঁদে কেটে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করেন। নিজের ভুলের জন্য, কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান।

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কবিতা

যেখানে ইসলাম নেই

- মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলাম
রুদ্রেশ্বর, লালমণিরহাট।

যেখানে ইসলাম নেই-
জাতি সেখানে দুর্দশার অতলে নিমজ্জমান
অন্ধকার মুক্তির পথকে করে রেখেছে অবরুদ্ধ
সচেতন জনগণ আজও রয়েছে ক্ষুব্ধ।
দেশ সেখানে পায়নি পরাধীনতার পরিত্রাণ।
যেখানে ইসলাম নেই-
জাতি সেখানে নাবিকহীন জাহাজের মত অপেক্ষমান,
প্রাণহীন ছবির মত নিশ্চল
ঝরায় শুধু চোখের জল।
দেশ সেখানে পায়নি স্রষ্টার কোন প্রতিদান।
যেখানে ইসলাম নেই-
জাতি সেখানে নেতৃত্বহীনতায় বিভ্রান্ত,
ভেঙ্গে যায় জনতার ধৈর্যের বাঁধ
তারা মুক্তির নেশায় উন্মাদ।
যেখানে ইসলাম নেই-
জাতীয় নেতৃত্ব সেখানে আদর্শচ্যুত,
চিত্রের মত স্থির
নয় কোন মহাবীর।
ঐতিহ্য অবনতির দিকে যাচ্ছে দ্রুত।
যেখানে ইসলাম নেই-
সেখানে প্রয়োজন সুযোগ্য কর্ণধার,
ইসলামের সোনালী অতীত
এখনও রয়েছে অপসৃত।
তাই দায়িত্ব কাধে নিয়ে হ'তে হবে সোচ্চার।

সালাম তোমায়

- মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

ক্বায়েম করতে আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবন বিধান
হিমাদ্রির চাইতেও দৃপ্ত শপথে হয়ে বলীয়ান,
দুর্বার গতিতে চলেছ তুমি রেখেছ জীবন বাজি
বাতিল উৎখাতে তোমার বড়ই প্রয়োজন আজি।
সামনে শুধু রিযামন্দী আল্লাহ্‌র, নাই কোন পিছুটান,
আল্লাহ্‌র দ্বীন করতে গালিব সবকিছু কুরবান।
নও তুমি সন্ত্রাসী হীনমনা, তুমিতো উদার
তুমিই হলে মুক্তির দূত বিশ্ব মানবতার।
তাইতো তোমায় লাখো সালাম হে মুজতাহিদ!
লোভ-লালসা পদানত করে হয়েছে তোমার জিত।
দুনিয়ার মোহ পঙ্কিলতা করতে পারেনি তব গ্রাস,
দু'নয়নে স্বপ্ন তোমার চিরতরে বাতিল করতে নাশ।
পশুর মত জাবরকাটা নয়তো তোমার অভিলাষ,
হৃদয়জুড়ে শাহাদতের তামান্না আর অগাধ বিশ্বাস।
ভয় কি তোমার! বুকে যে আল্লাহ্‌র কালাম,
তাইতো নিভৃত পল্লী হ'তে আবারো তোমায় লাখো সালাম।

গর্বিত বাংলাদেশী

- মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার, দৌলতপুর, খুলনা।

আমি স্বজাতির মধ্যে
বিজাতীয় আচরণ দেখেছি
অবিশ্বাস ও অসহিষ্ণুতা
প্রত্যক্ষ করেছি পুরোটা সময়।
সহস্র জোড়া হাতকে ভ্রাতৃরক্তে
রঞ্জিত হ'তে দেখেছি
অবাক বিস্ময়ে!
পরিশেষে পেয়েছি সময়ের মুক্তি
বিশ্বের কনিষ্ঠতম মানচিত্র
যা ছিল কাংখিত একান্তভাবে,
সাথে সাথে ভাবতে শিখেছি
আমি একজন গর্বিত বাংলাদেশী।

সরল পথের যাত্রী

- মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
ডিমলা, নীলফামারী।

সরল পথে চলেন যারা
তারা দ্বীনের যাত্রী,
তাদের পথে নেমে আসে
আঁধার কালো রাত্রি।
রুখে দাঁড়ায় এদের পথে
বদর ওহোদ কারবালা,
রক্ত দিয়ে করতে হয় তাই
বাতিল শক্তির মোকাবেলা।
সরল পথের পথিকেরা
পায় না কভু ভয়,
জোর কদমে এগিয়ে চলেন
আনতে দ্বীনের জয়।

রক্তঝরা স্বাধীনতা

- আহমাদ শহীদুল মুলক
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

রক্তঝরা আমাদের এই স্বাধীনতা
দায়িত্ব মোদের সবার একে রক্ষা করা।
অকুতোভয় বাংলাদেশীরা তাদের প্রাণ বাজি রেখে
বিরত্বের সাথে এনেছে ছিনিয়ে তাদের এই স্বাধীনতা।
পাক-হানাদারদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কবল থেকে,
দেশের সহজ-সরল মানুষদের মুক্ত করতে
ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এদেশের আপামর জনতা
করেছে যুদ্ধ অস্ত্র তুলে নিয়ে হাতে।
রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি কেবল,
অর্থনৈতিক মুক্তি এখনো আসেনি মোদের।
অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন,
একথা আজ মানতে হবে সকলের।
উন্নয়নের জোয়ার হয়েছে শুরু দিকে দিকে,
গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ও কলকারখানাতে।
সকলকে আমাদের এক হয়ে করতে হবে কাজ
এদেশের ভূখা-নাঙ্গা মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে।
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে
দূর হবে আমাদের যত সমস্যা।
দেশের মানুষ সুখে-শান্তিতে ঘুমাতে পারলেই
সার্থক হবে আমাদের এই রক্তঝরা স্বাধীনতা।
***

সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতাঃ বিলুপ্তপ্রায় দু'টি ছিফাত

*শরীফা বিনতু আব্দুল মতীন**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিণতিঃ

বেশী কথায় কোন কল্যাণ নেই; বরং নানামুখী সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ওমর (রাঃ) বলেন, مَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ، 'বাচাল ব্যক্তির স্খলন অধিক'।[১৯] ঝগড়া-ফাসাদ প্রভৃতি সমস্যার নিরসনে সত্যবাদিতার ন্যায় উত্তম সমাধানদাতা আর নেই। এটি ছাপিয়ে যাওয়ার কারণে বহু ঘটনা-দুর্ঘটনা আড়ালে থেকে যাচ্ছে, গোপন থেকে যাচ্ছে হাযারো ঘটনার অজানা রহস্য, লুকায়িত থেকে যাচ্ছে কত না নির্যাতিতের অশ্রুসিক্ত কাহিনী। ফলে দীর্ঘশ্বাস একদিকে যেমন মাযলূমের চোয়াল চেঁপে ধরছে, অপরদিকে তেমনি কোর্ট-কাছারির দফতরগুলোও মামলার বোঝা বইতে বইতে বেসামাল হ'তে চলেছে।

আল্লাহপাক সততাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি বলেন,

فَلاَتَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُ أَوْتُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا–

'তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(নিসা ১৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ–

'যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে, সে প্রকৃত মুনাফিক। আর যার মধ্যে তার কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব আছে বলা হবে। (স্বভাবগুলো হচ্ছে) যে আমানতের খেয়ানত করে, কথায় কথায় মিথ্যা বলে, চুক্তি বা ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়ায় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে'।[২০]

* কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

১৯. *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ, ১/৬৬ পৃঃ*।

২০. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬১*।

উল্লেখ্য, হাদীছে বর্ণিত মুনাফেকীর প্রতিটি স্বভাবই হৃদয়ের বিস্তৃত আঙ্গিনার বহির্গমন পথ জিহ্বার সাথে জড়িত। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ৩টি স্বভাব সত্যবাদিতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং কথাবার্তার সময় সচেতনতা রাখা প্রয়োজন যেন মিথ্যা আমাদেরকে পাকড়াও না করে। কারণ জাহান্নামে মুনাফিকের স্থান কাফেরেরও এক স্তর নীচে।

সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায়ই ছাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছে? কেউ দেখে থাকলে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে উপস্থাপন করতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরকালীন শাস্তি বিষয়ক একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি পাপিষ্ঠদের নানা রকম শাস্তির দৃশ্য দেখেন। তন্মধ্যে একজনের বিবরণ হচ্ছে- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফেরেশতাদ্বয়ের সাথে এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। সে ঘাড় বাঁকা করে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি তার কাছে লোহার ধারাল আংটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার চেহারার এক দিক থেকে তার মাথা, নাক ও চোখকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। পুনরায় তার মুখমণ্ডলের অপরদিক দিয়েও প্রথম দিকের মত মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরছে। চেহারার দ্বিতীয় পার্শ্বের চেরা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রথম পার্শ্ব পূর্ববৎ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় লোকটি এপাশে এসে আবার আগের মত চিরছে'। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শাস্তিপ্রাপ্ত লোকগুলোর ব্যাখ্যা ফেরেশতাদ্বয় প্রদান করেছেন। তারা বলেন, যে ব্যক্তির নিকট দিয়ে আপনি এসেছেন, তার মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত লোহার ধারাল আংটা দিয়ে চিরে দেয়া হচ্ছে, সে সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েই এমন সব মিথ্যা কথা বলত যা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত'।[২১]

আমাদের মনে হয় ঐ সব মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে হাল যামানার এক শ্রেণীর সাংবাদিকরা শামিল হওয়ার অগ্রাধিকার (?) রাখেন। কারণ পত্রিকার পাতায় তারা যা ছড়িয়ে দেন ভোর বেলায়ই তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদপত্রের পাতায় রকমারী মিথ্যার চটকদার সংবাদ পরিবেশন করে তারা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকেন। এভাবে অভিনব সংবাদ পরিবেশন করা হ'তে তারা বিরত না হ'লে জাহান্নামের ঐ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ঘাড় বাঁকিয়ে শুয়ে থাকার জন্য অপেক্ষা করুন। উক্ত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে সংশোধিত হ'তে হবে। আর পার্থিব জীবনই সংশোধনের একমাত্র সময়।

করণীয়ঃ

সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতা ছিফাত দু'টির মাধ্যমে যে মুমিনের ঈমান সজ্জা প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২১. *বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২*।

সেই সাথে কিছু বদ অভ্যাসও বাদ দিতে হবে যাতে ছিফাত দু'টি পরিপূর্ণতা লাভ করে ও সুদৃঢ় হয়। যেমন-

(১) **শ্রুত বিষয় যাচাইবিহীন প্রচার না করাঃ** শ্রুত বিষয় যাচাইবিহীন প্রচার করার বিষয়টি সমাজে তীব্র সমস্যার সৃষ্টি করছে। অপর মুসলিম ভাই সম্পর্কে ভাল-মন্দ যেকোন মন্তব্য হোক তা অন্যত্র প্রচার করার পূর্বে এর সত্যতা যাচাই করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ–

'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়'।[২২]

(২) **ভান করা থেকে বিরত থাকাঃ** জানা বিষয়ে অজানার অথবা অজানা বিষয়ে জানার ভাবমূর্তি ধারণ করা হচ্ছে ভান করা। মাসরূক্ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, হে লোকেরা! কারো কোন কিছু জানা থাকলে তাই তার বলা উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তির জানা নেই সে যেন বলে, আল্লাহই সর্বজ্ঞ। কেননা যে সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে 'আল্লাহ সর্বজ্ঞ' বলাই তার জ্ঞানের পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ছাঃ)-কে বলেছেন, 'হে নবী! তাদেরকে বলুন, এই দ্বীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই'।[২৩]

(৩) **অঙ্গীকার পালন করাঃ** অঙ্গীকার রক্ষা সত্যবাদিতা রক্ষার অন্যতম একটি উপায়। আল্লাহপাক বলেন, وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلاً– 'তোমরা ওয়াদা পূর্ণ করো। কেননা ওয়াদার ব্যাপারে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে' *(বাণী ইসরাঈল ৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِكُلِّ غَادِرٍ عِنْدَ اِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَغَادِرِ أَعْظَمُ غَدْرًا مِّنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ– 'প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য ক্বিয়ামতের দিন তার দুই নিতম্ব বরাবর একটি পতাকা উত্তোলিত করা হবে। তার বিশ্বাসঘাতকতার মাত্রা অনুযায়ী তা উপরে তুলে ধরা হবে। সাবধান! রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ হবে না'।[২৪]

(৪) **আত্মমর্যাদাবোধ বর্জন করাঃ** Prestige বা আত্মমর্যাদাবোধ অনেক সময় সততার মুখ বাঁকিয়ে দেয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা বংশীয় ঐতিহ্য প্রকাশে আগ্রহী ব্যক্তির সত্যবাদিতা এভাবে হরহামেশাই লংঘিত হয়ে থাকে। স্বকীয়তা তুলে ধরতে এ জাতীয় বাক্য ব্যয় অনর্থক মিথ্যার পর্যায়ে পড়ে।

মুমিনের ওজস্বী হওয়া প্রয়োজন আছে। তবে যে আত্মমর্যাদাবোধ কল্যাণ থেকে বিমুখ করে রাখে, সে ধরনের আত্মমর্যাদাবোধ অবশ্যই বর্জনীয়।

(৫) **অধিক ওয়াদা করা হ'তে বিরত থাকাঃ** অধিক পরিমাণে ওয়াদা করার অভ্যাস পরিহার করা উচিত। সর্বদা ওয়াদা করতে থাকলে কয়টাই বা পালন করা সম্ভব হয়? আল-আদাবুশ শরঈয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে-

قَالَتِ الْحُكَمَاءُ: مَنْ خَافَ الْكِذْبَ أَقَلَّ الْمَوَاعِيْدَ، وَقَالُوْا أَمْرَانِ لاَيَسْلِمَانِ مِنَ الْكِذْبِ: كَثْرَةُ الْمَوَاعِيْدِ وَشِدَّةُ الْاِعْتِذَارِ–

'বিজ্ঞজনেরা বলেন, যে মিথ্যাকে ভয় করে সে ওয়াদা কম করে। তারা আরো বলেন, দু'টি কাজ মিথ্যা থেকে নিরাপদে থাকতে পারে না। অধিক পরিমাণে ওয়াদা করা ও বেশী বেশী ওযর পেশ করা'।[২৫]

(৬) **ক্রোধ সংবরণ করাঃ** রাগের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অতি কষ্টসাধ্য কাজ। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কথা বা কাজে প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে এই উত্তম ব্যক্তির জন্য হাদীছে জান্নাতের মধ্যস্থানে প্রাসাদ নির্মাণের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রোধ দমনের উপায় প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে- মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে পরস্পরকে গালিগালাজ করে। এমনকি তাদের একজনের চেহারায় ক্রোধের ছাপ ফুটে ওঠে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি এমন একটি দো'আ জানি, যদি এ লোকটি তা উচ্চারণ করত, তবে অবশ্যই তার ক্রোধ দূর হয়ে যেত। তা হ'ল- أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই'।[২৬]

(৭) **রসিকতা বর্জন করাঃ** অনেক রসিক মানুষ আছে তারা মানুষকে অনর্থক হাসানোর জন্য নানা ধরনের হাস্যকর কথা বলে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক সময় রসিকতা করেছেন। কিন্তু তিনি সত্য কথার মাধ্যমে কৌতুক করতেন।[২৭] এছাড়াও বহুবিদ বিষয় রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতা হাছিল করা যায়।

২২. *মুসলিম, তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/১৫৬, ১/৫৫ পৃঃ।*
২৩. *ছোয়াদ ৮৬; বুখারী, রিয়ায, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৭।*
২৪. *মুসলিম, রিয়ায, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯১।*
২৫. *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ, ১/৬৯ পৃঃ।*
২৬. *ছহীহ তিরমিযী, হা/৩৬৯৬; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৭৮১, সনদ ছহীহ।*
২৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৮৪; মিশকাত, 'কৌতুক' অধ্যায়, ৯/১০১-১০৫।*

কিছু ব্যতিক্রমঃ

শরী'আতের বিধান মোতাবেক মিথ্যা বলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। তবে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্র আছে যেগুলোতে মিথ্যা বলার অনুমতি আছে। উদ্দিষ্ট কাজটি জায়েয হ'লে মিথ্যা ব্যতীত যদি তা অর্জিত না হয়, তবে সেক্ষেত্রে মিথ্যা জায়েয, ওয়াজিব হ'লে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ليس الكذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاس وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَّيَنْمِى خَيْرًا– 'যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, সে মিথ্যাবাদী নয়। মূলতঃ সে ভাল কথা বলে এবং ভাল কথাই আদান-প্রদান করে'।[২৮]

উম্মু কুলছূম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি ক্ষেত্রে চতুরতা অবলম্বনের অনুমতি দিয়েছেন। (১) যুদ্ধে কৌশল অবলম্বনের ব্যাপারে (২) লোকের বিবাদ মিটিয়ে সন্ধি স্থাপনে (৩) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর কথোপকথনে' *(মুসলিম)*।

আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের সময় বলেছিলেন। তিনি বলেন, 'যখন তারা উভয়ে [রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)] বের হয়ে গেলেন, আমাদের নিকট আবু জাহল সহ কুরাঈশদের একটি দল আগমন করে। তারা আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়ির দরজার নিকট দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর আমি (আসমা) তাদের দিকে এলে তারা বলে, তোমার পিতা কোথায়? আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি জানিনা আমার পিতা কোথায়? অতঃপর নরাধম আবু জাহল হাত উঁচিয়ে আমার গালে সজোরে এমন এক থাপপড় মারে যে, আমার কানের দুলটি ছিটকে পড়ে যায়। অতঃপর তারা প্রত্যাবর্তন করে'।[২৯] অথচ ইতিপূর্বে তিনি হিজরতের অভিযাত্রীদ্বয়ের সামানপত্র নিজ হাতে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমরা ত্বরা করে তাদের সফরের সম্বল তৈরী করি এবং তা একটি থলেতে পুরে দেই। আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) তার কোমরবন্ধ (বেল্ট জাতীয় পরিধেয়) থেকে এক টুকরা ছিঁড়ে নিয়ে থলের মুখ বেঁধে দেন। এ কারণে তাঁর নাম হয় 'যাতুন নিতাক্বাইন' বা 'দু'কোমর বন্ধের অধিকারিণী'।[৩০]

একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য বলতে হবে। আবার তাঁরই উদ্দেশ্যে কখনো মিথ্যা বলতে হ'তে পারে। কিন্তু ঠুনকো অজুহাতে সততাকে ভুলে গেলে শুধু মুনাফেকীই হবে। কারণ ইসলামের সূচনালগ্নের নবদীক্ষিত মুসলিমগণ যদি নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য সাময়িক মিথ্যা বলতেন, তাহ'লে হয়ত তারা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতেন। কিন্তু তাবৎ বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অনুস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হ'তে পারতেন না। ঈমানের তেজে দীপ্তমান হয়ে আমাদেরকেও তাই তাদের জীবনকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহারঃ

দুর্নীতির মারাত্মক ভাইরাসে আক্রান্ত জাতির উপর মিথ্যা জেঁকে বসেছে। মিথ্যার দুর্দান্ত ঐ অশুভ ঘাঁটিকে ইসলাম নামের বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া না হ'লে দেশে সুনীতি স্থাপন তো সম্ভব নয়ই অগ্রগতিও সম্ভব নয়। সুতরাং দেশের উদ্যানে সত্যবাদিতার গোলাপের প্রস্ফুটন এখন সময়ের দাবী। মিতভাষিতা শান্তি-শৃংখলার অনেক অংশ জুড়ে আছে বললে মন্দ হয় না। এটি যেমন ইসলামকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তেমনি মানুষের ওজস্বিতা বাড়িয়ে দেয়। তেজোদীপ্ত বীর মুসলিমের জন্য যে এটি আবশ্যক তা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ এটি ব্যতীত নেতৃত্ব মর্যাদা লাভ করতে পারে না এবং কক্ষনোই স্থায়ী হয় না। আমাদের নিজেদেরকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে তৈরী করার জন্য বিষয়গুলোর প্রতি দৃকপাত করা যরূরী। আল্লাহ পাকের বারগাহে মিনতি তিনি আমাদেরকে উৎকৃষ্টতর লোকদের দলভুক্ত করুন, যাদের নিকট মানুষ কল্যাণের আশা করতে পারে এবং যাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। আমীন!!

২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৬১৪, ৯/৮১।*
২৯. *ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃঃ ৫১।*
৩০. *তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫০।*

ভর্তি চলিতেছে! ভর্তি চলিতেছে!! ভর্তি চলিতেছে!!!

হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা

শুকুলপট্টি, নাটোর

(আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যক্রম সহ আদর্শ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

আবাসিক/অনাবাসিক

ভর্তিঃ শিশু শ্রেণী হ'তে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত।
বিভাগঃ হিফযুল কুরআন, কিতাব বিভাগ কেজি সহ কম্পিউটার বিভাগ।

মাদরাসার বৈশিষ্ট্যঃ

* আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত উন্নততর শিক্ষা পদ্ধতি।
* বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
* ইংরেজী ও আরবী ভাষায় কথোপকথনের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
* সকল বিষয়ের যোগ্য, অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
* শহরের কোলাহলমুক্ত, পাকারাস্তা সংলগ্ন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত নিজস্ব ভবন।

ভর্তি কার্যক্রমঃ হেফযুল কুরআন বিভাগে ভর্তি চলছে। কিতাব বিভাগে ১ জানুয়ারী'০৮ থেকে ২০ জানুয়ারী'০৮ অফিস চলাকালীন সময় ভর্তি চলবে।

বিঃ দ্রঃ আসন পূর্ণ না হ'লে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তীতেও ভর্তি করা যেতে পারে।

যাতায়াতঃ নাটোর পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ড হ'তে রিক্সা যোগে শুকুলপট্টি সালাফিয়া মাদরাসা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

অধ্যক্ষ
হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা
শুকুলপট্টি, নাটোর।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৯৪৫৩৮০, ০১৭১২-৪০৬৮২৬।

Contents

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় এবং ৬৬১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়।
২। আলী (রাঃ)।
৩। ওছমান (রাঃ)।
৪। আবুবকর (রাঃ)।
৫। আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (চিকিৎসা বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। ২। আমাশয়।
৩। অন্ত্রে। ৪। ভাইরাস থেকে। ৫। ভাইরাস।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সর্ববৃহৎ)

১। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কোন্টি?
২। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত কোন্টি?
৩। পৃথিবীর বৃহৎত্তম দ্বীপ কোন্টি?
৪। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মরুভূমি সাহারা কোথায় অবস্থিত?
৫। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি এবং উচ্চতা কত?

** সংগ্রহেঃ আহমাদ সাঈদ আল-আশিক*
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ক্যাম্পাস।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক)

১। সমুদ্র বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় কখন?
২। ঋতু পরিবর্তনের সাথে যে বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় তাকে কি বলা হয়?
৩। নিরক্ষীয় অঞ্চলের পানি কোন প্রকৃতির?
৪। মেরু অঞ্চলের পানি কি ধরনের?
৫। লবণাক্ত পানি মিঠা পানি অপেক্ষা কেমন?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

স্বাধীন মানুষ

মুহাম্মাদ যাকওয়ান হুসাইন
সোনাতলা, বগুড়া।

আমরা সবাই স্বাধীন মানুষ
গড়ব সুন্দর ভুবন,
আল্লাহ্কে মেনে চলব
কাটাব সুখে জীবন।
দ্বীনের হুকুম না মেনে
করছি কেন ফাসাদ,
আল্লাহ ছাড়া করছি কেন
গায়রুল্লাহ্র ইবাদত?
যাচ্ছি কেন ভুল পথে
সঠিক পথ ছেড়ে,
নিচ্ছি কেন মুসলমানদের
জন্মভূমি কেড়ে?
এসো মোরা সবাই মিলে
করি এর প্রতিবাদ,
আছে যত কুসংস্কার
করে দেই বরবাদ।

শিশু শ্রম

আবু রায়হান
সোনাবাড়িয়া দাখিল মাদরাসা
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

লেখাপড়া বাদ দিয়ে
শিশুরা করছে কত কষ্ট,
সুন্দর জীবন তাদের
হচ্ছে ক্রমশ নষ্ট।
অভাবের কারণে শিশুরা
কত কষ্ট করে,
দু'মুঠো ভাতের জন্য
রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে!
তাদের হওয়া উচিত ছিল
স্কুল প্রেমিক
তা না হয়ে হচ্ছে তারা
কলকারখানার শ্রমিক।
ফুলের মত ছোট্ট শিশু
করছে কত কাজ,
তার ছোট্ট কচি হাতে
মানায় কি এই সাজ?
শিশুশ্রম বন্ধ করতে
সঠিক উদ্যোগ চাই,
শিক্ষার জন্য
সকল শিশুকে স্কুলে পাঠাই।
***

তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী

নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

এখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের বই-পুস্তক, খ্যাতনামা বক্তাদের ওয়াজের ক্যাসেট, ইসলামী গানের ক্যাসেট এবং যাবতীয় ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা

মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান
তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী
নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।
মোবাইলঃ ০১৭২৭৩৭৫৭২৪।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ট্রান্স এশিয়ান রেলে যুক্ত হ'ল বাংলাদেশ

এশিয়া এবং ইউরোপের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপনের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করল বাংলাদেশ। এর ফলে বিশ্বায়নের পুরো সুযোগকে কাজে লাগানোর পথও সুগম হবে বলে মনে হচ্ছে। গত ৯ নভেম্বর জাতিসংঘ সদর দফতরে বাংলাদেশের পক্ষে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ইসমত জাহান। ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮১ হাযার কিলোমিটার। এই রেলওয়ে নেটওয়ার্কে এশিয়া ও ইউরোপের মোট ২৮টি দেশকে সংযুক্ত করবে। ৪টি করিডোরের মাধ্যমে এই রেলওয়ে নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এর দক্ষিণ এশীয় করিডোরের আওতায় সংযুক্ত হবে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল ইতিপূর্বে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। পাকিস্তান এখনও স্বাক্ষর করেনি। এশিয়ার মোট ২০টি রাষ্ট্র এ পর্যন্ত স্বাক্ষর করেছে। অপর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, চীন, ইরান, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, কাজাখস্তান প্রভৃতি। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ এসকাপের আওতায় একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে রেল যোগাযোগের এই ঐতিহাসিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হ'তে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসকাপ) ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

মোবাইল ফোনে সেচের পাম্প চালু ও বন্ধ করা যায়

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপযেলার খলিসাকুণ্ডি ইউনিয়নের মৌবাড়িয়া গ্রামের ইলেকট্রিশিয়ান গিয়াছুদ্দীন 'সাউন্ড ম্যাগনেটিক কন্টাক্ট' নামে একটি যন্ত্র তৈরী করেছেন। এ যন্ত্রটি সিমকার্ডসহ একটি মোবাইল ফোন ও অল্প কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরী। পাম্প ঘরে মোটর চালু করার জন্য যে স্টার্টার আছে, তার ভেতরে ঐ যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়। অন্য কোন মোবাইল থেকে যখন যন্ত্রটির মোবাইল নম্বরে কল দেয়া হয়, তখন ঐ যন্ত্র থেকে তা ২২০ ভোল্টের লাইনে আঘাত করে একটি স্প্রিংয়ের মাধ্যমে সুইচ অন হয়ে যায়। যন্ত্রটির ভেতরে থাকা সিমকার্ডের নম্বরে কল করলে কল রিসিভ না হয়েই একটি শব্দ হয়ে মেশিন চালু হয়। আবার মেশিন চালু অবস্থায় কল দিলে একইভাবে মেশিনটি বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে এ যন্ত্রের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের পাম্প ইচ্ছামত দূর থেকে চালু করে জমিতে সেচ দিচ্ছেন। সেচ দেয়া শেষ হ'লে ঐ যন্ত্র দিয়েই বন্ধ করছেন পাম্প। শুধু পাম্পই নয়, তার উদ্ভাবিত ঐ যন্ত্র দিয়ে যেকোন দূরত্বে থাকা বৈদ্যুতিক যন্ত্রও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যন্ত্রটি তৈরী করতে তার ব্যয় হচ্ছে আনুমানিক ছয় হাযার টাকা। যন্ত্রটি অল্প মূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা গেলে কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮০ সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে যেসকল ছাত্র-ছাত্রী ফাযিল/কামিল শ্রেণীতে দুই বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তাদের (২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য) পরীক্ষা মাদরাসা বোর্ড গ্রহণ করবে। অপরদিকে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে যেসকল ছাত্র-ছাত্রী ৩ বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তাদের পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবে। ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত যে সকল ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হবে, তাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ কার্যকর থাকা পর্যন্ত তাদের পরীক্ষাগুলো মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে ৩০% মহিলা কোটায় সংশোধনী

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বিষয়টি স্পষ্ট করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পূর্বে জারীকৃত তিনটি পরিপত্রের আদেশ বাতিল করে নতুন আদেশ জারী করেছেন। গত ১ নভেম্বর স্বাক্ষরিত স্মারকে বলা হয়েছে, ৩০% মহিলা কোটায় শিক্ষিকা নিয়োগে পর পর দু'বার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শুধু মহিলা শিক্ষক চাইতে হবে। দুই দফায় মহিলা শিক্ষিকা না পেলে তৃতীয় দফায় বিজ্ঞাপনে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকদেরকে আবেদন করতে বলতে হবে। তৃতীয় দফায়ও যদি মহিলা শিক্ষিকা না পাওয়া যায়, তাহ'লে জনবল কাঠামো অনুযায়ী পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে দরখাস্ত করতে ১৫ দিন সময় দিতে হবে।

স্মারকে উল্লেখ করা হয় প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সুপার ও সহকারী সুপার পদে ৩০% মহিলা কোটা প্রযোজ্য নয়।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি চুয়াত্তরের পর্যায় ছাড়িয়ে গেছে

বর্তমানে মানুষের জীবনযাপনে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে দ্রব্যমূল্য। সমাজের অধিকাংশ মানুষ হিমশিম খাচ্ছে নিত্যদিনের ব্যয় মেটাতে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির এই হার '৭৪-এর পর্যায়কে অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থায় দেশের পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় ১৯৭৪ সালে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। বর্তমানে ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগের উপরে। এ হিসাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির বর্তমান হার '৭৪-এর পর্যায়কে অতিক্রম করেছে। 'কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব)-এর এক গবেষণায় দেখা যায়, গত ১০ মাসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে প্রায় ৪৮.১৩ ভাগ। যা ১৯৭৪-এর পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হারের তুলনায় ৮.১৩ ভাগ বেশী।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ অনুমোদনঃ

দেশব্যাপী দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে দেরীতে হ'লেও নীতিগতভাবে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ

২০০৭' অনুমোদন করেছে সরকার। দশটি অধ্যায় এবং ৮৩টি ধারা সম্বলিত আইনটির প্রস্তাবে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে তিন বছরের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি তদারকি করার জন্য ২১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয়ভিত্তিক একটি পরিষদ গঠনের কথাও বলা হয়েছে এতে। এ কমিটির প্রধান হবেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কিংবা সমপদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা। গত ১১ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অধ্যাদেশটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়।

সিডরের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড দেশঃ বিধ্বস্ত জনপদে শুধু হাহাকার

প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে দেশের অধিকাংশ এলাকা। বৃহত্তর খুলনা-বরিশাল অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাসহ সুন্দরবনের উপর দিয়ে ২২০-২৪০ কিলোমিটার গতিবেগে তাণ্ডব চালিয়েছে হারিকেনের ক্ষিপ্রগতি ও শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়টি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বরগুনা। সিডরের তাণ্ডবে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা প্রায় ১০ হাযারে দাঁড়িয়েছে। হতাহত হয়েছে হাযার হাযার লোক। দুই লক্ষাধিক ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উঠতি আমন, রবিশস্য, শীতকালীন নানা ফসল, গাছপালাসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে কৃষি ক্ষেত্রে। দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে এ ঘূর্ণিঝড়ের। প্রায় ২০ হাযার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিক হিসাবে জানা গেছে। উপকূলীয় এলাকাগুলোতে চলছে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় ও চিকিৎসার জন্য হাহাকার। খাবার পানির অভাবে দেখা দিয়েছে ডায়রিয়াসহ নানা ধরনের পেটের পীড়া। গৃহহীন মানুষ খোলা আকাশের নীচে কিংবা আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। জনগণ চেয়ে আছে ত্রাণের দিকে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় সরকার যথাসাধ্য মানুষের দোরগোড়ায় খাদ্য সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পৌঁছিয়ে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ত্রাণ সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে।

উল্লেখ্য, গত ১৫ নভেম্বর সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট থেকে গলাচিপা সংলগ্ন বলেশ্বর তেঁতুলিয়া নদীর সাগর মোহনায় ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রভাগ আঘাত হানার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর এক প্রলয়ংকরী দুর্যোগ নেমে আসে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নিম্নাঞ্চলে ২০ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। তবে সৌভাগ্যজনকভাবে মূল আঘাত সুন্দরবন অঞ্চলের দিকে ধাবিত হওয়ায় রক্ষা পায় মূল স্থলভাগের চার ভাগের তিন ভাগ। জানা গেছে, সিডরের আঘাতে সুন্দরবনের ৮০ হাযার হেক্টর বনভূমি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং বিপন্ন হয়ে পড়েছে সুন্দরবনের অস্তিত্ব। পর্যবেক্ষকদের মতে সুন্দরবনের বৃক্ষ সহ প্রাণীবৈচিত্র্যের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পূরণ করতে অন্তত ৫০ বছর লাগবে।

আরো উল্লেখ্য যে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হানা ও ধ্বংসযজ্ঞ নতুন নয়। বিগত প্রায় দেড়শ' বছরের ইতিহাসে এত গতিবেগসম্পন্ন ও ধ্বংসকর ঘূর্ণিঝড় আর হয়নি। ঘন্টায় ২২৫ কিলোমিটার গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ই ছিল এ যাবৎকালের মধ্যে অধিক গতির ঘূর্ণিঝড়। পক্ষান্তরে সিডরের গতি ছিল ঘন্টায় ২৪০ থেকে ২৭০ কিলোমিটার। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের গতি ছিল ২২২ কিলোমিটার। এর প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ৩০ ফুট। এই ঘূর্ণিঝড়ে ১০ থেকে ১২ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে এটাই সর্বাধিক প্রাণহানি। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের গতি ছিল ঘন্টায় ২২৫ কিলোমিটার। জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ২৫ ফুট। প্রাণহানির সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লাখ। এটা দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রাণহানি। এবার সিডর যে গতিশক্তি নিয়ে আঘাত হানে তাতে জলোচ্ছ্বাস হয়েছে ২৫-৩৫ ফুট। হ'তে পারত আরো বেশী। না হওয়ার কারণ এ সময় সমুদ্রে ছিল ভাটার টান। দ্বিতীয়তঃ প্রথম আঘাতটি সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় ঝড়টি পূর্ণশক্তিতে উপকূলে আঘাত করতে পারেনি। জলোচ্ছ্বাসের প্রথম ধাক্কাটিও সুন্দরবন ও তার সংলগ্ন এলাকার উপরই লেগেছে। এতে প্রাণহানি তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। প্রাণহানি কম হ'লেও অন্যান্য ক্ষতি ১৯৭০, ১৯৯১ কিংবা ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে।

রাজধানীতে যানজটে বছরে ক্ষতি ২৫০ কোটি টাকা

যানজটের কারণে শুধু রাজধানী ঢাকাতেই বছরে অপচয় হচ্ছে আড়াইশ' কোটি টাকা। লাখ লাখ গাড়ী রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে পড়ায় প্রতিদিন জ্বালানি বাবদ অতিরিক্ত অপচয় হচ্ছে কোটি টাকার বেশী। প্রতি মাসে বিনষ্ট হচ্ছে ২০ কোটির বেশী শ্রমঘন্টা। নগরীর যানজটের কারণে একদিকে জাতীয় অর্থনীতির উপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ছে। অন্যদিকে বিনষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। বাড়ছে জনদুর্ভোগ এবং রোগব্যাধি। যানজটের শিকার লাখ লাখ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক এবং অফিস-আদালতগামী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বছরের পর বছর ধরে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির কারণে দশ বছরে ক্ষতি প্রায় ২৩ হাযার কোটি টাকা

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির কারণে গত দশ বছরে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২৩ হাযার কোটি টাকা। এর মধ্যে অতিরিক্ত কারিগরি এবং বিতরণে অনিয়মের ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ১৮ হাযার ৯৩০ কোটি টাকায়। আর এ সময়ে ৬টি বিদ্যুৎ প্লান্ট ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বিদেশী কোম্পানী নিয়োগের ক্ষেত্রে ৪ হাযার ৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়। এছাড়াও বিদ্যুৎ সংকটের ফলে বছরে উৎপাদন ও যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয় প্রায় ৮ হাযার ৩৫৫ কোটি টাকা এবং গ্যাসভিত্তিক প্লান্ট না থাকার ফলে ক্ষতি হয় ১ হাযার ৮২৪ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ খাতের উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি) আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এ তথ্যগুলো জানানো হয়।

Contents

বিদেশ

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধনী মুকেশ আমবানি

মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম বিল গেটস আর বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তি নন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তি এখন ভারতের ধনাঢ্য ব্যক্তি মুকেশ আমবানি (৪৯)। তার সম্পদের পরিমাণ ৬৩২০ কোটি ডলার অর্থাৎ ২ লাখ ৪৯ হাযার একশ আট কোটি রূপী। তার তুলনায় বিল গেটসের অর্থের পরিমাণ ৬২২৯ কোটি ডলার অর্থাৎ ২ লাখ ৪৫ হাযার ৫২১ কোটি রূপী। বিলগেটস-এর সমান অর্থের সমান হচ্ছে মেক্সিকোর ব্যবসায়ী কার্লোস শ্লিম। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধনী হচ্ছে ওয়ারেন বাকেট। তার অর্থের পরিমাণ ৫ হাযার ৫শ' ৯০ কোটি ডলার এবং চতুর্থ ধনী হচ্ছেন অঞ্জন লক্ষী মিত্তাল। তার সম্পদের পরিমাণ ৫ হাযার ৯০ কোটি ডলার।

অধিকাংশ আমেরিকান ইরানে সামরিক অভিযানের বিরোধী

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীর কারণে ইরানের উপর কোন সামরিক আগ্রাসন চালানো ঠিক হবে না বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন অধিকাংশ আমেরিকান। তারা মনে করে আমেরিকার সঙ্গে ইরানের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার মাধ্যম হ'ল কূটনীতি। শুধুমাত্র কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই ইরান-মার্কিন বিরোধ মেটানো সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুডে ও গ্যালাপ জনমত সমীক্ষক সংস্থার জরিপে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, আমেরিকার ৭৩% লোক তাদের সমীক্ষা জবাবে জানিয়েছে, ইরানের পারমাণবিক শক্তি হ্রাস করার জন্য তার প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। কিংবা এ সমস্যা সমাধানের জন্য ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা জোরদার করা উচিত। তার মাধ্যমেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র ১৮% আমেরিকান মনে করে যে, ইরানের উপর আমেরিকার সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা উচিত।

বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পর ১১ মুসলমানকে পুড়িয়ে মারায় ১৫ হিন্দুর যাবজ্জীবন

উত্তর ভারতের একটি আদালত বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পর দাঙ্গার সময় হত্যা ও অন্যান্য অপরাধে ১৫ জন হিন্দুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে এই মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। কানপুরের এই আদালত বলেছে, দোষীরা ১১ জন মুসলিমকে পুড়িয়ে মেরেছে। ১৫ বছর ধরে বিচার প্রক্রিয়া চলার পর আদালত এই রায় দেয়।

[বিচারটি যে প্রহসণমূলক তা বলাই বাহুল্য। এতে শান্তনা পাওয়ার কিছুই নেই। কেননা রায়ে বলা হচ্ছে দোষীরা ১১ জন মুসলিমকে পুড়িয়ে মেরেছে অপরদিকে দীর্ঘ ১৫ বছর বিচার প্রক্রিয়ার পর সাজা হচ্ছে মাত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। যদি একই অপরাধ সেদেশের কোন সংখ্যালঘু করত তখন দেখা যেত তার বিচার কত দ্রুত হয় এবং শাস্তিও কত কঠিন হয়।-সম্পাদক]

মাদক প্রতিরোধ চুক্তি

চীন ও মায়ানমারের মধ্যে একটি দুই দেশীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী দু'টি দেশ মায়ানমারের উত্তরাঞ্চলের বিস্তৃত ভূমিতে যে আফিম, পপিসহ মাদকদ্রব্য চাষ হয় তা প্রতিরোধ করবে। মায়ানমারের নতুন রাজধানী নে পাই তাও-যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে অংশ নেন মায়ানমারে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত গুয়ান মু ও মায়ানমারের ডেপুটি উন্নয়ন মন্ত্রী কর্ণেল তিন নেগোয়ে।

বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে ভারতে সাইন্স এক্সপ্রেস ট্রেন চালু

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং জার্মান চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল গত ৩০ অক্টোবর 'সাইন্স এক্সপ্রেস' নামে একটি বিশেষ ট্রেন চালু করেছেন। এই ট্রেনে করে ভারতীয় ও জার্মান বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলো তাদের উদ্ভাবিত সমসাময়িক ও ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার বিষয়সমূহ প্রদর্শন করবে। সাত মাসে এই ট্রেনটি দেশের ৫৭টি স্থানে যাবে। ১৪ বগির এই ট্রেনটিতে থাকছে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অরিজিন অব দি ইউনিভার্স থেকে মনোটেকনোলজি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ন্ত্রিত ইন্টারঅ্যাকটিভ মডিউল। এই ট্রেনের প্রতিটি কোচেই শিশুসহ সকলকে সহায়তা করার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষক থাকবেন।

কমনওয়েলথের নতুন মহাসচিব কমলেশ শর্মা

কমনওয়েলথের পরবর্তী মহাসচিব মনোনীত হয়েছেন ভারতের কমলেন শর্মা। শর্মা বর্তমানে বৃটেনে ভারতের হাই কমিশনারের দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী বছরের ১ এপ্রিল তিনি বর্তমান মহাসচিব নিউজিল্যাণ্ডের নাগরিক ম্যাকিলনের স্থলাভিষিক্ত হবেন। উল্লেখ্য, গত ৪০ বছরে শর্মাই হচ্ছেন কোন এশিয়ান নাগরিক যিনি এ শীর্ষ পদে আসীন হ'লেন।

নিউইয়র্কের ১৩ লক্ষাধিক লোক ঠিকমত খেতে পায় না

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ১৩ লক্ষাধিক অধিবাসী অর্থাৎ প্রায় প্রতি ছয় জনে একজন পর্যাপ্ত পরিমাণ খেতে পায় না। যরূরী খাদ্য সাহায্য কমানোর জন্য সরকারের সমালোচনা করে দারিদ্র্য বিরোধী গ্রুপের একটি জোট গত ২২ নভেম্বর একথা জানায়। নিউইয়র্ক সিটি কোয়ালিশন এগেইনষ্ট হাঙ্গার জানায়, নগরীর ১৩ লাখেরও বেশী বাসিন্দা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাস করে অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সংস্থান করতে পারে না।

অষ্ট্রেলিয়ান নির্বাচনে লেবার দল বিজয়ী

যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসনের যুদ্ধবাদী নীতি এবং ইরাক হামলার কট্টর সমর্থক জন হাওয়ার্ড সরকারের গত ১১ বছরের দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটেছে অষ্ট্রেলিয়ায়। গত ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফলাফল তার নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল সরকারের এই দীর্ঘ সময়ের শাসনের অবসান ঘটায়। নির্বাচনে কেভিন ঝড়ের নেতৃত্বাধীন বিরোধী লেবার দল ব্যাপক ব্যবধানে জয়ী হয়ে জন হাওয়ার্ডের ক্ষমতায় ধ্বস নামিয়ে দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ৬০ শতাংশ আসনের ফলাফল অনুযায়ী বিজয়ী মধ্য বামপন্থী লেবার পার্টি পার্লামেন্টের ক্ষমতাধর ১৫০ সদস্যের লিম্নকক্ষে ৭২টি আসন পেয়েছে। পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল উদারপন্থী দল পেয়েছে ৪৮টি আসন।

Contents

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানে যরূরী অবস্থাঃ সংকটের আবর্তে দেশের স্বাধীনতা

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ গত ৩ নভেম্বর রাত ৮-টায় দেশে যরূরী অবস্থা ঘোষণা করেন। সরকারী কাজে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ এবং উগ্র ইসলামপন্থীদের সহিংসতাকে যরূরী আইন জারীর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যরূরী অবস্থা জারী হবার সাথে সাথে পাকিস্তানের বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি সারাদেশে ইন্টারনেট এবং মোবাইল নেটওয়ার্কও তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সরকারী টেলিভিশন ও রেডিও কেন্দ্রগুলোতে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। একই সাথে রাজধানী ইসলামাবাদে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার রাস্তাগুলোও বন্ধ করে দেয়া হয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আধা সামরিক বাহিনী এবং পুলিশের দু'টি সশস্ত্র দল সুপ্রিম কোর্ট চত্বর ঘিরে ফেলে সেখানে অবস্থান নেয়। একই সময় দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের ৯ বিচারপতিসহ প্রধান বিচারপতি ইখতেখার মুহাম্মাদ চৌধুরীকে অস্ত্রের মুখে সুপ্রিম কোর্ট ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু কোর্ট ছেড়ে যাবার আগে বিচারপতিরা একজোট হয়ে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের জারী করা যরূরী আইন অবৈধ ঘোষণা দিয়ে তা মূলতবি করে যান। উল্লেখ্য, জেনারেল মোশাররফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবার বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে শুনানি চলছিল তার রায় ঘোষণার দায়িত্বে ছিলেন এই ৯ বিচারপতি। ৬ নভেম্বর তাদের রায় দেয়ার কথা ছিল।

পরে প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের ঐ ৯ বিচারপতিকে অপসারণ করে তদস্থলে নতুন বিচারপতিদের নিয়োগ দেন জেনারেল মোশাররফ। নতুন বিচারপতিরা তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বৈধতা প্রদান করেন।

পাকিস্তানে যরূরী অবস্থা ঘোষণার পর হাযার হাযার বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী ও আইনজীবীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের দলের অস্থায়ী প্রধান জাভেদ হাশমী, তেহরীক-ই- ইনছাফ প্রধান ও সাবেক ক্রিকেটার ইমরান খান, সাবেক আইএসআই প্রধান হামিদ গুল, মানবাধিকার কমিশন প্রধান আসমা জাহাঙ্গীর, আইনজীবী সমিতির সভাপতি আইজাজ আহসান, প্রধান বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মাদ চৌধুরী বিরোধী দলীয় নেত্রী বে-নজীর ভুট্টোকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে অবশ্য তাঁকে ও ইমরান খানকে মুক্তি দেয়া হয়।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গত ২৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ সেনাপ্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করে লেঃ জেনারেল আশফাক কিয়ানীকে নতুন সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেছেন। এরপর ২৯ নভেম্বর জেনারেল মোশাররফ বেসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। মোশাররফের নিয়োজিত প্রধান বিচারপতি আব্দুল হামীদ জেগার তাকে শপথবাক্য পাঠ করান। উল্লেখ্য, আগামী ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানে যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হবে এবং ৯ জানুয়ারীর মধ্যে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পায়তারা করছে যুক্তরাষ্ট্রঃ পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেদেশের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পায়তারা করছে। দেশটি জেনারেল মোশাররফের কাছে দাবী জানিয়েছে যে, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা ও কর্মসূচী সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা মার্কিন বিশেষজ্ঞদের দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র খোঁড়া যুক্তি দিয়ে বলছে, বর্তমানে পাকিস্তানে আল-কায়েদা ও তালিবানের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা হয়তো ঐ দেশের পারমাণবিক অস্ত্রগুলো করায়ত্ত করে ফেলতে পারে। এজন্য ঐসব সন্ত্রাসী চক্রের হাত থেকে হেফাযতের (?) জন্য পাকিস্তানী পারমাণবিক অস্ত্রের উপর মার্কিন চৌকিদারি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র আরো বলছে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মধ্যে মোশাররফ বিরোধীদের প্রভাব বাড়ছে। কাজেই কখন কি হয় বলা যায় না। অতএব দেশটির পারমাণবিক অস্ত্রগুলোর সঠিক তদারকির প্রয়োজন।

নিজস্ব উপগ্রহ নির্মাণ করবে মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া সরকার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহারের জন্য তার নিজস্ব যোগাযোগ উপগ্রহ নির্মাণ করবে। দেশটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জামালুদ্দীন জারজিস বলেন, এই উপগ্রহ মালয়েশিয়ার নিরাপত্তা আরো বৃদ্ধি করবে এবং এটা হবে অধিক সাশ্রয়ী। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আমরা ভয়েস ও ভিজ্যুয়াল ডাটা আদান-প্রদানের জন্য নাসা উপগ্রহের উপর নির্ভরশীল। নিজস্ব উপগ্রহ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ নিরাপত্তা বিষয়ে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে এবং জনগণ দ্রুত তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানের সুবিধা ভোগ করবে।

পুনরায় দেশে ফিরলেন নওয়াজ শরীফ

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ দীর্ঘ ৮ বছর নির্বাচসিত থাকার পর গত ২৫ নভেম্বর পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ১৯৯৯ সালে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হবার পর সঊদী আরবে তিনি নির্বাসিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে গত ১০ সেপ্টেম্বরে নওয়াজ শরীফ দেশে ফিরলে বিমানবন্দরে তাকে গ্রেফতার করে পুনরায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সম্প্রতি সঊদী আরব সফরকালে বাদশাহ আব্দুল্লাহর সাথে আলোচনায় মোশাররফ ৮ জানুয়ারীর সাধারণ নির্বাচনে নওয়াজ শরীফকে তার দলের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেশে ফিরতে দিতে রাযী হন। নওয়াজ শরীফকে দেশে ফেরার জন্য সঊদী বাদশাহ বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিমানটি মদীনা শরীফ থেকে রওনা হয়। এছাড়া নওয়াজকে দেশে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ীও সঊদী বাদশাহ উপহার দিয়েছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চোখের কৃত্রিম রেটিনা

অনেক দিন ধরেই মানুষের চোখের চিকিৎসায় পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম রেটিনার ব্যবহার হয়ে আসছে। এ ধরনের রেটিনার সাহায্যে অন্ধজনে আলো মিলছে। এতে করে তারা মোটামুটি দূরত্বের বড় কোন বস্তু, দেয়াল এমনকি ফুটবল খেলাও দেখতে পারবেন। তবে এগুলো আরও ভালভাবে দেখার জন্য ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকেরা এক নতুন ধরনের রেটিনা চিপ তৈরী করেছেন। যেটি অনেকটা প্রাকৃতিক রেটিনার মতোই কাজ করবে। এ রেটিনা চিপ ইলেকট্রোড দ্বারা আবৃত। এটি চোখের রেটিনার মতো চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারে এবং রেটিনার সংগৃহীত চিত্রটি মানুষের মস্তিষ্কে পাঠাতে সাহায্য করে। একটি বিশেষ কোডের মাধ্যমে এ চিপটি রেটিনার মতো কাজ করে থাকে। এই কৃত্রিম রেটিনা সাধারণ চোখের মতোই আলো শনাক্ত করতে পারে। সেই আলো এটি রেটিনাল গ্যাঙ্গলিয়ন নামক কোষে পাঠায়। সেখান থেকে স্নায়ুর মাধ্যমে আলোর এই সংকেত পৌঁছায় মস্তিষ্কের আলো শনাক্তকরণ অংশে আর সেখান থেকেই ফুটে উঠে ছবি। গবেষকরা এটি নিয়ে আরও কাজ করে যাচ্ছেন। আশা করা যাচ্ছে চোখের চিকিৎসায় এটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

আসছে হাইড্রোজেন চালিত গাড়ি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনকে আধুনিক ও দ্রুত করেছে ঠিকই, কিন্তু এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ক্রমাগত নষ্ট করে চলেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। আরও বেশী গতি লাভ করার জন্য মানুষ ক্রমাগত পুড়িয়ে যাচ্ছে পেট্রোল আর গ্যাসোলিনের মতো জ্বালানী, যা পরিবেশের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। গবেষকরা তাই অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন এমন একটি পরিবেশবান্ধব যানবাহন আবিষ্কারের, যা শুধু মানুষের গতিকে আরো দ্রুত ও সহজই করবে না, সেই সঙ্গে পরিবেশেরও কোন ক্ষতি করবে না। আর এই সমস্যার সমাধান দিতে যাচ্ছে হাইড্রোজেন জ্বালানী কোষ চালিত (ফুয়েল সেল) যানবাহন। খুব শিগগিরই এ প্রযুক্তি পৌঁছাতে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে।

এই গাড়িগুলোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এগুলো সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব। কালো ধোঁয়ার বদলে এগুলো থেকে জলীয়বাষ্প নির্গত হয়। গাড়িগুলোর জ্বালানী কোষে হাইড্রোজেন সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য যা দিয়ে সামনের চাকার সঙ্গে সংযুক্ত একটি বৈদ্যুতিক মোটর চালানো হয়।

চা পানে হাড়ের ক্ষয় রোধ হয়

অষ্ট্রেলিয়ার ওয়েষ্টার্ন অষ্ট্রেলিয়া ইন পার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমানদা ডেভেন নামের একজন গবেষকের নেতৃত্বে একদল গবেষক প্রমাণ করেছেন, চা পানের মাধ্যমে মানুষ হাড় গঠনে সহযোগিতাও পেতে পারে এবং হাড়ের কোথাও ক্ষতি হয়ে থাকলে চা পানের মাধ্যমে তা পূরণ হওয়া সম্ভব হয়। গত ৫ বছর ধরে গবেষক আমানদা ডেভিন ও তার গবেষক দলের লোকেরা ২৭৫ জন মহিলার উপর কাজ করেছেন যাদের বয়স ৭০ বছর থেকে ৮৫ বছর। তারা প্রমাণ করেছেন, যেসব চা পানকারী মহিলা হিপের নীচে হাড়ের সমস্যায় ভুগছিলেন তারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছেন।

হৃদরোগ রোধে পেঁয়াজ

পেঁয়াজ ছাড়া আমাদের রান্না কল্পনাই করা যায় না। ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম-বেশী হ'লেও পেঁয়াজ যে আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে পেঁয়াজের উপকারিতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এই প্রথম জানা গেল ব্রিটিশ গবেষণায়। 'ফুড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র গবেষণায় দেখা গেছে, ফুয়েরসেটিন নামের যে উপাদান পেঁয়াজে রয়েছে, তা হৃদরোগ উপশমে উপকারী। ফুয়েরসেটিনের প্রভাবে ক্লোনিক ইনফ্লেমেশন বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বন্ধ হয়। এই প্রদাহ রক্তনালীতে স্ফীত করে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে খাদ্যে এই উপাদান বেশী থাকলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। প্রদাহের ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্রায় ফুয়েরসেটিন সবচেয়ে কার্যকর বলে গবেষকরা উল্লেখ করেন। আপনি যদি দৈনিক ১শ' বা ২শ' গ্রাম পেঁয়াজ খান, তাহ'লে সঠিক মাত্রার এই উপাদান পেতে পারেন। উল্লেখ্য, ফুয়েরসেটিন শুধু পেঁয়াজেই নয়- চা, ফলমূল ইত্যাদিতেও প্রচুর রয়েছে।

কুঁড়া থেকে ভোজ্যতেল!

ধানের কুঁড়া ফেলনা নয়। এর থেকে তেল উৎপাদন সম্ভব, যা থেকে ভোজ্যতেলের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বছরে ৪ হাযার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো যায়। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপক কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হ'তে পারে। 'বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ' (বিসিএসআইআর) জানিয়েছে, বাংলাদেশে চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ ভোজ্য তেল উৎপাদিত হয়ে থাকে। বাকী ৯০ শতাংশ তেল আমদানী করতে হয়। কুঁড়ার মতো কাঁচামাল সহজলভ্য হওয়ায় দেশে অন্ততঃ ৪ লাখ মেট্রিক টন ভোজ্যতেল উৎপাদন সম্ভব।

সূত্র মতে বাংলাদেশে গড়ে ৩ কোটি টন ধান উৎপাদন হয়, যা থেকে ঢেঁকিছাঁটা বা সাধারণ মিলের প্রচলিত পদ্ধতিতে ধান ভানলেও গড়ে বছরে ২০ লাখ টন কুঁড়া পাওয়া যায়। প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ কুঁড়া থেকে উৎপাদিত ভোজ্যতেলের চাহিদার অন্ততঃ ২৫ শতাংশ পূরণ করা সম্ভব। বিসিএসআইআর-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষ্ণা চৌধুরী জানান, ব্রাইন ব্রান অয়েল সাধারণ ভোজ্যতেলের চেয়ে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড, আন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড, কোলেষ্টেরল সব খাদ্যগুণের বিচারেই স্বাস্থ্যসম্মত এবং উন্নত। একই সঙ্গে এ তেল ভিটামিন 'ই' সমৃদ্ধ একটি উন্নতমানের ভোজ্যতেল, যা শরীরে এন্টিবডি তৈরী, স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং চর্মরোগ প্রতিরোধে দারুণ কার্যকর।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

দুর্বাডাঙ্গা, যশোর ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মণিরামপুর থানাধীন দুর্বাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ, মণিরামপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

মজিদপুর, যশোর ২১ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কেশবপুর থানাধীন মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মণিরামপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান।

যশোর ৫ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের আল্লাহর দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আবুল খায়ের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল আযীয প্রমুখ।

পাবনা ৮ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর পাবনার ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলাল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ প্রমুখ।

ঝিনাইদহ ৯ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার নূরুল হুদা ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা আব্দুল আলীম।

বাজিতপুর, যশোর ১২ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাজিতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হাফিযুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ, মণিরামপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

রাজশাহী ১৪ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর থানাধীন মহব্বতপুর হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মহব্বতপুর এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধূরইল ডি.এস. কামিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুরুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ রাজশাহী ক্যাম্পাসের খণ্ডকালীন প্রভাষক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও ১নং ধূরইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ'দের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, 'আহলেহাদীছ' নতুন কিছু নয়। এটি ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের

নাম। আজ থেকে সাড়ে ১৪০০ বছর আগের ইসলাম, আল-হেরা ও আল-মদীনার ইসলামের যে আদিরূপ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বুকে লুক্কায়িত আছে তা মানুষের আক্বীদা ও আমলে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে সংগ্রাম তাই হচ্ছে আহলেহাদীছ আন্দোলন। আহলেহাদীছদের সম্পর্কে খ্যাতনামা মনীষীগণের বক্তব্য তুলে ধরে তিনি বলেন, আহলেহাদীছরা হচ্ছে দ্বীনের পাহারাদার। জাল, যঈফ সহ যাবতীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে ইসলামকে নিষ্কলুষ রাখতে আহলেহাদীছরাই যুগে যুগে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। যার ফলে বাতিল সব সময়ই আহলেহাদীছদের নিকটে প্রকম্পিত থেকেছে। আজও আহলেহাদীছরা একই ভূমিকায় অবতীর্ণ। কোন অবস্থাতেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে কোন কিছু মেনে নিতে তারা রাজি নয়। আর এ কারণেই যুগে যুগে আহলেহাদীছ মনীষীগণের উপরে নেমে এসেছিল যুলুম-নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। যার ধারাবাহিকতা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পর্যন্ত পৌঁছেছে। দীর্ঘ প্রায় তিন বছর যাবত মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে তাঁকে কারান্তরীণ রাখা হয়েছে। তাঁর ইলমি ও দ্বীনী খিদমত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে গোটা জাতিকে। তিনি অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় উলামা পরিষদের সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ ইবনু ইসমাঈল, সম্মেলনের সহ-সভাপতি ও মহব্বতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী শেখ ও ধূরইল ডি.এস. কামিল মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা আব্দুল খালেক প্রমুখ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহব্বতপুর আলিম মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুহাম্মাদ মুকছেদ আলী, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ মুরাদুল ইসলাম, আলহাজ্জ যয়নুল আবেদীন, আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আলী, আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুহাম্মাদ ইলিয়াস হোসাইন, মুহাম্মাদ মফীযুদ্দীন, খন্দকার যিয়াউর রহমান মন্টু।

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ৩০ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর নওগাঁ যেলার মান্দা থানার অন্তর্গত পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের উন্নয়ন কল্পে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আনিসুর রহমান মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলন প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, ১০নং কশব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, দাশপাড়া আলিম মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবদুল আহাদ, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গোটা আহলেহাদীছ জামা'আত আজ ষড়যন্ত্রের শিকার। আমাদেরকে সচেতন হ'তে হবে। ইসলামের ষড়যন্ত্রকারীরা কিছু বোকা, অশিক্ষিত ও আবেগপ্রবণ লোককে ইসলামের নামে জিহাদ ও কিতাল-এর কথা বলে ইসলাম তথা আহলেহাদীছ জামা'আতকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন প্রকার বোমাবাজি, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদ, মারামারি-হানাহানি ও বিনা বিচারে কারও উপর চড়াও হওয়ার সুযোগ নেই। বরং কেউ যদি এপথ অবলম্বন করে সে নিজেকেই ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অতএব প্রতারণার ফাঁদে পা দিবেন না। নিজেও ধ্বংস হবেন; দেশ, জাতি ও ইসলামও হবে কলুষিত। তিনি সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

মত বিনিময় সভা

বুড়িচং, কুমিল্লা ১৪ অক্টোবর, রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর বুড়িচংস্থ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার যৌথ উদ্যোগে ঈদ পরবর্তী মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রুসমত আলী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হান্নান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আবু তাহের, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জা'ফর ইকরাম এবং সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক কাউছার আহমাদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি উপস্থিত সকলকে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমরা ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে গেলে বেদনার পাহাড় সেখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর পরিবার আজ ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। তিনি অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** বিরুদ্ধে বিগত জোট সরকারের দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি মাওলানা জালালুদ্দীন বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠনের শপথ নিয়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠনের কাজে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** অবিলম্বে মুক্তি দানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম-এর তিনদিন ব্যাপী ইজতেমায় আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর নেতৃবৃন্দ

ময়মনসিংহ যেলার ফুলবাড়িয়া থানাধীন আন্ধারিয়া পাড়ায় গত ২৪, ২৫ ও ২৬ অক্টোবর রোজ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলামে'র উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম আন্ধারিয়া পাড়া এলাকার আমীর খন্দকার শামসুদ্দীন ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, মাওলানা ইউসুফ আলী খাঁন ও মাওলানা জোবায়েদ আলী। তাবলীগী ইজতেমায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, ময়সনসিংহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওমর ফারূক, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাযযাক, মাওলানা ফযলুল করীম ফারূকী প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বলেন, প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অহীর বিধান আকড়ে ধরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা যে নামেই পরিচয় দেই না কেন মূলতঃ আমাদের প্রথম পরিচয় আহলেহাদীছ। তাই আহলেহাদীছ জামা'আত-এর স্বার্থেই আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। নচেৎ আমরা যে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আজ প্রায় তিন বছর যাবৎ কারারুদ্ধ। তাঁর অপরাধ একটাই তিনি আহলেহাদীছ। দেশের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সবাই নির্দ্বিধায় বলেছেন, ডঃ গালিবের সাথে জে.এম.বি বা জে.এম.জেবির কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁর কোন দোষ নেই। কেন তাঁকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে? আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে আজও আমীরে জাতা'আত কারারুদ্ধ। যত অত্যাচারই চালানো হোক আমরা সেই পরিচয় মুছে ফেলতে পারব না। আহলেহাদীছ হওয়াটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। অতএব ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে হবে। পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ। পরিশেষে প্রধান অতিথি সবাইকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মী হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ২০০৭-২০০৯ সেশনের মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা গঠন

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, ১৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে আমেলা ও বাদ মাগরিব মজলিসে শূরা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উভয় বৈঠকে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনান্তে ২০০৭-২০০৯ সেশনের জন্য মজলিসে আমেলা ও শূরার সম্মানিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। মনোনীত আমেলা ও শূরা সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। সদস্যদের তালিকা নিম্নরূপঃ

মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ

ক্রঃ	নাম	যেলা	দায়িত্ব
১	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	সাতক্ষীরা	আমীর
২	শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী	রাজশাহী	সিনিয়র নায়েবে আমীর ভারপ্রাপ্ত আমীর
৩	ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন	ঢাকা	নায়েবে আমীর
৪	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	মেহেরপুর	সাধারণ সম্পাদক
৫	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	যশোর	সাংগঠনিক সম্পাদক
৬	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	যশোর	অর্থ সম্পাদক
৭	এস.এম. আব্দুল লতীফ	সিরাজগঞ্জ	প্রচার সম্পাদক
৮	ড. লোকমান হোসাইন	কুষ্টিয়া	প্রশিক্ষণ সম্পাদক
৯	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	রাজশাহী	গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক
১০	আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ	রাজশাহী	সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক
১১	মাওলানা গোলাম আযম	গাইবান্ধা	সমাজকল্যান সম্পাদক
১২	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	যশোর	যুব বিষয়ক সম্পাদক
১৩	মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম	কুষ্টিয়া	দফতর সম্পাদক

শূরা সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা

১। প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা)
২। শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী (রাজশাহী)
৩। ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা)
৪। অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)
৫। অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোহর)
৬। ড. মুহাম্মাদ লোকমান হোসায়েন (কুষ্টিয়া)
৭। অধ্যাপক আব্দুল লতীফ (রাজশাহী)
৮। মুহাম্মাদ গোলাম মোক্তাদির (খুলনা)
৯। এস.এম. আব্দুল লতীফ (সিরাজগঞ্জ)
১০। মাওলানা গোলাম আযম (গাইবান্ধা)
১১। জনাব বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)
১২। মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)
১৩। অধ্যাপক ফারূক আহমাদ (রাজশাহী)

Contents

১৪। অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)
১৫। মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইন (ঝিনাইদহ)
১৬। মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা)
১৭। আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা)
১৮। মাওলানা গোলাম যিল-কিব্রিয়া (কুষ্টিয়া)
১৯। মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা)
২০। মাষ্টার আব্দুল খালেক (রাজশাহী)
২১। ডা. আওনুল মা'বুদ (গাইবান্ধা)
২২। মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (বগুড়া)
২৩। মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম (চট্টগ্রাম)
২৪। মাষ্টার আনিছুর রহমান (নওগাঁ)
২৫। আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ (রাজশাহী)
২৬। ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসায়েন (ঢাকা)
২৭। মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব (দিনাজপুর)
২৮। মাওলানা আব্দুর রউফ (বগুড়া)
২৯। মাওলানা তাছাদ্দুক হোসাইন (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
৩০। মাওলানা মুয্যাম্মিল (নাটোর)

যুবসংঘ

পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

চারঘাট, রাজশাহী ২৬ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর চারঘাট উপযেলার ডাকরা বাটিকামারি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাটিকামারি এলাকার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এলাকা দায়িত্বশীল তাযীমুদ্দীন ও মুহাম্মাদ হাশেম।

মোহনপুর, রাজশাহী ২ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর মোহনপুর থানার খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খানপুর এলাকার উদ্যোগে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক' এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী যেলা 'সোনামণি' পরিচালক আরীফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশের শান্তিপ্রিয় একক নির্ভেজাল দ্বীনী সংগঠন। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী উক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠনটি দেশে দ্বীনী কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বিগত জোট সরকারের স্থূল চক্রান্তের শিকার হয়ে জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থান এবং খুরধার লেখনী ও বক্তব্য মওজুদ থাকার পরও প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত হ'লেও তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। আমরা বর্তমান নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, তাঁকে অবিলম্বে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে দেশ, জাতি ও দ্বীনের খিদমত করার সুযোগ করে দিন।

বাঘা, রাজশাহী ১২ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাউসা হেদাতীপাড়া এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় হেদাতীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে (দক্ষিণ) পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাউসা হেদাতীপাড়া এলাকার সভাপতি আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুসলিম উম্মাহ্র পালনীয় বিধান হ'ল শুধু আল্লাহ্র অহী, যা এই রামাযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী যেমন ছিয়াম পালন করছি, তেমনি অহি-র বিধানমত অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালন করলে কোন সমস্যা থাকত না। কিন্তু দুঃখজনক হ'ল একশ্রেণীর আলেম, ইমাম ও প্রভাবশালী সামাজিক ব্যক্তি অহী-র বিধানের তোয়াক্কাই করেন না; বরং শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার নিয়েই ব্যস্ত। তিনি সবকিছুকে বর্জন করে অহী-র বিধানের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আযীযুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুখতারুল ইসলাম।

কর্মী সমাবেশ

দেবিদ্বার, কুমিল্লা ৫ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাতাপুকুরিয়া এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা ফরীদুদ্দীন ও সাবেক ইউ.পি. সদস্য আব্দুল মান্নান প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কর্মী মাওলানা হারূনুর রশীদ, মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার, এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক বিলাল হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক রূহুল আমীন সুজন ও অর্থ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, চরিত্র গঠন, জ্ঞানচর্চা, আত্মশুদ্ধি ও সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে 'যুবসংঘ' সত্যিই এক বিকল্প বিশ্ববিদ্যালয়। বৈদেশিক ও আন্ত

র্জাতিক প্রেক্ষাপটে এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশঃ গণমানুষের প্রত্যাশায় পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, ১৯৭৮ সালের পূর্বে আহলেহাদীছ তরুণদের জন্য কোন প্লাটফর্ম না থাকায় তাদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। ফলে আমরা পেয়েও হারিয়েছি। তিনি আহলেহাদীছ তরুণ সমাজকে অহিভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান এবং 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২০ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। কর্মী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হুসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফায্যল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন, রহনপুর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল হাফেয আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ। সমাবেশে কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদের পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ আনোয়ারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মানছুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ঢাকা ১৯ নভেম্বর সোমবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা ছাত্র শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ছাত্র সমাজ জাতির ভবিষ্যত। তাই ছাত্র সমাজকে আদর্শ জাতি গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রদের মাঝে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর বাণী পৌঁছে দিতে 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদেরকে পালন করতে হবে সাহসী ভূমিকা। তিনি তাঁর বক্তব্যে ছাত্রদের মাঝে 'যুবসংঘ'-এর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির উদাত্ত আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইন।

বিসমিল্লাহ-হির রহমা-নির রহীম

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি!!

মহিলা সালাফিয়াহ মাদরাসা

(স্থাপিত ২০০৪ইং)

উত্তর নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

আবাসিক/অনাবাসিক ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণঃ ২৫ ডিসেম্বর '০৭ থেকে ৬ জানুয়ারী ২০০৮ ইং পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষাঃ ০৭ জানুয়ারী ২০০৮ সকাল ১০ টায়।
ক্লাস শুরুঃ ০৯ জানুয়ারী ২০০৮, বুধবার সকাল ৮-৩০ টা।
আবাসিক ফীঃ ১০০০/= টাকা।

মাদরাসার বৈশিষ্ট্যঃ

১। ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
২। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও উন্নত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের ভিত্তিতে নিজস্ব সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান।
৩। আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
৪। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকা মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
৫। আবাসিক ছাত্রীদের ২৪ ঘন্টা মাতৃস্নেহে তত্ত্বাবধান।
৬। ছাত্রীদের কোন প্রকার প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজন হয় না।
৭। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী শিক্ষা দান।
৮। শহরের কোলাহলমুক্ত পাকা রাস্তা সংলগ্ন নিরিবিলি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

আহ্বায়কঃ মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা, উত্তর নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭২৬-৩১৫৯৭০।

Contents

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আত-তাহরীক বার্ধক্যজনিত বিষাদময় প্রাণে অব্যক্ত খুশীর দোলা

-প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ মুজিবর রহমান।

সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। প্রত্যয় ও প্রত্যাশা করি আপনাদের **'আত-তাহরীক'** গোষ্ঠির সবাই ভাল আছেন। আর অনাগত দিনেও যেন সুস্থ সবল দেহ-মন নিয়ে ক্রমোন্নতির রাজপথ বেয়ে স্বীয় গন্তব্য তথা লক্ষস্থলের স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়ে পদার্পণ করতে পারেন এ দো'আ আমার নিত্যদিনের। বর্তমানে আমি অশীতি বছর বয়সের সময়সীমাকে প্রায় ছুঁই ছুঁই করতে যাচ্ছি। তাই জীবন যৌবনের সেই উচ্ছল উৎসাহ-উদ্দীপনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে বৈ কি।

প্রথম শ্রেণীর গবেষণামূলক পত্রিকা **'আত-তাহরীক'** হাতে পেয়ে হর্ষোৎফুল্ল হই। এই পত্রিকার সবকিছু মিলেই আমার এই বার্ধক্যজনিত দুঃখ বিষাদময় মন-প্রাণের পরতে পরতে এনে দেয় এক অব্যক্ত খুশির দোলা। দিল্লী-লাহোর থেকে ইতিপূর্বেই আমার কিছু কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও প্রকাশিতব্য। সেগুলোর কিছু কিছু কাটিং আমি এই পত্রের সাথেই সংযুক্ত করলাম। ইচ্ছা করলে তা বাংলায় ভাষান্তরিত করে এই সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা **'আত-তাহরীক'**-এর পৃষ্ঠায়ও সুবিন্যস্ত করতে পারেন। আপনাদের সবার জীবন, কর্মকাণ্ড এবং সেই সঙ্গে **'আত-তাহরীক'**-এর ক্রমোন্নতি কল্পে মহান আল্লাহ্‌র সমীপে নিশিদিন আন্তরিকভাবে প্রাণের উৎসারিত প্রার্থনা জ্ঞাপন করি। এ প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ এ যে এক দূর প্রবাসীর গোপন গহন তথা অন্তর নিংড়ানো আকুল মুনাজাত।

এই গবেষণা কর্মের দুর্গম ও কন্টকাকীর্ণ পথে কোন উপাত্ত বা উপাদান-উপকরণের প্রয়োজন বোধ করলে আমাকে জানাতে পারেন। যতটুকু সম্ভব হয় আমি সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

** লেখক তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুবাদক ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা, ডাইরেক্টর, লিমস হাইয়ার এডুকেশন সেন্টার, ইষ্ট মিডো,নিউইয়র্ক,, আমেরিকা; সাবেক প্রফেসর, আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

সংস্কারের হাতিয়ার হচ্ছে সচেতনতা

সচেতনতা হচ্ছে বড় সম্পদ ও বড় শক্তি। সচেতন ব্যক্তি হচ্ছেন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ। দেহের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রক্ত, দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সোনা। আর সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছেন সচেতন ব্যক্তিবর্গ। সোনার দেশ গড়তে হ'লে সোনার মানুষ চাই। সচেতন মানুষগুলো হচ্ছে সোনার মানুষ, যারা সোনার চেয়েও দামী। সচেতন ব্যক্তিগণ হচ্ছেন জ্ঞানী ব্যক্তি। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এম.এ পাস হ'তে পারেন কিংবা নিরক্ষরও হ'তে পারেন।

সংস্কারের কাজটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাজ, যা সামাজিক ও মানবিক কাজ। সংস্কার কাজের ৯০% দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের, যা সচেতন ব্যক্তিদের দায়িত্ব। বাকী ১০ ভাগের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সরকার ও সেনাবাহিনীর। সংস্কারের কাজ একটি দীর্ঘমেয়াদী মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। এটা ২/৪ মাস তো দূরে থাক ২/৪ বছরেও সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় সংস্কার দরকার আর সামাজিক সংস্কার যরূরী।

মহানবী (ছাঃ) দুনিয়ায় এসেছিলেন সংস্কারের উদ্দেশ্যে। সংস্কারের দ্বারাই তিনি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, যা বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। মানুষের উন্নয়নেই তিনি মসজিদ তৈরী করেছিলেন এবং আমাদেরকেও তৈরীর তাকীদ দিয়েছেন। মানুষের উন্নয়ন ব্যাহত হয়ে থাকে হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার, লোভ-লালসা ইত্যাদির কারণে। বিষয়গুলো হচ্ছে মনের ময়লা। আর এ মনের ময়লা পরিস্কার করার মাধ্যমে মানবতা ও নৈতিকতার বিকাশ সাধন করতে হবে। বিষয়টিকে আমরা 'মনের স্যানিটেশন' বলতে পারি।

সংস্কার কাজটি মানবিক কাজ, যা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কাজ। সংস্কার কাজে যারা সিলেবাস খুঁজবেন, যারা সার্কুলার খুঁজবেন তারা সুশিক্ষিত নন। সংস্কারের লক্ষ্য হ'তে হবে শিক্ষিত শয়তানের সংখ্যাকে হ্রাস করা। এজন্য যরূরী হচ্ছে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলা।

দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন 'অভাবের দুর্নীতি কমানো সহজ, কিন্তু স্বভাবের দুর্নীতি কমানো কঠিন'। এদেশে শতকরা ১০ ভাগ লোক দুর্নীতি করে অভাবের কারণে। আর ৯০ ভাগ লোক করে স্বভাবের কারণে। স্বভাবের দুর্নীতি কমানোর জন্য চাই সামাজিক আন্দোলন। যে সমাজে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা যত বেশী, সে সমাজ তত অসভ্য। যে দেশে ধনবান লোক বেশী, সে দেশ ধনী। যে দেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেশী, সে দেশ দরিদ্র। ধনী দেশেও কিছু দরিদ্র লোক রয়েছে, দরিদ্র দেশেও কিছু ধনী লোক রয়েছে। দেশে ধনী লোকও থাকবে, দরিদ্র লোকও থাকবে। তদ্রূপ সমাজে সৎ লোকও থাকবে, অসৎ লোক তথা দুর্নীতিবাজ লোকও থাকতে পারে। সৎ লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের দুর্নীতিবাজ ও অসৎ লোকদেরকে প্রতিহত করতে হবে। দুর্নীতিবাজরা সংখ্যায় বেশী হ'লেও মানসিকভাবে তারা থাকে দুর্বল। তাদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে তাদেরকে সমাজ থেকে উৎখাত করতে হবে।

সৎ ব্যক্তিগণ হচ্ছেন আলো, অসৎ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি হচ্ছে অন্ধকার সমতুল্য। অন্ধকারের কোন ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা রয়েছে আলোর। আলো ধরাতে পারলে অন্ধকার

দূরে সরে যাবে। সমাজে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করতে পারলে অসৎ লোকের দাপট কমে যাবে। সৎ লোক প্রাধান্য দেয় সৎকাজকে, কিন্তু শয়তান প্রাধান্য দেয় অসৎকাজ ও অপকর্মকে। ছালাত, ছিয়াম পালনের ন্যায় আল্লাহ্‌র হুকুম হচ্ছে সৎকাজে প্রেরণা দেওয়া, সাধ্যমত সাহায্য করা। সৎকাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অসৎকাজ প্রতিরোধে প্রত্যেকটি মসজিদে খুৎবা দিতে হবে। তবেই সংস্কার কাজ ত্বরান্বিত হবে। সভা-সমাবেশে বক্তব্য দিতে হবে, পত্র-পত্রিকায় লিখতে হবে।

শাসন হচ্ছে দু'ধরনের (১) সামাজিক শাসন (২) রাষ্ট্রীয় শাসন। শাস্তি হচেছ তিন ধরনের (১) দৈহিক শাস্তি (২) মানসিক শাস্তি (৩) জেল-জরিমানা, কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হচ্ছে মানসিক শাস্তি। মানসিক শাস্তির জন্য সাহিত্য, নাটক, গীত-গজল রচনা করতে হবে, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে ঘৃণা করতে শুরু করে। সৎ লোকেরাই হচ্ছেন দেশ ও জাতির সম্পদ। সঠিক জ্ঞানচর্চা না করার কারণে দেশে জ্ঞানী লোকের সংখ্যা কমছে। ফলে দেশের অবকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন হ'লেও মানুষের আত্মার অবনতি ঘটছে। মুসলমানদের সোনালী যুগে ব্যাপকভাবে জ্ঞানচর্চা করা হ'ত বলে মুসলিম সমাজে জ্ঞানী লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। ফলে তখনকার মুসলমানগণ ছিলেন সুসভ্য। লোভী ও কৃপণ ব্যক্তি হয় স্বার্থপর। কেননা স্বার্থ যেখানে প্রবল, বিবেক সেখানে দুর্বল। বিবেকহীন হ'লে মানুষ আকৃতিতে মানুষ থাকলেও স্বভাবে সে মানুষ থাকে না। ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, 'ধনের দৈন্যতা মানুষকে দরিদ্রতার মধ্যে নিক্ষেপ করে, কিন্তু বিবেকের দৈন্যতা মানুষকে পশুতে পরিণত করে'। যারা এম.এ পাস করলেও সুশিক্ষিত নয়, তারা হচ্ছে শিক্ষিত শয়তান। বাংলাদেশের ৯৭% সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি সুশিক্ষিত নন এবং ৯৯% কামিল পাশ ব্যক্তিও আলিম নন।

কোন দোকানেই সকল ধরনের পণ্য পাওয়া যায় না। এক এক ধরনের দোকানে এক এক ধরনের পণ্য পাওয়া যায়। সোনার দোকানে সোনার গহনা পাওয়া যায়। শাড়ীর দোকানে বিভিন্ন রঙের এবং দামের শাড়ী পাওয়া যায়। আর মুদি দোকানে মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, তেল, লবণ ইত্যাদি পাওয়া যায়। মানবজীবনে সকল পণ্য প্রয়োজন, তবে কিছু কিছু পণ্য রয়েছে নিত্য প্রয়োজনী। তদ্রূপ সংস্কারের বিষয়টিও প্রত্যেক মানুষের নিত্য প্রয়োজন। কোন দোকানে যেমন সকল পণ্য পাওয়া যায় না, তদ্রূপ কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সকল ধরনের জ্ঞানে জ্ঞানী নন। আমরা সংস্কার বলতে 'মনের স্যানিটেশন' এর কথা বলছি, যা হচ্ছে মুদি দোকানের পণ্য লবণ স্বরূপ। কোরমা খেতেও লবণ লাগে, কচু শাক সিদ্ধ করে খেতেও লবণ লাগে। নিশ্চয়ই এ লবণ তুল্য স্যানিটেশন বা সংস্কার যরূরী। আল্লাহপাক আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

*প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
পাটকেল ঘাটা, তালা, সাতক্ষীরা।

ভর্তি চলিতেছে! ভর্তি চলিতেছে!! ভর্তি চলিতেছে!!!

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড), সপুরা, রাজশাহী।

সুশিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী যাত্রা শুরু করে। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দেশে প্রচলিত মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে নতুন ধারার সিলেবাস প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক ও সুসমন্বিত কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এতে একজন শিক্ষার্থী শিশু শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। শুধু ভাল রেজাল্টই নয়; বরং শিক্ষার মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ তৈরী করাই আমাদের লক্ষ।

১ম শ্রেণী হ'তে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে

* ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭ হ'তে ৬ জানুয়ারী '০৮ পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিতরণ ও জমা নেওয়া হবে।
* ০৭ জানুয়ারী'০৮ সকাল ৯-টায় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বৈশিষ্ট্যঃ

১. আবাসিক ছাত্রদেরকে শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। ফলে প্রাইভেট শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। ২. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা। ৩. ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত মনোরম পরিবেশে পাঠদান। ৪. নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। ৫. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমাদের সন্তানদের আদর্শ মানুষ রূপে তৈরী করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ৬. মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানুবিয়া (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুবর্ণ সুযোগ। ৭. প্রতি বৎসর দাখিল এবং আলিম শ্রেণীর পাশের হার জিপিএ-৫ সহ ১০০%। ৮. পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রাপ্তি। ৯. শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশের জন্য মেধাবী ছাত্রদের উদ্যোগে দেয়ালিকা প্রকাশ।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

প্রিন্সিপ্যাল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইলঃ ০১৭১৫১৭০২৪৬, ০১৫৮৩৭২৫৬০, ০১৭১৫৫৮৭৩৪৬, ০১৭১৭৭৯৭৪৮১।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ বহুকাল থেকে আমাদের এলাকায় ভাগে কুরবানী প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, ভাগে কুরবানী করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে দলীল ভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ মুক্বীম অবস্থায় ভাগে কুরবানী করার কোন বিধান নেই। বরং একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। তবে সামর্থ্য থাকলে একাধিক পশুও কুরবানী করতে পারবে। সফর অবস্থায় ভাগা কুরবানী করা সম্পর্কে ছহীহ দলীল রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।

(১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন... অতঃপর দো'আ পড়লেন

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ،

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মাদিন।

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ। আপনি কবুল করুন মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তাঁর উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন *(ছহীহ মুসলিম, ছহীহ তিরমিযী হা/১২১০, ছহীহ আবুদাউদ হা/২৪২৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১২৮; মিশকাত, পৃঃ ১২৭, ২৮, হা/১৪৫৪ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৫; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৪২১; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/১৪৭৮)*।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী ছাহাবীগণের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা করে কুরবানী করার প্রচলন ছিল। যেমন আতা ইবনু ইয়াসির ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে রাসূলের যুগে কেমনভাবে কুরবানী করা হ'ত মর্মে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিত। অতঃপর তা নিজে খেত ও অন্যকে খাওয়াত *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬ 'কুরবানী' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৩ 'নিজ পরিবারের পক্ষ হতে একটা বকরী কুরবানী করা' অনুচ্ছেদ, 'কুরবানী' অধ্যায়)*।

(৪) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ছারীহা (রাঃ) বলেন, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটা অথবা দু'টা করে বকরী কুরবানী করা হ'ত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৭)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) উপরোক্ত পরপর তিনটি হাদীছ পেশ করে বলেন, হক কথা হ'ল, একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি ছাগলই যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারে সদস্য সংখ্যা একশ' অথবা তার চেয়ে বেশী হয় *(নায়লুল আওত্বার ৬/১২১ পৃঃ, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করাই যথেষ্ট' অনুচ্ছেদ)*।

ভাগা কুরবানীঃ সফরে থাকাকালীন সময়ে ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'লে একটি পশুতে একে অপরে শরীক হয়ে ভাগে কুরবানী করা যায়। যেমন-

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জন একটি গরুতে ও দশ জন একটি উটে শরীক হ'লাম *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩১২৮, ছহীহ নাসাঈ হা/৪০৯০; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৪৬৯, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(খ) জাবির (রাঃ) বলেন, হুদায়বিয়ার সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন একটি গরুতে সাত জন ও একটি উটে সাত শরীক হয়ে কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৪৩৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৩২)*।

(গ) জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং সাত জনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম ২/৯৫৫ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, উক্ত রাবী জাবির থেকে ছহীহ মুসলিমে সফর সংক্রান্ত আরো হাদীছ রয়েছে।

Contents

বিভ্রান্তির কারণ হ'ল, জাবের বর্ণিত আবুদাউদের ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটি। সেখানে বলা হয়েছে, গরুতে সাতজন আর উটে সাতজন'। এখানে সফর না মুক্বীম তা বলা হয়নি। কিন্তু এটি যে সফরের হাদীছ তা জাবের (রহঃ) বর্ণিত অন্যান্য হাদীছগুলি দ্বারা প্রমাণিত। দ্বিতীয়তঃ ইমাম আবূদাঊদ জাবের বর্ণিত সফরের হাদীছগুলি যে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এই ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিও সে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বিষয়টি আরো স্পষ্ট। তৃতীয়তঃ হাদীছে বলা হয়েছে 'সাত জনের' পক্ষ থেকে অথচ সমাজে (মুকীম অবস্থায়) চালু আছে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে। বলা যায় সফর অবস্থাতেও সাত পরিবারের অনুমতি নেই। আরো স্পষ্ট হ'ল সাত জনের প্রেক্ষাপট কেবল সফর অবস্থায় সৃষ্টি হয়। আর মুকীম অবস্থায় কুরবানী পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত যেমন রাসূল (ছাঃ) করতেন। চতুর্থতঃ অনেকে বলেন, সফরের হাদীছগুলো আম। যদি আম হয় তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ মুক্বীম অবস্থায় ভাগা কুরবানী করতেন মর্মে দলীল কোথায়? *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০০২, প্রশ্ন নং (১/১০৬)।*

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ জনৈক ব্যক্তি আযানের বাক্য বলার সময় কানে আঙ্গুল ঢুকায় আর বাক্য বলা শেষ হ'লে আঙ্গুল বের করে। শেষ পর্যন্ত এমনটি করতে থাকে। এভাবে আযান দেওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
কেশবপুর মহিলা কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির আমল শরী'আত সম্মত নয়। ছাহাবায়ে কেরাম এভাবে কখনও আযান দেননি। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, মুওয়াযযিন আযান প্রদানের সময় কানে আঙ্গুল ঢুকাবেন এবং আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখবেন। আবু যুহাইফা বলেন, আমি বিলাল (রাঃ)-কে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে আযান দিতে দেখেছি *(তিরমিযী, হা/১৯৭ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ জুম'আর খুৎবা প্রদানের মিম্বার কিসের হবে এবং কোন জায়গায় রেখে খুৎবা দিতে হবে?

-মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম
জবাই, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বার দেওয়ালের পার্শ্বে ছিল এবং সেটি কাঠ দ্বারা নির্মিত ছিল। আব্দুল আযীয তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, একদল লোক সাহল ইবনু সা'আদের নিকটে আগমন করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বার কিসের ছিল এ নিয়ে তারা বিতর্কে লিপ্ত ছিল। তখন সাহল ইবনু সা'দ বললেন, সাবধান! উহা কিসের তৈরী ছিল, কে তৈরী করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাতে বসে ১ম যেদিন খুৎবা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমি জানি। রাবী বলেন, হে আবু আব্বাস! আপনি আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এক মহিলার নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে দেখ। যে আমার জন্য কাঠ দ্বারা একটি মিম্বার বানিয়ে দিবে। আর আমি তাতে বসে খুৎবা প্রদান করব। সেটি ছিল তিন স্তরবিশিষ্ট এবং গাদা জঙ্গলের ঝাউ গাছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটিকে এক স্থানে রেখে দিয়েছিলেন *(মুসলিম ১/২০৬)*। উল্লেখ্য যে, মিম্বার ও মসজিদের সামনের দেয়ালের মাঝে একটু ফাকা থাকবে। সালামা বিন আকওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর এবং সামনের দেয়ালের মধ্যে একটি বকরী পারাপারের মত ফাঁকা ছিল' *(আবুদাঊদ হা/১০৮২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ মাসিক মদীনা পত্রিকায় আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর '০৭ সংখ্যায় ঈদায়নের ৬ তাকবীর, তারাবীহর ছালাত ২০ রাক'আত, ছালাতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আহকাম এবং পুরুষ ও মহিলার ছালাতের ১৮টি পার্থক্য সম্পর্কে যে উত্তর দেয়া হয়েছে তা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।
ও
মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, বাঁশদহা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উক্ত পত্রিকার সকল প্রশ্নকারীই মাসআলাগুলি ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জানতে চেয়েছেন। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, প্রশ্নকারীগণ প্রকৃত হকের সন্ধানী এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত কোন ব্যক্তি, দল বা মাযহাবের সিদ্ধান্ত তারা চাননি। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা এবং হাদীছের গ্রন্থ সমূহের নাম উল্লেখ না করে ফিক্বহ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে প্রায় সকল মাসআলাতেই মাযহাবী ফক্বীহদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন- ঈদায়নের ১২ তাকবীরের পক্ষে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্বেও ফক্বীহ আলেমদের কথা দ্বারা ৬ তাকবীর প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঈদায়নের ছালাতের বারো তাকবীর সম্পর্কে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল আযহাতে ১ম রাক'আতে সাত এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর ব্যতীত পাঁচ তাকবীর দিতেন *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ হা/১১৪৯, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৯, ৩/১০৭ পৃঃ)*। ১২ তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ৩০ এর অধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ছাহাবীদের ছহীহ

আছার সহ এর সংখ্যা ৫০-এর অধিক *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ও নভেম্বর '০৬)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন মারফূ হাদীছ নেই। অনুরূপ বিশ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যে হাদীছটি পেশ করা হয়েছে তা সকল মুহাদ্দিছের নিকট যঈফ ও জাল। অনুরূপ ওমর (রাঃ) ২০ রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বা তার যুগে চালু ছিল মর্মে যে কথা ছড়ানো হয় সেটাও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধী, নিতান্ত যঈফ ও মুনকার। কারণ ওমর (রাঃ) ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে অকাট্য ছহীহ হাদীছ এসেছে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫-এর আলোচনা দ্রঃ; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ আত-তাহরীক অক্টোবর ও নভেম্বর '০৩ সংখ্যা)*।

ছালাতের আহকামের ব্যাপারে নাভির নীচে হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদায়েন না করা, আমীন আস্তে বলা ইত্যাদি বিষয়ে জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল দেয়া হয়েছে। অথচ বুকের উপর হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদায়েন করা, সরবে আমীন বলা সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে অধিক সংখ্যক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে' *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ))*। অনুরূপভাবে পুরুষ ও মহিলার ছালাতের পার্থক্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও উদ্ভট ও দলীল বিহীন। মূলতঃ নারী-পুরুষের ছালাতে কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ বদলি হজ্জ যার পক্ষ থেকে করা হয় সে কী পরিমাণ নেকী পাবে এবং যিনি বদলি হজ্জ করে দেন তিনি কী পরিমাণ নেকী পাবেন?

- নাসিরুদ্দীন
মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তরঃ বদলী হজ্জ যার পক্ষ থেকে করা হবে তিনি হজ্জের পূর্ণ নেকী পাবেন। ইবনু আব্বাস হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন শুবরুমার পক্ষ থেকে উপস্থিত। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি তোমার হজ্জ কর অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ কর *(আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৫২)*। বদলী হজ্জ সম্পাদনকারীও পূর্ণ হজ্জের নেকী পাবেন *(ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়েমা ১১/৭৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ একই পরিবারের পক্ষ থেকে একজন কুরবানী করলে চলবে কি? না সামর্থ্যবান একাধিক সদস্যকে কুরবানী করতে হবে?

- আসাদুল্লাহ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানীই যথেষ্ট *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪)*। তবে একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিক পশুও কুরবানী করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে দু'টি শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করেছেন *(বুখারী হা/৫৫৬৪-৬৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩)*। বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাঃ) একশ'টি কুরবানী করেছিলেন *(বুখারী হা/১৭১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ কুরবানীর পশু অন্যের মাধ্যমে যবেহ করে নেওয়া যায় কি?

- মিলন হোসাইন
নাটোর ডিগ্রী কলেজ, নাটোর।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৭১)*। তবে অন্যের মাধ্যমেও যবেহ করা যায়। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু উট নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং কিছু উট অন্যের মাধ্যমে যবেহ করালেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৩১; আত-তাহরীক, অক্টোবর '০১, ১৪/৮৬)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ জানাযার ছালাত শেষে মৃত দেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে তিনবার রাখা হয়। এর কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

- আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ের শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এ প্রথা নিঃসন্দেহে বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ ঈদের ছালাতে তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে পুনরায় তাকবীর বলা ও 'সিজদায়ে সাহো' দিতে হবে কি?

- লিয়াকত আলী
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঈদের ছালাতে তাকবীর বলতে ভুল হ'লে বা গণনায় ভুল হ'লে পুনরায় বলতে হবে না বা 'সিজদায়ে সাহো' লাগবে না' *(মির'আত হা/১৪৫৩, ২/৩৪১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১৪)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সে সমস্ত প্রাণীর মলমূত্র অপবিত্র নয়। তাহ'লে এসব প্রাণীর মলমূত্র কাপড়ে লাগলে ছালাত হবে কি?

- আবুল হুসাইন
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হালাল প্রাণীর মলমূত্র কাপড়ে লাগলে ছালাত হয়ে যাবে। কারণ তা অপবিত্র নয়। ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)

বলেন, কোন ছাহাবী এগুলোকে নাপাক বলেননি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১)*। আনাস (রাঃ) বলেন, উক্ল এবং উরায়না গোত্রের কিছু লোক এসে মদীনার আবহাওয়া অনুকূলে পেল না। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে লেক্বাহ নামক স্থানে গিয়ে উটের পেশাব ও দুধ পান করতে বললেন *(বুখারী হা/২৩৩)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদ নির্মাণের পূর্বে ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/২৩৪)*। উল্লেখ্য যে, সাত স্থানে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ মর্মে তিরমিযী বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/৭৩৮)*।

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ ইসলামী শরী'আতে কালেমার সংখ্যা কতটি ও কি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- সুলতানা নাসরিন
হাট গাংগোপাড়া ডিগ্রী কলেজ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কালেমার কোন প্রকার নেই। একই কালেমা বিভিন্ন শব্দে হাদীছের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ভারত বর্ষের কতিপয় বিদ্বান ঐ শব্দগুলির বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করে বিভিন্ন নামকরণ করেছেন (যেমন কালেমা তাইয়েবাহ, শাহাদাত, তাওহীদ, তামজীদ ইত্যাদি)। যা তাদের ইজতিহাদী বিষয়। সবক'টি মুখস্থ রাখা আবশ্যক নয়। যার মধ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য আছে মুখস্থ করার জন্য ঐ কালেমাটিই নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। যেমন কালেমা তাইয়েবাহ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' এবং কালেমায়ে শাহাদাত أشـهد أن لا إلـه إلا الله وأشـهد أن محمدا عبده ورسـوله 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু' *(বুখারী ও মুসলিম)*। অত্র কালেমাটি কালেমায়ে শাহাদাত নামে পরিচিত *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক, এপ্রিল '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৪/১০৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতনিয়ে এলেন। আমার প্রশ্ন হ'ল, জুম'আর ছালাত কখন ফরয হ'ল?

- নওরিন সুলতানা
ফার্সী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ হিজরতের পূর্বে জুম'আর ছালাত ফরয হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে আস'আদ ইবনু যুরারাহ নামক ছাহাবী সর্বপ্রথম মুছল্লীদের নিয়ে জুম'আ আদায় করেছিলেন। কোন বর্ণনায় আছে, মুছ'আব ইবনু উমায়ের (রাঃ) প্রথম জুম'আ আদায় করেছিলেন। এর সামঞ্জস্য হ'ল আস'আদ ইবনু যুরারাহ ছিলেন নির্দেশকারী এবং মুছ'আব ইবনু উমায়ের (রাঃ) ছিলেন ইমাম। অথবা আস'আদ ইবনু যুরারাহ মদীনা থেকে এক মাইল দূরে বানী বায়াযাহ গোত্রে প্রথম জুম'আ আদায় করেছিলেন এবং মুছ'আব ইবনু উমায়ের মদীনাতেই প্রথম জুম'আ আদায় করেছিলেন *(ইরউয়াউল গালীল ৩/৬৮-৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ ওযূ করা অবস্থায় প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হ'লে পুনরায় কি ওযূ করতে হবে?

-হাফেয মশিউর রহমান
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। পেটের গণ্ডগোল, ঘুম, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি কারণে যদি কেউ সন্দেহে পতিত হয় যে, ওযূ টুটে গেছে, তাহ'লে পুনরায় সে ওযূ করবে। আর যদি কোন শব্দ, গন্ধ বা চিহ্ন না পায় এবং নিজের ওযূর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে, তাহ'লে পুনরায় ওযূর প্রয়োজন নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ কোন মহিলা খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে সে কতদিন ইদ্দত পালনের পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে?

- ডাঃ ইদরীস
বানেশ্বর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ খোলা তালাকের মাধ্যমে কোন মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে এক হায়েয ইদ্দত পালনের পর সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। কারণ খোলা তালাক নয় বরং বিবাহ বিচ্ছেদ মাত্র। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাবেত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী খোলা করে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে এক হায়েয ইদ্দত পালনের পর বিবাহ বসতে পরবে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/১১৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত কতদিন? কতদিন পর সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে? একজন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্বামীর জন্য অন্যত্র বিবাহের কোন সময়সীমা আছে কি?

- আবুল কাসেম
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ তিন তুহূরে তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলা তৃতীয় তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(বাক্বারাহ ২২৯)*। উল্লেখ্য, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি তালাকে বায়েনা বা এক তালাক্ব দেওয়ার পর তিন তুহূর পর্যন্ত তাকে রাজ'আত না করা হয় তাহ'লে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং তিন তুহূরের পরে মহিলা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। আর স্বামী-স্ত্রী যদি

পুনরায় ঘরসংসার করতে রাযী হয় তাহ'লে নিকাহে জাদীদ বা নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে।

আর যদি তালাকে মুগাল্লাযাহ বা তিন তুহূরে তিন তালাক্ব প্রাপ্তা হয়। তৃতীয় তালাক্বে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে না *(বাক্বারাহ ২২৯)*। অর্থাৎ তৃতীয় তালাকে ইদ্দত পূরণের পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। তবে পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ হারাম। উল্লেখ্য, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্বামীর জন্য কোন ইদ্দত বা সময়সীমা নেই।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ খালি পায়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- রফীকুল ইসলাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ খালি পায়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যায়। তবে শর্ত হ'ল পায়ে যেন অপবিত্রতা না লাগে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা ছালাত কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১)*। উল্লেখ্য যে, ধূলাবালি অপবিত্র নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ হাদীছে আছে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং মধ্যাহ্নের সময় ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। অপর হাদীছে আছে, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসে। প্রশ্ন হ'ল, নিষিদ্ধ সময়গুলিতে 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' আদায় করা যাবে কি?

- ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ নিষিদ্ধ সময়গুলিতে 'কারণ বিশিষ্ট' ছালাত আদায় করা যায়। যেমন- তাহিইয়াতুল মসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযূ, সূর্যগ্রহণের ছালাত, জানাযার ছালাত, ক্বাযা ছালাত ইত্যাদি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২)*। অতএব যে কোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দু'রাকাত ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ জনৈক আলেম বলেন, 'মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, হিংসাকারী ও আত্মীয়তা ছিন্নকারীর গোনাহ রামাযান মাসেও মাফ করা হয় না। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নলহাটী, বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ পাপ মোচনের জন্য নির্দিষ্ট কোন মাস নেই। বরং গুনাহ সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করলে তিনি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। উক্ত গোনাহগুলো কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর কাবীরা গোনাহ খালেছ তওবার মাধ্যমে মোচন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন' *(নিসা ৪৮)*। তিনি আরো বলেন, 'হে নবী (ছাঃ) আপনি তাদের বলে দিন, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তিনি তার বান্দাদের তওবা কবুল এবং পাপসমূহ মার্জনা করেন' *(শূরা ২৫)*। উল্লেখ্য যে, কবীরা গোনাহ বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট হ'লে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা নেওয়া হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়কে কেন এবং কিসের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। জবাবদানে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নলহাটী, বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সে যুগে যাদু শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করায় নবীদের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হ'ত সেটাকেও তারা যাদু বলে আখ্যায়িত করত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা যাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে যাদু শিক্ষা দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। যাতে মানুষ জানতে পারে যে, নবীদের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয় তা যাদু নয় বরং তা মু'জিযা। *(মাওলানা জুনাগাড়ী, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম, উর্দু অনুবাদ ও তাফসীর সহ সূরা বাক্বারাহ ১০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা; তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনু কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২০-২১)*।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ 'ছাদাকাতুল ফিতর' এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা স্কুল-কলেজে পড়ুয়া গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া যাবে কি?

- মাজেদুর রহমান
ইংরেজী বিভাগ
রাজশাহী কলেজ।

উত্তরঃ যদি ছাত্র-ছাত্রী শারঈ ইলম অর্জনকারী হয় তাহ'লে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। কারণ তারা ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। যা যাকাত বন্টনের খাতের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যাকাত ফকীর মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, অমুসলিমদেরকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য, ক্রীতদাসকে আযাদ করার জন্য, ঋণগ্রস্তদেরকে ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে

Contents

নির্ধারিত বিধান' *(তওবাহ ৬০)*। আর যদি ছাত্র-ছাত্রী দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারী হয় তাহ'লে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে না *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৪০)*।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ মীযান ও পুলসিরাত বলতে কিছু থাকবে কি? যদি থাকে এবং এদের কোন একটির দ্বারাই যদি জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যায় তাহ'লে বিচারক হিসাবে আল্লাহ্‌র বিচার করা এবং ডান হাতে, বাম হাতে আমলনামা দেওয়ার কারণ কি?

- মহিরুদ্দীন
গোপালপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ মীযান এবং পুলসিরাত দু'টিই আছে। যা পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মীযানের প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মীযান স্থাপন করব' *(আম্বিয়া ৪৭; ক্বারিআহ ৬ এবং ৮)*। 'পুলসিরাতের প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, সে তথায় (পুলসিরাত) পৌঁছবে না' *(মারইয়াম ৭১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তারা সেখানে (পুলসিরাত) পৌঁছবে এবং তাদের আমল অনুযায়ী তারা পার হয়ে যাবে' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩১৬০)*। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন সেহেতু তিনি হিসাব না নিয়েও মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা না করে বান্দাহর নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন বান্দা নেককার না গুনাহগার। তারপর তাকে জান্নাতে বা জাহান্নামে দিবেন। এজন্যই তিনি কবর, মীযান, পুলসিরাত ইত্যাদি স্তরের ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ একাধিক স্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে বান্দাকে জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠানো হবে। এর প্রথম স্তর হ'ল কবর। ওছমান (রাঃ) যখন কবরের নিকট দাঁড়াতেন তখন কাঁদতেন এমনকি তাঁর দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যেত। তাঁকে বলা হ'ল, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলা হ'লে আপনি কাঁদেন না অথচ কবরের কাছে এসে কাঁদেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আখেরাতের স্তর সমূহের মধ্যে প্রথম স্তর হ'ল কবর। যে এখানে মুক্তি পাবে পরবর্তী স্তর তার জন্য সহজ হবে এবং যে এখানে মুক্তি পাবে না তার জন্য পরবর্তী স্তরগুলি কঠিন হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ সম্প্রতি ঢাকায় তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড ২৯০ পৃষ্ঠায় ১০/১৩ অধ্যায় 'ফজরের ওয়াক্ত হবার পূর্বে আযান দেওয়া' অনুচ্ছেদে ৬২২-৬২৩ নং হাদীসের টীকায় বলা হয়েছে, নাসায়ী, বাইহাকী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনুস সাকান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র প্রথম আযানে (অর্থাৎ সাহারীর আযানে) 'আছ-ছালাতু খাইরুম মিনান নাওম' আছে। আর দ্বিতীয় আযানে অর্থাৎ ফজরের মূল আযানে নেই (সুবুলুস সালাম ২/২৮৫)। প্রশ্ন হ'ল, ফজরের ছালাতে আছ-ছালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মুনছুরুর রহমান
দৌলপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এ বিষয়ে সঠিক কথা এই যে, সাহারীর আযান সাধারণ আযানের ন্যায় দিতে হবে। অতঃপর ফজরের আযানের সাথেই কেবল 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' যোগ হবে এবং এটা কেবল ফজরের আযানের সাথেই নির্দিষ্ট *(মির'আত ২/৩৫১)*। এ বিষয়ে (১) হাফেয ইবু খুযায়মা باب التثويب فى أذان الصبح 'ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম সিনান নাউম বলার মর্মে প্রথম শিরোনাম রচনা করেছেন *(১/২০১ পৃঃ)*। আবু মাহযুরাহ (রাঃ) বর্ণিত আযান শিক্ষা দান বিষয়ক হাদীছে এসেছে فإن كان هذا صلاة الصبح 'অতঃপর যদি এটা ফজরের ছালাত হয়, তাহ'লে তুমি বলবে আছছলাতু খায়রুম মিনান নাউম'...। *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৪৫ 'আযান' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৭২, ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৫)*।

অনুরূপভাবে (২) বেলাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন যে, لاتثوبن فى شيئ من الصلوات ألا فى صلوت الفجر 'তুমি ফজরের ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাতে আস-সলাতু খায়রুম মিনান নাউম বলবে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৪৬)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি অর্থগত দিক দিয়ে ছহীহ *(ঐ হাশিয়া দ্রষ্টব্য)*। ইবনু মাজার অন্য হাদীছে এসেছে, 'আস-সালাতু খায়রুম মিনান নাউম' ফজরের আযানের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা স্থায়ী হয়ে গেছে। (فأ قرّت فى تاذين الفجر فثبت الأمر على ذلك) *(সনদ ছহীহ, ইবনু মাজাহ হা/৭১৬)*। (৩) ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছেও কেবল ফজরের কথা এসেছে। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন,

من السنة إذا قال المؤذن فى الفجر حى على الفلاح قال الصلاة خير من النوم

'সুন্নাত হ'ল এই যে, মুওয়াযযিন ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পরে বলবে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৬, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম (সুবুলুস সালাম সহ) হা/১৬৭)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, এটাই ছিল ছাহাবীদের যুগের নিয়মিত সুন্নাত। অথচ অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে সুবুল বলেন, উক্ত হাদীছে বর্ণিত 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' ফজরের আযানের জন্য নয়। বরং এটি হ'ল ঘুমন্ত ব্যক্তিদের *(তাহাজ্জুদ ও সাহারীর উদ্দেশ্যে)* জাগানোর জন্য *(উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ১/২৫০ পৃঃ)*। তাঁর এই বক্তব্য ছহীহ হাদীছ সমূহের এবং ছাহাবীগণের আমলের অনুকূলে নয়। সম্ভবতঃ উক্ত ব্যক্তিগত মন্তব্যের উপরে ভিত্তি করেই সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ ছহীহুল বুখারীর টীকায় আর এক ধাপ বেড়ে গিয়ে কড়া মন্তব্য করা হয়েছে।

(৪) নাসাঈ সুনানুল কুবরা التثويب فى أذان الفجر 'ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' শিরোনামে আবু মাহযূরাহ থেকে বর্ণিত হাদীছে كنت أقول فى أذان الفجر الأول 'আমি প্রথম ফজরের আযানে আছ-ছালাতু খায়রুম... বলতাম' মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(হা/১৬২৩)*। 'প্রথম ফজর' কথাটি আবূদাঊদেও এসেছে। ইমাম নাসাঈ রচিত উপরোক্ত শিরোনামে প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রথম ফজর বলতে ফজরের ছালাত বুঝেছেন, ফজরের পূর্বের সাহারীর আযান নয়।

(৫) মুসনাদে আহমদে *(৩/৪০৮ পৃঃ)* বর্ণিত فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل الصلاة خيرمن النوم -এর ব্যাখ্যায় সঊদী আরবের সাবেক মুফতী শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, (নাসাঈ ও আহমাদে বর্ণিত) উক্ত আযানের অর্থ হ'ল ফজরের ওয়াক্ত প্রবেশ করার পরের আযান, ফজরের পূর্বের তাহাজ্জুদ বা সাহারীর আযান নয়। অতঃপর দ্বিতীয় আযান বলতে ছালাতের এক্বামত বুঝায়। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে بين كل أذانين صلاة 'প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে ছালাত রয়েছে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২)*। এক্ষণে যারা এটাকে ফজরের পূর্বেকার আযান ধারণা করেছেন (ও সেখানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' বলতে হবে বলে মনে করেছেন) فليس له حظ فى النظر তার এ বিষয়ে কোন দুরদৃষ্টি নেই *(ঐ, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২৮৩-২৮৪ নং ১৯৮)*। শায়খ বিন বায থেকে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য এসেছে *(মাজমুআ ফাতাওয়া ৪/১৭০ ফাৎওয়া নং ১৫৪; হেদায়াতুর রুওয়াত হা/৬১৫ এর টিকা পৃঃ ১/৩১০; শাওকানী নায়লুল আওত্বার ২/১০২; ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮৬; মির'আত ২/৩৫১, হা/৬৫১-এর ব্যাখ্যা; শায়খ উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৯৮ পৃঃ ২৮০; দ্রঃ আত-তাহরীক নভেম্বর '০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ মসজিদে ব্যবস্থা না থাকায় কোন মহিলা বাড়িতে ই'তিক্বাফ করলে জায়েয হবে কি?

- মোছঃ সুফিয়া ফেরদৌস
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বাড়িতে মহিলাদের ই'তেকাফ করা ঠিক নয়। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মীনীগণ মসজিদে নববীতে ই'তেকাফ করতেন *(মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭১, 'ই'তেকাফ' অধ্যায়)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিশোনা' *(বাক্বারা ১৮৭)*। উক্ত আয়াত ইঙ্গিত বহন করে যে, মহিলাদেরকেও মসজিদে ই'তেকাফ করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ হায়েয অবস্থায় তাসবীহ তাহলীল করা যাবে কি?

- খাদীজা
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ হায়েয অবস্থায় তাসবীহ তাহলীল করা জায়েয। এমনকি স্পর্শ না করে পবিত্র কুরআনও তেলাওয়াত করতে পারে। যেমন ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দেওয়া, পরীক্ষায় লেখা ইত্যাদি। উল্লেখ্য, হায়েয অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না মর্মে যে হাদীছ আছে তা যঈফ *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১/৩১১; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২৫৫)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ কুরবানীর চাঁদ উঠলে নাকি কোন পশু যবেহ করা যায় না। তাহ'লে এ সময়ে জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করতে হ'লে করণীয় কি?

- আব্দুস সালাম
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কুরবানীর চাঁদ উঠলে কোন পশু যবেহ করা যায় না এ কথাটি ঠিক নয়। কুরবানীর চাঁদ উঠার পরও হালাল পশু যবেহ করা যায়। এতে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং জন্মের ৭ম দিন ঈদের দিন হ'লেও আক্বীক্বা দেওয়া যাবে। তবে কুরবানী দাতার জন্য নখ ও চুল কাটা নিষেধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ; আত-তাহরীক ডিসেম্বর '০১, ১৪/৮৪)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ একটি সৎ কাজের নিয়ত করলে একটি নেকী হয় এবং তা বাস্তবায়ন করলে ১০ থেকে ৭০০টি নেকী পাওয়া যায়। প্রশ্ন হ'ল, খারাপ কাজের নিয়ত করলে এবং তা বাস্তবায়ন করলে কী পরিমাণ পাপ হবে?

- আবু তাহের
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের সংকল্প করে তা করে না, তাকে আল্লাহ তা'আলা

Contents

পূর্ণ একটি নেকী দান করেন। আর যদি সংকল্পের পর উক্ত কাজ বাস্তবায়ন করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ১০ থেকে ৭০০ পর্যন্ত এমনকি তার চেয়েও বেশী ছওয়াব দান করেন। আর যদি কোন ব্যক্তি অসৎ কাজের সংকল্প করে তা না করে তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে একটি ছওয়াব দান করেন। আর যদি সংকল্প করার পর সেই অসৎ কাজটি করে ফেলে তবে আল্লাহ তা'আলা একটি মাত্র গুনাহ লিখেন *(মুসলিম ১/৭৮)*। উল্লেখ্য, কারো মাধ্যমে কোন পাপ কাজ চালু হ'লে সেই পাপ কাজ যারা করবে তাদের সকলের সমপরিমাণ পাপ তার আমল নামায় লেখা হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তির হিসাব শুরু হবে? কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ)-এর হিসাব শুরু হবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- হেলালুদ্দীন
সহকারী শিক্ষক
রামনগর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সর্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ)-এর হিসাব শুরু হবে কথাটি ভিত্তিহীন। এমনকি কোন্ ব্যক্তির হিসাব প্রথমে শুরু হবে তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সমষ্টিগতভাবে প্রথমে হিসাব নেওয়ার বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন (১) লোক দেখানো শহীদ, কুরআন তেলাওয়াতকারী ও দানকারী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫)*। (২) ছালাত সম্পর্কে প্রথম হিসাব নেয়া হবে *(তাবারাণী, আওসাত্ব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)* (৩) খুনের হিসাব *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪৪৮)* ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮)ঃ সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে এবং সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতে 'আরবাব' বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? মানুষ কিভাবে মানুষকে রব বানিয়ে নেয়? ফিরআউন নিজেকে 'বড় রব' বলে কি বুঝাতে চেয়েছিল?

- ছাদেকা বিনতে ছফিউল্লাহ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত أرباب (আরবাব) বলতে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় পণ্ডিতদের বুঝানো হয়েছে। আদী ইবনু হাতেম হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উক্ত আয়াত শ্রবণ করার পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইহুদী-নাছারারা তো তাদের আলেমদের ইবাদত করে না। তাহ'লে কেন বলা হয় যে, তারা তাদের আলেমদের রব বানিয়ে নিয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা তাদের ইবাদত করে না একথা ঠিক। তবে তাদের আলেমরা যেটাকে হালাল বলে, সেটাকেই তারা হালাল হিসাবে গ্রহণ করে আর তারা যেটাকে হারাম বলে সেটাকেই তারা হারাম হিসাবে গ্রহণ করে। এটাই হচ্ছে তাদের আলেমদের ইবাদত করা *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩০৯৫ 'তাফসীর' অধ্যায়)*। 'বড় রব' দ্বারা ফির'আউন নিজেকে প্রভু হিসাবেই দাবী করেছিল। ফির'আউন বলেছিল, আমি জানিনা যে আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোন উপাস্য আছে *(ক্বাছাছ ৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ জনৈক ইমাম ছাহেব খুৎবায় বলেন, মানুষের জন্ম ৫ বার এবং মৃত্যু চারবার। একথা কতটুকু সত্য?

- মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ
২২০ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা বলেছিল, হে প্রভু! আপনি আমাদের দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন দান করেছেন' *(মুমিন ১১)*। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, দু'টি মৃত্যুর মধ্যে প্রথম মৃত্যু হচ্ছে জন্মের পূর্বে পিতার পৃষ্ঠদেশে নুতফা আকারে যেটা থাকে তাকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। ২য় মৃত্যু হচ্ছে মানুষ দুনিয়ায় জীবন যাপন করার পর যখন মারা যায়। আর দু'টি জীবনের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে দুনিয়ার জীবন অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন কবর থেকে উঠাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা মৃত ছিলে অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন। অতঃপর পুনরায় মৃত্যু প্রদান করবেন, এরপর আবার জীবিত করবেন' *(বাক্বারাহ ২৮; মাওলানা জুনাগড়ী, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম, উর্দূ তরজমা তাফসীর সহ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ টুপি ছাড়া ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

- জাহিদুল ইসলাম
ঘোনা, রহমানিয়া দাখিল মাদরাসা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ টুপি মাথায় না দিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তবে টুপি মাথায় দিয়ে ছালাত আদায় করা যীনাত বা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ টুপি মাথায় দিয়ে ছালাত আদায় করা ভাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সাজ-সজ্জা পরিধান করে নাও' *(আ'রাফ ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ জীবনে যে ব্যক্তি একবার আল্লাহ্র নাম নিয়েছে সে জান্নাতে যাবে। প্রচলিত কথাটি কি সত্য?

- মুহাম্মাদ শাহীন
পাটকেল ঘাটা, সাতক্ষীরা।

Contents

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ছহীহ হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি অন্তর থেকে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫)*। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে, যারা তাওহীদপন্থী হয়ে মারা যাবে অর্থাৎ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দিয়ে মারা যাবে তারা অবশ্যই জান্নাতী হবে। আর যদি কাবীরা গুনাহগার হয় এবং তওবা না করে মারা যায় তাহ'লে আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অথবা সে যে পরিমাণ পাপ করেছে সে পরিমাণ শাস্তি প্রদানের পর জান্নাত দিবেন *(শরহে নববী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১)*। অর্থাৎ তাওহীদপন্থী কোন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। যা শাফা'আতের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪)*। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন- আমীন!

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ এক ব্যক্তি মোহর বাকি রেখে বিবাহ করেছে এবং মোহর পরিশোধ করার পূর্বে স্ত্রী মারা গেছে। এখন ঐ মোহরের টাকা কাকে প্রদান করতে হবে?

- শফীকুল ইসলাম
দারুশা বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মোহর মৃত স্ত্রীর ওয়ারিছদের দিতে হবে। আর জীবিত অবস্থায় মোহর পরিশোধ না করার কারণে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা মোহরানাকে স্বামীর উপর ফরয করেছেন *(নিসা ৫)*। বিয়ের বৈঠকে প্রদান করুক বা পরে করুক স্বামীকে অবশ্যই স্বীয় স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতেই হবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিনবার সিনা চাক করা হয়েছিল। একথাটি কি সত্য?

- মারফিদুল হক
নবাবগঞ্জ কলেজ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিনবার সিনা চাক করা হয়েছিল একথা সত্য। (১) দুগ্ধপানকারিণী মাতা হালীমার নিকট থাকা অবস্থায়, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪/৫ বছর। তিনি তখন অন্যান্য ছেলেদের সাথে খেলছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৫২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৫৬)*। দ্বিতীয়বার গারে হেরায় এবং তৃতীয়বার মি'রাজে যাওয়ার সময় *(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৯/৩৭৪৩ পৃঃ, হা/৫৮৫২ নং-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ 'প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়া ও কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছকে মাসিক আত-তাহরীকে যঈফ বলা হয়েছে। অথচ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এবং 'মাসায়েলে কুরবানী' বইয়ে উক্ত হাদীছ দু'টি রয়েছে। বিষয়টি জানতে চাই।

- আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে 'আয়াতুল কুরসী' তেলাওয়াতকারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য মরণ ছাড়া আর কিছু বাধা নেই মর্মে হাদীছ ছহীহ, যা 'আত-তাহরীকে' এবং 'ছালাতুর রাসূলে' উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উক্ত হাদীছের শেষাংশ ছহীহ নয় যা তাহরীকে যঈফ বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৭৪, টীকা নং ২)*। দ্বিতীয় হাদীছটি হচ্ছে- 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দা কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর ও লোম সমূহ নিয়ে উপস্থিত হবে। কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হবার আগেই আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে যাবে'। এ হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৭০)*। অত্র হাদীছটি 'মাসায়েলে কুরবানী'তে উল্লেখ করা হ'লেও ছহীহ বলা হয়নি। বরং হাদীছটির ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(মাসায়েলে কুরবানী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তাজ মাথায় দিতেন? আমি হজ্জ করতে মদীনায় গিয়ে তাজ ক্রয় করার ইচ্ছা করলে আরবী লোকেরা বললেন, এটা অনারব বা আজমী লোকদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ডাঃ আলহাজ্জ নূর মুহাম্মাদ
শ্যামনগর হাসপাতাল
আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আরবী লোকের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাজা-বাদশাহদের মত কোন তাজ ব্যবহার করেননি; বরং তিনি মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করেছেন। আমর ইবনু হুরাইছ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাল পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বরে খুৎবা প্রদান করতে দেখেছি। তার পাগড়ির দুই পার্শ্ব পিছনে ঝুলিয়ে ছিল *(মুসলিম হা/১৩৫৯, যাদুল মা'আদ, ১/১৩০)*। বর্তমানে যারা মাথায় পাগড়ী ব্যতীত তাজ ব্যবহার করাকে সুন্নাত মনে করেন আসলে তা সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ তাশাহহুদের বৈঠকে আংগুল দ্বারা ইশারা করে কি দেখান হয়? এর উপকারিতা কি?

- আব্দুর রাকীব
সঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে কিছু দেখানো হয় না। এটি ছালাতের সুন্নাত। একাজটি শয়তানের উপর খুব কঠিন হয় এবং সে মুছল্লীকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়। নাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ছালাতে বসতেন তখন দু'হাত দু'হাঁটুর উপর

রাখতেন, তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এই আঙ্গুলের ইশারা শয়তানের উপর লোহার চেয়েও কঠিন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৯১৭)*। উল্লেখ্য যে, তাশাহহুদের সম্পূর্ণ বৈঠকেই মৃদুভাবে আঙ্গুল নড়াতে হবে। কেবলমাত্র 'আশহাদু আল্লা-ইলা-হা' বলার সময় একবার আঙ্গুল উঠানোর প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬-এর টীকা-১ দ্রঃ)*। আরো উল্লেখ্য যে, আঙ্গুল না নেড়ে কেবল তুলে রাখা হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/৯১২-এর টীকা দ্রঃ; যঈফ আবুদাঊদ, হা/৯৮৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ কবরে খেজুরের ডাল পোঁতার কারণ কি? এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

- ইয়ার
পূর্বপাড়া, আটমুল, বগুড়া।

উত্তরঃ কবরে খেজুরের ডাল পোঁতা ঠিক নয়। নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণ পরবর্তী কোন সালাফ থেকেও এর কোন প্রমাণ নেই। নবী করীম (ছাঃ) দু'টি পরিত্যক্ত কবরে একটি খেজুর ডাল দু'টুকরা করে দু'টি কবরে পোঁতে দিয়েছিলেন মর্মে দলীল আছে। তিনি পুরাতন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের কবরের শাস্তি অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন। তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ ও প্রার্থনা করেছিলেন। কবরের শাস্তি লাঘব হবে বলে এ সময় তিনি দু'টি তাজা খেজুরের ডাল শুস্ক হওয়া পর্যন্ত *(বুখারী, মুসলিম, আলবানী, মিশকাত, হা/৩৩৮-এর ৫নং টীকা)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ ফাতিমা (রাঃ)-এর কবর খনন করার সময় বলা হয়েছিল, হে কবর তোমার মধ্যে রাখা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মেয়ে, আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং হাসান-হুসাইনের মাতা ফাতিমা (রাঃ)-কে। তার সাথে বেআদবী কর না। কবর বলল, আমি কাউকে চিনি না। আমল ভাল না হ'লে কেউ আমার নিকট পরিত্রাণ পাবে না। এ ঘটনা কি সত্য?

- সোহেল রানা
গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনাটির ছহীহ কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চাঁদি এবং পাথরের আংটি ব্যবহার করতেন। অতএব আপনারাও এ ধরণের আংটি ব্যবহার করুন। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। উক্ত বক্তার বক্তব্যটি কি সঠিক?

- জাহাঙ্গীর আলম
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। প্রয়োজনে চাঁদির আংটি ব্যবহার করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের নিকট চিঠি প্রেরণের ইচ্ছা করলেন তখন তাকে বলা হ'ল, সিলমোহর ছাড়া তারা চিঠি গ্রহণ করবেন না। তখন তিনি চিঠিতে সিলমোহর মারার জন্য চাঁদির আংটি বানালেন, যার উপর নকশা করা ছিল। সুতরাং প্রয়োজনে আংটি ব্যবহার করতে পারে *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১/১০২)*। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চাঁদির আংটি ব্যবহার করতেন এবং তাতে নকশা ছিল *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৮৭)*। উল্লেখ্য, স্বর্ণের আংটি পুরুষের জন্য হারাম।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ ছালাতের মধ্যে বাইরের বিভিন্ন কথা মনে হ'লে করণীয় কি?

- নাছীরুদ্দীন
মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তরঃ এ অবস্থায় أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম) বলতে হবে এবং বামদিকে তিনবার হাল্কা থুক নিক্ষেপ করতে হবে। ওছমান ইবনু আবু আছ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)! নিশ্চয়ই শয়তান আমার মাঝে ও আমার ছালাত ও ক্বিরআতের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সে এগুলি আমার উপর উলট-পালট করে দেয়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ হচ্ছে শয়তান। এর নাম 'খিনযাব'। তুমি তাকে অনুভব করলে তার থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও এবং তোমার বামদিকে তিনবার থুক নিক্ষেপ কর। ছাহাবী বলেন, আমি তাই করলাম, তখন আল্লাহ শয়তানকে আমার থেকে দূর করে দিলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭)*।